বিজ্ঞাপন।

এই জগতের মধ্যে কত শত শাস্ত্র, বেদ, বাইবেল, কোরাণ ও সম্প্রাদায়িক কত মত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার মধ্যে কোন্ মত সত্য ও কোন্ মত মিথ্যা এবং কোন্ শাস্ত্র সত্য ও কোন শাস্ত্র মিথ্যা তাহা স্থির করা সামান্য গৃহস্থের পক্ষে কঠিন। কারণ মানব অল্পায়ুঃ এবং গার্হস্থ ধর্ম্মের নানারূপ চিন্তায় সর্ব্বদাই ব্যস্ত ও বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রসমূহ সমুদ্রবৎ অসীম। অতএব এই গ্রন্থে সাধারণ গৃহস্থের উপকারার্থ সর্ব্ব শাস্ত্র ও বেদের সার ভাব প্রকাশিত হইল।

বেদ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বিচার পূর্ব্বক যুক্তি সহকারে সার ভাব গ্রহণ করিয়া এবং তদনুরূপ কার্য্য করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকা। যাঁহার বস্তু বোধ আছে তাঁহার জ্ঞান আছে, যাঁহার জ্ঞান আছে, তাঁহার শান্তি আছে, যাহার বস্তু বোধ নাই, তাহার জ্ঞান নাই, যাহার জ্ঞান নাই, তাহার শান্তি নাই।

মাতা পিতার কর্ত্তব্য এই যে, সন্তানকে বিদ্যাভ্যাসের সহিত সদ্ধর্ম্মের উপদেশ দেন—তাহা হইলে সন্তান উত্তমরূপে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কর্ম্ম সমূহ সমাধা করিতে পারিবেক। পৃথিবীতে মাতা পিতা সন্তানের পক্ষে জগদ্গুরু পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের স্থলাভিষিক্ত। যে সন্তান প্রীতি ও ভক্তি সহকারে পার্থিব মাতা পিতার আজ্ঞা পালন করে সে অবশ্যই জগদ্গুরু পূর্ণপর-ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতার আজ্ঞা, প্রীতি ও ভক্তি সহ-কারে পালন করিতে সক্ষম হইবে এবং সেই আজ্ঞাপালন ও

সেই প্রীতি ও ভক্তির ফলস্বরূপ অপার আনন্দভোগের অধিকারী হইবে সন্দেহ নাই। আরও বলা যাইতে পারে যে, যে মাতা পিতার জগদ্গুরু পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের প্রতি প্রীতি ও ভক্তি আছে, তাহাদের সন্ততিও অবশ্যই তাহাদিগকে প্রীতি ও ভক্তি করিবে।

জ্ঞানবান ব্যক্তি জানেন, যে এইজগতে কি ব্যবহারিক কি পারমার্থিক কার্য্য তিন প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, প্রথম নিষ্কাম ভাবে, দ্বিতীয় তৃষ্ণাতে, তৃতীয় ভয়ে। পরমাত্মার প্রিয় জ্ঞানবান ও ভক্তিবান লোকে কি ব্যবহারিক কি পারমার্থিক কার্য্য জগতের উপকারার্থে নিষ্কাম ভাবে করিয়া থাকেন। লোভী অর্থাৎ তৃষ্ণাতুর ব্যক্তিগণ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য কোন ফল প্রাপ্তির আশা ব্যতীত জগতের উপকারার্থে কখনই করে না। অজ্ঞান অবস্থাপন্ন তামসিক ব্যক্তিগণ বিনা ভয়ে কি ব্যবহারিক কি পারমার্থিক কোনও কার্য্যই করে না।

এই গ্রন্থে রচনার লালিত্য বা ভাষা অলঙ্কারের উপর দৃষ্টি না রাখিয়া সারল্য ও ভাবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে, যেহেতু গ্রন্থখানি সাধারণ গৃহস্থগণের শিক্ষার্থে রচিত হইয়াছে।

প্রকাশকের নিবেদন।

এই গ্রন্থে পূর্ণপরব্রহ্ম-প্রাপ্তির পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম অমূল্য অতএব এইগ্রন্থও অমূল্য। কেবল মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়নির্ব্বাহের নিমিত্ত ইহার যৎকিঞ্চিৎ মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। নানা কারণ বশতঃ গ্রন্থে যে সকল বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি লক্ষিত

হইবে, পাঠকগণ তাহা শুদ্ধ করিয়া লইবেন—এই আমার প্রার্থনা রহিল।

শ্রীমতী ত্রৈলোক্যমণী দাসী এই পুস্তক প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় সাহায্য করিয়াছিলেন এবং পুনরায় বিশেষ সাহায্য করায় ইহা জগতের হিতার্থে প্রকাশিত হইল।

সূচিপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
...রনিত্যক্রিয়া কাহাকে বলে	১
সাধারণ উপদেশ	২
ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ	৭
সৃষ্টি সত্য কি মিথ্যা	১২
সৃষ্টিপ্রকরণ	১৪
জড় ও চেতন	১৮
লিঙ্গাকার	২৫
বিনশ্বর, অবিনশ্বর, অনুলোম ও বিলোম	২৫
দ্বৈত ও অদ্বৈত নির্ণয়	২৭
নিরাকার নির্গুণ ও সাকার সগুণ	৩১
পঞ্চোপাসকের ভ্রমমীমাংসা	৩৩
সর্ব্বশক্তিমান পূর্ণপরব্রহ্ম কাহাকে বলে	৩৭
ধর্ম্ম কাহাকে বলে	৩৯
বেদ কাহাকে বলে	৪১
বেদ পাঠে অধিকার	৪৬
ব্রহ্মচর্য্য কাহাকে বলে	৫১
কামনা ভস্ম	৫৩
মনুষ্যগণের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞা	৫৪
মনুষ্যগণের আবশ্যক কি	৫৫

Photo-etching. Survey of India Offices, Calcutta, August 18?

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী

সহজে অজ্ঞানতা দূর হইয়া জ্ঞান প্রকাশ হয় নতুবা হইবার নহে পরিশ্রমই সার হয়। যেরূপ দুগ্ধের মধ্যে ঘৃত সার বস্তু ইহাকে প্রাপ্ত হইতে হইলে ক্রিয়ার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় সেইরূপ জগতের মধ্যে পরমাত্মাই সারবস্তু, যে ক্রিয়ার দ্বারা অজ্ঞানতা দূর হইয়া পরমাত্মাকে পাওয়া যায়, সেই ক্রিয়াকে সাত্ত্বিকীতাক্রিয়া বলে।

সাধারণ উপদেশ।

সর্ব্বদা সত্য, শুদ্ধ, চেতন পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু. মাতা, পিতা, আত্মাতে নিষ্ঠা রাখিবে। বিচারপূর্ব্বক ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য সকল গম্ভীর ও শান্তরূপে সমাধা করিবে। যাহাতে সকল বিষয়ে সপরিবারে পরমানন্দে আনন্দরূপ হইয়া থাকিতে পার তাহা করিবে। অল্পে সন্তুষ্ট ও পরোপকারে রত থাকিবে। যাহাতে জগতের মঙ্গল হয় তাহা করা উচিত। জগতের মঙ্গল হইলে আপনার মঙ্গল ও আপনার মঙ্গল হইলে সমস্ত জগৎ মঙ্গলময় হয়; কারণ সমস্ত জগৎ আপনার আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ। ব্যবহারিক ও পারমার্থিক এই উভয় কার্য্যই তুল্যভাবে দেখা উচিত। ইহার কোন কার্য্যে আলস্য করিতে নাই। যে কার্য্যে আলস্য করা যায়, সে কার্য্য কখন উত্তমরূপে সম্পন্ন হয় না। ব্যক্তিমাত্রেরই উচিত স্ব স্ব সন্তান-গণকে শিক্ষা দেন যে তাহারা সত্য কথা বলে ও সত্যে প্রগাঢ় নিষ্ঠা রাখে; কাহারও নিন্দাবাদ না করে এবং সকলের নিকট

প্রিয়বাদী হয়। কাহাকেও সৎপথ হইতে কদাপি বিমুখ না করে সর্ব্বদা সকলকে সৎপথ দেখাইয়া দেয়। যেরূপ কোন ক্ষেত্রে ধান্য রোপণ করিলে ধান্যই জন্মে ও ধান্যই কাটা হয়, আবার সেই ক্ষেত্রে কাঁটা রোপণ করিলে কাঁটাই জন্মে ও কাঁটাই কাটা হয়, সেইরূপ এই জগতে কেহ কাহারও ইষ্ট ও অনিষ্ট করিলে তদ্রূপ ফল প্রাপ্ত হয়।

বিচারপূর্ব্বক দেখিতে হয় যে আমি কে, আমার স্বরূপ কি এবং পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান গুরুর স্বরূপ কি? আমি কোন্ স্বরূপ হইয়া তাঁহার কোন্ স্বরূপের ধ্যান, ধারণা বা উপাসনা করিব, যাহাতে সকল বিষয়ে সপরিবারে পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারি? আমি এতদিন কোথায় ছিলাম, কোথা হইতে আসিয়াছি এবং মৃত্যুর পর আমায় কোথা যাইতে হইবে? শূন্য হাতে আসিয়াছি এবং শূন্য হাতে যাইতে হইবে। কোন বস্তু সঙ্গে আসে নাই এবং সঙ্গে যাইবেও না। এমন কি স্থূল শরীরও সঙ্গে যাইবে না। কেবল একমাত্র ধর্ম্মই অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপই সারবস্তু এবং ইনিই সঙ্গে যান, সঙ্গে আসেন ও সর্ব্বদা সঙ্গে থাকেন।

জ্ঞানবান ব্যক্তির ভাবার্থের দিকে যাওয়া উচিত, শব্দার্থের দিকে যাওয়া উচিত নয়, কারণ শব্দার্থ কামধেনুর ন্যায় অর্থাৎ উহার সীমা নাই। ভাবার্থ কাহাকে কহে স্থূল দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি, মন দিয়া ভাব গ্রহণ করিবে। যেমন জল একটি পদার্থ, দেশ ও ভাষা বিশেষে ইহার নানাপ্রকার নাম কল্পিত হইয়াছে যথা,—জল, পানী, নীর, সলিল, তোয়, অম্বু, বারি, জীবন, জলতোয়, সিন্ধু, ভান্নি, ইত্যাদি। কিন্তু পদার্থ একই যদি

জল পদার্থকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল নাম ও শব্দার্থের দিকে যাওয়া যায় তাহা হইলে তর্কের সীমা থাকে না ও পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। যদি জল এই শব্দটির প্রত্যেক অক্ষরের শব্দার্থ করা যায়, তাহা হইলে জ + অ + ল এই তিনটী শব্দ হয়। যদি 'জ' হয় তাহা হইলে ত 'জ' শব্দের অর্থ এই দৃশ্যমান স্থূল জগৎ আর যদি 'য' হয় তাহা হইলে 'য' শব্দের অর্থ অন্তর্জগৎ, যথা চারি অন্তঃকরণ (মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার) আশা, তৃষ্ণা লোভ, মোহ, অজ্ঞান, জ্ঞান ও বিজ্ঞান ইত্যাদি। 'অ' অব্যক্তশক্তি যাহার দ্বারা তোমরা সকল আকার কার্য্য করিতেছ। 'ল' শব্দের অর্থ লিঙ্গাকার, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। এক্ষণে দেখ জল শব্দের কত শব্দার্থ বাহির হইল। ইহার পর জলের অন্যান্য নামের প্রত্যেক অক্ষরের অভিধানানুসারে শব্দার্থ করিতে গেলে একটা যুগ কাটিয়া যায় এবং কত শাস্ত্র রচনা হইতে পারে তাহার সীমা থাকে না। কিন্তু আমি যে এত পরিশ্রম করিয়া জল শব্দের অর্থ করিয়া বসিলাম তাহাতে আসল কিছু হইল না, জল যে বস্তু তাহাই রহিল, আমার কেবল পরিশ্রমই সার হইল। যদি আমি সমস্ত শব্দার্থ ও নানাপ্রকার উপাধি ত্যাগ করিয়া জল যে পদার্থ তাহাকে পান করিতাম, তাহা হইলে সহজে আমার পিপাসার নিবৃত্তি হইত, আমিও শান্তি পাইতাম। তাই বলিতেছি, যেইরূপ কি পারমার্থিক, কি ব্যবহারিক, যে কোন বিষয়ই হউক না কেন শব্দার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভাবার্থ গ্রহণ করিবে। [illegible] নানারূপ [illegible] শব্দার্থ [illegible] [illegible] হইও না। [illegible] [illegible] শব্দার্থ পরিত্যাগ করিবে।

সারবস্তু সেই পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে ধারণ করিও এবং মূর্খের ন্যায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, বৃথা তাঁহার নানা নাম এবং উপাধি ও শব্দার্থ লইয়া মনে অশান্তি পাইয়া সত্যধর্ম্মে বিমুখ হইও না। আর একটি স্থূল দৃষ্টান্ত দিয়া এই ভাব বুঝাইয়া দিতেছি, সূক্ষ্মভাবে সারভাব গ্রহণ করিবে। আমার পিপাসা হওয়াতে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম মহাশয়! জল কোথায় পাইব, পান করিয়া পিপাসা নিবৃত্তি করি। তিনি কহিলেন, এই দিকে এই রাস্তা দিয়া এক ক্রোশ সোজা গিয়া তিনটি রাস্তা পাইবে; তাহার বামের দুইটি ছাড়িয়া দক্ষিণেরটি ধরিয়া কিছু দূর যাইলে আটটি রাস্তা দেখিতে পাইবে, তাহাদের দক্ষিণের সাতটি ছাড়িয়া বামেরটি ধরিয়া কিছুদূর যাইলে একটি পুষ্করিণী দেখিতে পাইবে, তাহাতে জল পরিপূর্ণ আছে, কিন্তু পানায় ঢাকা। জল দেখা যায় না। পুকুরে পাকা ঘাট আছে কিন্তু বড় পিচ্ছল পানা সরাইয়া সেই জল পান করিলে, তোমার পিপাসার শান্তি হইবে। আমি ঐ কথা শুনিলাম ও শিখিলাম এবং দিবা-নিশি উহা পাঠ করিতে লাগিলাম কিন্তু উহাতে পিপাসার শান্তি হইল না। যদি ঐ প্রকার পাঠ ও নানা শব্দার্থ পরিত্যাগ করিয়া ঐ ব্যক্তির কথানুসারে পুষ্করিণীতে গিয়া ভাবার্থ গ্রহণ অর্থাৎ জল পান করিতাম তাহা হইলে সহজে আমার তৃষ্ণা দূর হইত। এইস্থলে পুষ্করিণী শব্দে আকাশ, জল শব্দে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান এবং পানা শব্দে অজ্ঞানতা বুঝিবে। পিপাসা অর্থাৎ বিবেক, পাকা ঘাট অর্থাৎ জ্ঞান, পিচ্ছল অর্থাৎ অসৎ পদার্থে সর্ব্বদা আসক্তি।

তাই বলি, আধ্যাত্মিক জগতেও এইপ্রকার শাস্ত্রের নানা

শব্দার্থ পরিত্যাগ করিয়া সারভাব সেই পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপ গুরুকে ধারণ করিলে তোমাদের সকল পিপাসার নিবৃত্তি হইবে অর্থাৎ ভ্রম দূর হইয়া মনে শান্তি পাইবে।

মনুষ্যমাত্রেই বিচারপূর্ব্বক ঈশ্বরের আজ্ঞা ও নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা হয় ও সহজেই ঐহিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য্য সিদ্ধ হয় এবং মনে কোন ভ্রান্তি বা অজ্ঞানতা আসে না, সদা জ্ঞানস্বরূপ আনন্দরূপে কালযাপন করে। যেরূপ যে ধাতুর সহবাস করিলে ব্যবহার কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, সেইরূপ সেই ধাতুর সঙ্গ করিয়া ব্যবহার কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হয় এবং যে ধাতুর সহবাস করিলে পারমার্থিক বিষয় অর্থাৎ জ্ঞান ও মুক্তি হয় সেইরূপ সেই ধাতুর সহবাসে পারমার্থিক কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হয়।

যেমত তৃষ্ণা বোধ হইলে মনুষ্যমাত্রকেই তৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য জল পান করিতে হয়, ক্ষুধা বোধ হইলে অন্নাহার করিতে হয় এবং অন্ধকার বোধ হইলে অগ্নি দ্বারা আলোক করিতে হয় ইহা করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা ও নিয়ম পালন করা হয় এবং সহজেই কার্য্য সিদ্ধ হয়। যদ্যপি অগ্নি দ্বারা আলোক না করিয়া জলের দ্বারা করিতে চাহ, তাহা হইলে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনও হইবে না এবং আলোকও হইবে না। সেইরূপ যখন জ্ঞান ও মুক্তির প্রয়োজন হয়, তখন পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান তেজোময়কে ধারন করিতে হয় অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু বিরাট ভগবান সূর্য্যনারায়ণকে ধারণ করিতে হয় এবং যখন ব্যবহার কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয় তখন স্থূল পদার্থের সহবাস করিয়া ব্যবহার কার্য্য করিতে হয়। এই রূপে বিচার পূর্ব্বক

কার্য্য করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা ও ধর্ম্ম পালন করা হয় এবং সহজেই কার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ।

প্রত্যক্ষ বিচার করিয়া দেখ নিরাকার ব্রহ্ম মন ও বাণীর অতীত ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর। প্রথমাবস্থায় যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞান না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিরাকার ও সাকার পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডা-কারে পরব্রহ্মকে ধারণা করা যায় না।

বেদ ও শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে বিরাট ভগবানের নেত্র সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা তাঁহার মন, অগ্নি তাঁহার মুখ, বায়ু প্রাণ, আকাশ দেহ ও মস্তক, জল নাড়ী এবং পৃথিবী তাঁহার চরণ। এই বিরাট ভগবানের এই সাত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কোন শাস্ত্রে সাত ধাতু এবং কোন শাস্ত্রে সাত দ্রব্য ও সাত বস্তু বলে। কিন্তু যাহাকে সাত ধাতু বলে তাঁহাকেই সাত দ্রব্য ও সাত বস্তু বলে এবং তাঁহাকেই সাত ঋষি এবং দেবীমাতা এবং ব্যাকরণে সাত বিভক্তি বলে। এই সাতকে অহঙ্কার লইয়া অষ্ট প্রকৃতি বলে এবং ইঁহাদিগকেই নবগ্রহ বলে, যথা,—"গ্রহরূপী জনার্দ্দন' অর্থাৎ গ্রহরূপী বিরাট বিষ্ণু ভগবান। ইঁহাদিগকে ব্রহ্মগায়ত্রীতে সপ্তম ব্যাহৃতি বলে যথা,—ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যম্; অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ। এই একই ওঁকার বিরাট ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নানা শাস্ত্রে নানা নাম ধরিয়া দেব দেবী কল্পনা

করে ও ব্যাখ্যা করে কিন্তু বিরাট ভগবান নিরাকার সাকার তোমাদিগকে লইয়া পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকাঁরে বিরাজমান আছেন।

বহির্ভাগে তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পৃথক পৃথক সাত ভাগে দেখা যাইতেছে ও বোধ হইতেছে, কিন্তু তিনি সাত ভাগে বিভক্ত নহেন, ভিতরে ও বাহিরে একই বিরাট ভগবান পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে বিরাজমান আছেন। যেরূপ তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বহির্ভাগে পৃথক পৃথক দেখা যাইতেছে (যথা—হাত, পা, নাক, কাণ ইত্যাদি) কিন্তু তুমি পৃথক পৃথক নহ, তুমি সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থুল ও সূক্ষ্ম শরীরের সমষ্টি লইয়া একই ব্যক্তি বিরাজমান আছ। যেরূপ তুমি এক এক অঙ্গের এক এক শক্তির দ্বারা এক এক কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছ, সেইরূপ বিরাট ভগবানের এক এক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এক এক শক্তির দ্বারা এক এক প্রকার কার্য্য করিতেছেন ও করাইতেছেন। পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ বিরাট ভগবানের অঙ্গপ্রত ঙ্গ বহির্ভাগে সাতটি বোধ হয় (যথাঃ—পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ কিন্তু তিনি সাতটি নহেন তিনি জ্যোতিঃ নিরাকার, সাকার তোমাদিগকে লইয়া পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে একই বিরাজমান আছেন। যেরূপ তুমি ক্রোধ করিলে তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলকে লইয়া ক্রোধান্বিত হও সেইরূপ বিরাট ভগবান পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ ক্রোধান্বিত হইলে সমস্ত চরাচর ক্রোধান্বিত হয়। যেরূপ তুমি প্রসন্ন হইলে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া প্রসন্ন হও, সেইরূপ বিরাট ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ প্রসন্ন হইলে সমস্ত চরাচর লইয়া প্রসন্ন হন। কারণ

যেরূপ ভূমি শরীরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেইরূপ চরাচরের মধ্যে জ্যোতিঃ
স্বরূপ সূর্য্যনারায়ণই শ্রেষ্ঠ। শুদ্ধচেতন নিরাকার কারণ পরব্রহ্ম
হইতে সূর্য্যনারায়ণ স্বতঃ প্রকাশ হইয়াছেন ও সূর্য্যনারায়ণ হইতে
এই স্থূল চরাচর জগৎ প্রকাশ হইয়াছে। যখন এই জগৎ
ব্রহ্মাণ্ডকে প্রলয় করেন তখন সূর্য্যনারায়ণ দ্বাদশ কলা তেজোরূপী
হইয়া এই স্থূল জগৎকে ভস্ম অর্থাৎ রূপান্তর করিয়া আপনার
স্বরূপ করিয়া নিরাকার নির্গুণ কারণে যাইয়া স্থিত হয় এবং
পুনরায় আপন ইচ্ছানুসারে জগৎরূপে প্রকাশ হয়। ইহাই বেদ
বেদান্তের সার এবং মূল বাক্য। ইহা ছাড়া আর কেহ পূর্ব্বে
হয় নাই, বর্ত্তমান কালে নাই এবং ভবিষ্যতেও কেহ হইতে
পারিবেন না এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই ইহা ধ্রুব জানিবে।
এই কারণ কেবল সূর্য্যনারায়ণেরই সকল শাস্ত্রে সকল দেব দেবী
ও ঈশ্বরের উপাসনার বিধি আছে, কারণ বিরাট ব্রহ্ম সূর্য্য-
নারায়ণই সমস্ত দেব দেবী।

প্রত্যক্ষ বিচারপূর্ব্বক দেখ যে, সুপাত্র পুত্র কন্যা আপনার
মাতা পিতার চরণ সম্মুখে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিলে মাতা
পিতার সব প্রত্যঙ্গের পৃথক্ পৃথক্ সমষ্টিকে নমস্কার করা হয়। মাতা
পিতাও চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পান যে, পুত্র কন্যা আমাদিগকে
নমস্কার করিতেছে। আর প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ভিন্ন ভিন্ন
করিয়া নমস্কার করিবার প্রয়োজন হয় না। যথা হাত পিতাকে
নমস্কার, পা পিতাকে নমস্কার ইত্যাদি। সেইরূপ কন্যা পুত্র বা নর-
নারীসমূহ ও মাতা পিতাগণকে সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ নিরা-
কারসাকার বিরাট ভগবান। [illegible] স্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ
চক্ষু জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলে

নিরাকার সাকার আপনাকে লইয়া সমস্ত দেবদেবী চরাচরের সমষ্টিকে প্রণাম করা হয়। আর পৃথক্ পৃথক্ নিরাকার কল্পিত দেব দেবীর নাম করিয়া প্রণাম করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। যখন জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম দিবসে ও রাত্রে সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমারূপে প্রত্যক্ষ বিরাজমান থাকেন, তাঁহাকে উদয় ও অস্তের সময়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক গৃহস্থগণ বাল, বৃদ্ধ, যুবক সকলেই নমস্কার ও প্রণাম করিবে ও যদি দিবসে ও রাত্রে জ্যোতিঃস্বরূপে প্রকাশমান না থাকিয়া নিরাকার ভাবে থাকেন, তাহা হইলে তোমরা ঘরের বাহিরে কিম্বা ঘরের ভিতরে বিছানার উপরে কিম্বা মাটির উপরে যে অবস্থায় থাক উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব কিম্বা পশ্চিম যে দিকেই হউক মুখ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার ও প্রণাম করিবে, তাহা হইলে নিরাকার সাকার দেব দেবী সমষ্টি পূর্ণরূপে ভগবানকে নমস্কার করা হইবে, পৃথক্ পৃথক্ নমস্কার করিবার প্রয়োজন হইবে না। যে স্থানেই তোমরা ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার কিম্বা প্রণাম করিবে সেই স্থান হইতেই তিনি তোমাদিগকে দেখিতে পাইবেন ও পাইতেছেন। কারণ যখন তোমরা তাঁহার তেজোগুণে স্বপ্রকাশ রূপ দেখিতে পাইতেছ তখন তিনি কি তোমাদিগকে থাকিতে বা দেখিতে পাইতেছেন না ?

এই সমস্ত কারণে সর্ব্বদেব শাস্ত্রে জ্ঞান ও মুক্তির জন্য কেবল মাত্র সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপেতেই দেব দেবী ঈশ্বরকে উপাসনা, ভক্তি ও নমস্কার করিবার বিধি আছে।

চারিবেদ শাস্ত্রের মূল ত্রিসন্ধ্যা, ত্রিসন্ধ্যার মূল ব্রহ্মগায়ত্রী, ব্রহ্মগায়ত্রীর মূল এক অক্ষর ওঁকার প্রণব মন্ত্র, ওঁ এক অক্ষর প্রণবের মূল পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ভগবান সূর্য্য-

নারায়ণ। কারণ বিরাট ব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণের নামই ওঁকার যদ্যপি সন্ধ্যা আহ্নিক না করিয়া কেবল ব্রহ্মগায়ত্রী জপ কর এবং সন্ধ্যা আহ্নিক ও ব্রহ্মগায়ত্রী উভয়ই না করিয়া কেবল একাক্ষর ওঁকার মন্ত্র ভক্তিপূর্ব্বক জপ কর, তাহা হইলে সকল মন্ত্র, সন্ধ্যা আহ্নিক, ব্রহ্মগায়ত্রী ইত্যাদি জপ করা হয়, ও সকল কর্ম হয় এবং সকল দেব দেবীর উপাসনা করা হয়, অর্থাৎ নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানের জপ ও উপাসনা করা হয় এবং তাহা হইলে অনর্থক কল্পিত পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র জপ ও পৃথক্ পৃথক্ কল্পিত দেব দেবীর উপাসনা করিয়া সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন থাকে না;

হে মনুষ্যগণ! তোমরা আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয় সামাজিক নানা সংস্কার ও স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ভগবান সূর্য্যনারায়ণকে নমস্কার, প্রণাম ও ধ্যান ধারণা কর, এবং এহাঁর শরণাগত হও তাহা হইলে সকল দেব দেবীর (পরমেশ্বরের) উপাসনা করা হইবে এবং সকল প্রকার বিপদ হইতে মুক্ত হইবে ইহা নিশ্চয় সত্য সত্যই জানিবে, কোন প্রকার সন্দেহ করিবে না।

এই কারণেই বেদ শাস্ত্রে সূর্য্যনারায়ণের ধ্যান করিবার বিষয় নিম্নলিখিত প্রকারে লিখি আছে যথা—প্রাতেঃ ব্রহ্মরূপ, মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপ, সায়ংকালে শিবরূপ; প্রাতেঃ কালীরূপ, মধ্যাহ্নে দুর্গা রূপ, সায়ংকালে সরস্বতীরূপ; প্রাতেঃ ঋগ্বেদ, মধ্যাহ্নে যজুর্ব্বেদ ও সায়ংকালে সাম বেদ। কালীমাতাকে ঋগ্বেদ, দুর্গামাতাকে যজুর্ব্বেদ ও সরস্বতী মাতাকে সাম বেদ বলে; অর্থাৎ কালীমাতা, দুর্গামাতা সরস্বতীমাতা ঋক্, যজুঃ সাম বেদমাতা ও ব্রহ্মা বিষ্ণু

মহেশ্বর, গণেশ ও দেবীকালী এবং গায়ত্রী সাবিত্রীমাতা প্রভৃতি নামে নামক কেবল বিরাট ব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণকে বলে। ভগবান্ কল্কি ইহা বলেন যে, এই কারণেই কেবলমাত্র সূর্য্যনারায়ণে-তেই সকল দেব দেবী ঈশ্বরের উপাসনা ও ধ্যান ধারণা করিবার বিধি আছে; কারণ সমস্ত দেব দেবীর নানা নাম কেবলমাত্র বিরাট ভগবান সূর্য্যনারায়ণেরই নাম।

চারি বেদের সার বেদান্তে লিখিত আছে যে, সূর্য্যনারায়ণে ঈশ্বরের দুই অঙ্গ আছে, এক নিরাকার নির্গুণরূপে অব্যক্তভাবে থাকেন ও এক প্রকাশমান জগৎস্বরূপ বিরাজিত আছেন।

এই জ্যোতিঃস্বরূপ জগৎ মাতা পিতা হইতে বিমুখ হওয়াতেই মানবগণের কি দুর্দশা হইতেছে, যে আপনার ঘরের ঈশ্বর যিনি ভিতরে বাহিরে অখণ্ডাকারে পরিপূর্ণরূপে সাকার নিরাকার হইতে বিরাজমান আছেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বৃথা কল্পিত ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবীর উপাসনায় ভ্রমে পতিত হইতেছে। কাহাকে শাস্ত্রে প্রকৃত দেব দেবী বলে তাহা আদৌ বিচার করিয়া দেখিতেছে না।

সৃষ্টি সত্য কি মিথ্যা।

সকলেই বলেন যে আমাদিগের ঈশ্বর অর্থাৎ পরমেশ্বর পূর্ণ ও সর্ব্বাভিমান, কিন্তু তাহাদিগের বস্তু বোধ নাই, তাহারা নিরাকার ব্রহ্মকে পৃথক ও সাকার ব্রহ্মকে পৃথক বোধ করে। নিরাকার এবং সাকার ব্রহ্মত্বের সহিত যে ব্যক্তি পূর্ণ ও সর্ব-

শক্তিমান এবং সাকার ব্রহ্ম নিরাকার ব্রহ্মকে লইয়া পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান রূপে অখণ্ডাকারে বিরাজমান আছেন তাহা তাহারা জানে না। নিরাকার ব্রহ্ম সাকার ব্রহ্মকে ছাড়িয়া কথনই পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারেন না এবং সাকার ব্রহ্ম নিরাকার ব্রহ্মকে ছাড়িয়া কথনই পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারেন না, নিরাকার একদেশি ব্যষ্টি এবং সাকার একদেশি ব্যষ্টি হইয়া পড়েন কেহই পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারেন না; তাহা হইলে কি নিরাকার উপাসকগণের কি সাকার উপাসকগণের কাহারও পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমানরূপে পরমাত্মার উপাসনা করা হয় না।

আপনাদিগের বিচার পূর্ব্বক ইহা বুঝা উচিত যে এই চরাচর স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি এই জগৎ সত্য হইতে হইয়াছে কিম্বা মিথ্যা হইতে হইয়াছে, যদ্যপি জগৎ চরাচর প্রভৃতি আপনারা মিথ্যা হইতে হইয়া থাকেন তাহা হইলে আপনারা এবং আপনাদিগের বোধ ও বিশ্বাস সমস্তই মিথ্যা, যখন আপনারাই মিথ্যা তখন ঈশ্বর সত্য আছেন বলিয়া যে আপনারা বিশ্বাস করিতেছেন, তিনি কি প্রকারে সত্য হইবেন? কারণ যখন আপনারা জগৎময় মিথ্যা সৃষ্ট বস্তু তখন আপনারা ও আপনাদিগের বিশ্বাস এবং যাঁহাকে বিশ্বাস করিতেছেন সমস্তই মিথ্যা হইবেক, তাহা কথনই সত্য হইতে পারে না। যদ্যপি আপনারা সত্য চৈতন্য হইতে হইয়া থাকেন তাহা হইলে আপনারা ও আপনাদিগের বিশ্বাস সত্য ও যাঁহাকে বিশ্বাস করিতেছেন তিনিও সত্য। কারণ সত্য দ্বারাই সত্যের উপলব্ধি হয়, মিথ্যা দ্বারা কথনও সত্যের উপলব্ধি হইতে পারে না, যেরূপ কারণ-স্বরূপ সত্য মাতা

পিতা হইতে পুত্র কন্যা হয় ও পুত্র কন্যা সত্য স্বরূপই বিদ্যমান থাকে এবং পুত্র কন্যা আপনাদিগকে সত্য বোধ করিয়া সত্য স্বরূপ মাতা পিতাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, যে আমাদিগের মাতা পিতা সত্য,আমরা সত্য হইতে হইয়া সত্য স্বরূপেই বিদ্যমান আছি। যদি কারণ স্বরূপ মাতা পিতা মিথ্যা হন তাহা হইলে পুত্র কন্যাও মিথ্যা, এবং পুত্র কন্যা মিথ্যা হইলে মাতা পিতাও মিথ্যা ; সেইরূপ কারণ স্বরূপ পূর্ণপরব্রহ্ম যদি সত্য হন এবং তাঁহা হইতে যদি তোমরা জগৎ চরাচর হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমরা সত্য হইতে হইয়াছ, সত্য স্বরূপই আছ এবং তোমরা যে বিশ্বাস করিতেছ যে সত্য স্বরূপ ঈশ্বর আছেন তাহাও সত্য। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য এক ব্যতীত সত্য দুই হইতে পারেন না এবং সত্য কখনই মিথ্যা হন না, সত্য সত্যই থাকেন কেবল রূপান্তর হন মাত্র। নিরাকার হইতে সাকার এবং সাকার হইতে নিরাকার হন অর্থাৎ কারণ হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হইতে স্থূল হন, এবং স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে কারণ নিরাকার রূপে স্থিত হয়েন। এইরূপ সারভাব গ্রহণ করিবেন।

সৃষ্টি প্রকরণ।

এই পরিদৃশ্যমান চরাচর ব্রহ্মাণ্ড পরব্রহ্ম সৃষ্টি করিয়াছেন কি তিনি নিজে সৃষ্ট হইয়াছেন ইহাই এই প্রকরণের বিচার্য্য বিষয়। বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। ইহা সহজে বোধগম্য হইবার নহে। স্বরূপ অবস্থা না হইলে, অর্থাৎ অজ্ঞানতা দূর না হইলে

ইহা স্থির বুঝা যায় না। কিন্তু আমি স্থূল দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি, পাঠকগণ গম্ভীর ও শান্তচিত্তে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া ভাব গ্রহণ করিবেন। পরমাত্মা পূর্ণ অখণ্ডাকার, সর্ব্বশক্তিমান, অনাদি ও অনন্ত। যাঁহাই অনন্ত তাঁহাই অনাদি—এবং যাঁহাই অনাদি (অর্থাৎ যাঁহার আদি নাই) তাঁহাই অসৃষ্ট অর্থাৎ তাঁহার উৎপত্তি নাই এবং যাঁহা অনন্ত তাঁহার অন্তও নাই। সুতরাং পরব্রহ্মের উৎপত্তি ও লয় নাই, এবং তাহা হইলে তাঁহাকে কেহ সৃষ্টি করে নাই। তিনি সর্ব্বদা নিজেই আছেন। এক্ষণে উদাহরণস্থলে তাঁহাকে মহাসমুদ্ররূপে কল্পনা করুন।

সমুদ্র হইতে নানা প্রকার (ছোট, বড় ও মাঝারি) অসংখ্য তরঙ্গ, ফেন ও বুদ্‌বুদ্ পৃথক্ পৃথক্ রূপে উত্থিত হয়; অথচ সমুদ্রে যে জল, স্বরূপ পক্ষে তাহার মধ্যে কোন বিকার কিম্বা পরিবর্ত্তন নাই, কিন্তু উপাধিভেদে ফেন, বুদ্‌বুদ্ ও তরঙ্গাদির বিকার ও পরিবর্ত্তন আছে। ফেন, বুদ্‌বুদ্ ও তরঙ্গ প্রভৃতির যদি চেতনা থাকে, তাহা হইলে তাহাদের মনে হয় যে, আমাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় আছে। কিন্তু যদি তাহাদের স্বরূপ জ্ঞানের উদয় হয় তাহা হইলে তাহারা বুঝিতে পারে যে, তাহাদের কোন পৃথক সত্ত্বা নাই যে তাহারাও সমুদ্রের জল মাত্র, এবং সমুদ্রের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় না থাকিলে তাহাদেরও উৎপত্তি স্থিতি ও লয় নাই, কারণ তাহারাও প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রের জল, কেবলমাত্র রূপান্তরিত। জলময় যে সমুদ্র, তাহার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় কিছুই নাই। যেমন তেমনই পরিপূর্ণ অখণ্ডাকার আছে। এইরূপ ব্রহ্মের সৃষ্টি হওয়া বা করার ভাব বুঝিয়া লইতে হয়। কিন্তু এ স্থলে আপনাদিগের মনে সন্দেহ হইতে

পারে যে, সমুদ্রে তরঙ্গ, ফেন, বুদ্‌বুদ্‌ প্রভৃতি যে উত্থিত হয়, তাহা বায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াই উত্থিত হয়, সুতরাং বায়ু সে সকলের উৎপত্তির কারণ হইতেছে। এ স্থলে ব্রহ্মে কি কারণ ঘটিল যে, তিনি এই চরাচর জগৎস্বরূপে বিস্তৃত হইলেন। শাস্ত্র ও বেদে সৃষ্টিপ্রকরণ বিষয়ে নানা মুনি নানা প্রকার লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ বুঝিয়া লইবে যে, পূর্ণপরব্রহ্ম এস্থলে যেমন সমুদ্র, তাঁহার ইচ্ছা (আমি বহুরূপ হইব.) ইহাই সৃষ্টির কারণরূপ বায়ু, এবং এই ইচ্ছা শক্তিকে মায়া বা প্রকৃতি বলে। আর জগৎ অর্থাৎ আপনারা চরাচর হইতেছেন ফেন, বুদবুদ্‌ তরঙ্গ।

স্বরূপ পক্ষে সমুদ্ররূপী পরমাত্মার, উৎপত্তি, স্থিতি, লয় কিছুই নাই, কিন্তু উপাধিভেদে আপনাদের মনে বিকার ও পরিবর্ত্তন, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, প্রলয়, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি বোধ হইতেছে। জ্ঞানস্বরূপ বোধ হইলে সমস্ত ভ্রম লয় হইয়া যাইবে এবং পূর্ণপরব্রহ্মই কেবল অখণ্ডাকারে ভাসিবেন। এইরূপ সার ভাব বুঝিয়া লইতে হয়।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, যে সকল ঋষি, মুনি ও অবতারগণ শরীর ধারণ করিয়াছিলেন ও যাঁহারা করিবেন, আমাদের অজ্ঞানতা লয় করিবার জন্য তাঁহাদিগকে উপাসনা করিব, কি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের উপাসনা করিব? ইহার উত্তরে আমি যাহা বলিব, তাহা আপনারা নিজ নিজ চিরবদ্ধমূল সংস্কার, মান, অপমান জয় পরাজয় প্রভৃতি নানা সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া বিচার পূর্ব্বক সারভাব গ্রহণ করিবেন। তাহা হইলে, আপনারাও পরমানন্দ লাভ করিতে

পারিবেন এবং জগতেও শান্তি স্থাপিত হইবে, এবং আপনাদিগের ইষ্টের যথার্থ উপাসনা করা হইবে। সমুদ্রে যেমন ছোট, বড়, মাঝারি নানা প্রকার তরঙ্গ, ফেন, বুদ্‌বুদ্ উঠিতেছে, আবার সমুদ্রেই লয় হইতেছে, পুনরায় উত্থিত হইতেছে ও লয় পাইতেছে, সেইরূপ এই ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে জগৎরূপ (ঋষি, মুনি, অবতারগণ) ফেন, বুদ্‌বুদ্, তরঙ্গ উঠিতেছেন ও লয় পাইতেছেন, অনাদি কাল হইতেই এরূপ চলিয়া আসিতেছে ও আসিবে। ফেন, বুদ্‌বুদ্ তরঙ্গ ছোট বড় মাঝারি যেমনই হউক না কেন, তাহারা সকলেই যেমন এক সমুদ্র হইতে জন্মিয়াছে ও একই সমুদ্রেই লয় পাইবে, চিরকাল কেহ নাই ও থাকিবে না, সেইরূপ এই ব্রহ্মসমুদ্রে ঋষি, মুনি, অবতারগণ এবং জ্ঞানী, অজ্ঞানী, মূর্খ, পণ্ডিত, ধনী, দরিদ্র, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, প্রভৃতি—এক কথায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সকলেই যেন ফেন, বুদ্‌বুদ্, তরঙ্গরূপে জন্মিয়াছে ও লয় পাইয়াছে, জন্মিবে ও লয় পাইবে, ফেন বুদ্‌বুদাদির ন্যায় কেহই চিরকাল থাকিবে না, কেবল বিরাট ব্রহ্মই সমুদ্রের ন্যায় অনাদিকাল হইতে যেমন পরিপূর্ণ অখণ্ডাকারে আছেন, সেইরূপই থাকিবেন। যখন ফেন বুদ্‌বুদ্ তরঙ্গ প্রভৃতি একই পদার্থ, তখন একটি ফেন, বুদ্‌বুদ্ মুক্তি পাইবার জন্য আর একটি ফেন ও বুদ্‌বুদের যদি উপাসনা করে, সে কখনও তাহাকে মুক্তি দিতে পারে না, কেননা তাহারা পরস্পর একই পদার্থ, এক হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু সমুদ্র মুক্তি দিতে পারে। সমুদ্রের সে ক্ষমতা আছে। ছোট বড় মাঝারি যে প্রকারের তরঙ্গ, ফেন, বুদ্‌বুদ্ হউক না কেন, সমুদ্র ইচ্ছামাত্রেই আপনার রূপ করিয়া লইতে পারে; সেইরূপ ফেন বুদ্‌বুদ্‌রূপী ঋষি মুনি, অবতারগণকে

উপাসনা করিলে কোন ফল নাই ও প্রয়োজন নাই। যতক্ষণ তাঁহারা জগতে স্থূল শরীর ধারণ করিয়া বর্ত্তমান থাকেন, ততক্ষণ তাঁহাদের নিকট হইতে প্রীতি ও ভক্তিপূর্ব্বক সৎ উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়। যখন তাঁহারা ফেন, বুদ্‌বুদের ন্যায় সমুদ্ররূপী পরমাত্মাতে লয় পান, তাঁহাদের আর পৃথক অস্তিত্ব থাকে না; সুতরাং তখন তাঁহাদিগের আর পৃথক উপাসনা, ভক্তি করিবার আবশ্যকও নাই। কেবল সমুদ্ররূপী নিরাকার সাকার অখণ্ডাকার, পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার উপাসনা করিতে হয়, কারণ তিনিই একমাত্র জ্ঞান ও মুক্তি দিতে পারেন। কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেরই উহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

জড় ও চেতন।

এস্থলে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, ভ্রম ও অজ্ঞানতা লয় করিবার জন্য আমরা কাহার উপাসনা করিব? নিরাকার ব্রহ্মকে ত দেখা যায় না, তিনি অদৃশ্য মনবাণীর অতীত ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর, আবার সাকার ব্রহ্ম জগৎ স্বরূপকে কোন কোন মতে জড় বলেন। সুতরাং এক দিকে নিরাকারের ধারণা হয় না, অতএব মনেও তৃপ্তি হয় না, আবার অন্যদিকে সাকার ব্রহ্ম হইলেন জড়; সুতরাং জড়ের মুক্তি দিবার ক্ষমতা নাই, অতএব মুক্তির জন্য আমরা কাহাকে বিশ্বাস করিয়া উপাসনা করিব? এ কথা ঠিক। কিন্তু এখানেও গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে জড় ও চেতনের ভাব গ্রহণ করিতে হইবে।

জড় ও চেতন, কেবল রূপান্তর ও উপাধিভেদে বলা যায়। কিন্তু স্বরূপ পক্ষে জড় ও চেতন, নিরাকার ও সাকার সংজ্ঞা ব্রহ্মের মধ্যে নাই। নিরাকার ও সাকার ব্রহ্ম পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে চেতনময়রূপে সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন।

জড় ও চেতন এইরূপে বুঝিতে হয়। তুমি জাগ্রত অবস্থায় চেতন, সুষুপ্তি অবস্থায় অচেতন বা জড়, কিন্তু জাগ্রত ও সুষুপ্তি দুই অবস্থাতেই তুমি একই ব্যক্তি বিদ্যমান আছে। কেবল তোমার অবস্থাভেদে তোমাকে চেতন বা অচেতন বা জড় বলা যায়, সেইরূপ পরব্রহ্মের জড়ভাব ও চেতনভাব অবস্থাভেদে উভয় ভাবই সংজ্ঞামাত্র, কিন্তু স্বরূপ পক্ষে পরব্রহ্ম পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে সর্ব্বদাই চেতনময়রূপে বিরাজমান আছেন।

যিনি সাকার জগৎ স্বরূপ বিরাট ভগবান তেজোময় জ্যোতিঃ স্বরূপকে অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণকে জড় বলেন, তিনি প্রথমে বিচার করিয়া দেখুন যে, তিনি নিজে জড় কি চেতন? যদি তিনি বলেন যে, আমি জড়, তাহা হইলে জড়ের কোন বোধাবোধ নাই, বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু তোমার বোধাবোধ আছে, বিচার করিবার ক্ষমতা আছে, সুতরাং তুমি জড় কি প্রকারে হইলে? যদি বল আমি চেতন, তাহা হইলে বল চেতন একটি না অনেক? কিন্তু চেতন একটি ভিন্ন দুইটি নাই। অথবা তুমি নিরাকার না সাকার? যদি বল যে, আমি নিরাকার, তাহা হইলে নিরাকার ব্রহ্মে অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান, স্বপ্ন জাগ্রত ও সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থা নাই, সুতরাং কোন অবস্থার পরিবর্ত্তন নাই। কিন্তু তোমার মধ্যে প্রত্যহ তিন অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে, ইহা তুমি প্রত্যহ জানিতে পারিতেছ। স্বপ্ন, জাগ্রত

ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় ক্রমান্বয়ে তুমি প্রত্যহ পতিত হইতেছ।

স্বপ্ন, জাগ্রত ও সুষুপ্তি অর্থাৎ অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান এই যে অবস্থাত্রয় ইহা সাকার ব্রহ্মে আছে, কি নিরাকার ব্রহ্মে আছে? যদি বল নিরাকার ব্রহ্মে আছে, তাহা হইলে তোমার বলা ভুল হইতেছে এবং শাস্ত্র ও বেদ মিথ্যা হইবে। কেননা, কোন শাস্ত্রেই এ কথা বলেন না যে, নিরাকারে অজ্ঞানতা ও অবস্থা পরিবর্ত্তনাদি আছে। যদি বল যে আমি সাকার, তাহা হইলে বল তুমি সাকার কোন বস্তু? সাকার ব্রহ্ম ত প্রত্যক্ষ বিরাট-রূপে বিরাজমান আছেন; শাস্ত্রে ও বেদে লেখা আছে যে, তাঁহার অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ, ইহা ব্যতীত সাকার ব্রহ্ম আর কেহই নাই ও হইবেও না। ইহার মধ্যে তুমি কোন্‌টা? তুমি ইহার কোন একটা অথবা এই সকলের সমষ্টি? যদি বল আমি ইহার মধ্যে একটী, তাহা হইলে বল তুমি ইহার মধ্যে কোনটী, জল না জ্যোতিঃ? যদি বল জল, তাহা হইলে জলের কোন বোধাবোধ নাই, যেরূপ সুষুপ্তি অবস্থা, আর যদি বল তেজোময় জ্যোতিঃ তাহা হইলে জ্যোতিঃতে অজ্ঞানতা নাই, কারণ জ্যোতিঃ তেজোময় জ্ঞান, শুদ্ধ-চেতন স্বরূপ। যদি বল যে আমি এই সকলের সমষ্টি বিরাটরূপ, তবে যখন তুমি নিদ্রা যাও, তখন তোমার স্থূল শরীর বিরাট ত পড়িয়াই থাকে, তবে যে তুমি ঘুমাও, সে কে ঘুমায়? তখন তোমাতে কোন বস্তুর অংশের অভাব হয় যাহাতে তোমার বোধাবোধ থাকে না, এবং কোন বস্তুর অংশ প্রকাশ হইলে তুমি জাগরিত হইয়া বোধাবোধ কর। কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মে

অবস্থার পরিবর্ত্তন নাই যাহাতে এক অবস্থার বোধাবোধ থাকিবে ও অন্য অবস্থার বোধাবোধ থাকিবে না, এই অবস্থার পরিবর্ত্তনতা সাকার ব্রহ্মে আছে। যদি বল যে আমি ইহার কোনটাই নহি, তাহা হইলে ইহা ছাড়া সাকার যখন আর কেহ নাই, তখন তুমি কি ? তুমি যখন নিরাকার নহ এবং সাকারও নহ; আর যখন নিরাকার ও সাকার ব্যতীত জগতে আর কিছুই নাই, অথচ তুমি প্রত্যক্ষ বিদ্যমান আছ, তখন তুমি কি, তাহা বল, যদি বল আমার বোধ নাই যে আমি নিরাকার কি সাকার, জড় কি চেতন, তাহা হইলে যে অবোধ ব্যক্তির নিজেরই স্বরূপের বোধ নাই যে আমি কি, নিরাকার কি সাকার, জড় কি চেতন ; তখন সেই অবোধ ব্যক্তি বিরাটব্রহ্ম জোতিঃস্বরূপ জগদাত্মা সূর্য্যনারায়ণ চেতনময়কে কি প্রকারে জড় বলিয়া মনে করে। সে ব্যক্তি যতই শাস্ত্র বেদ পাঠ করুক না কেন, উপাসনা ব্যতীত, কি প্রকারে বিরাট ব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ জড় কি চেতনময় পরব্রহ্ম; তাহা জানিতে বা চিনিতে পারিবেক ? তুমি যে চেতনময় সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপকে জড় বল ; কিন্তু তুমি গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে বিচার করিয়া দেখ যে, তুমি নেত্রদ্বারা এই যে ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেখিতেছ, অর্থাৎ এই পিতা, এই মাতা, এই ভ্রাতা, এই ভগিনী, এই স্ত্রী, এই পুত্র, এই ঘর, এই দ্বার, এই বৃক্ষ, এই লতা, এই ফল, এই ফুল ইত্যাদি এবং শাস্ত্র ও বেদ দেখিয়া পাঠ করিতেছ, ইহা তোমার চেতন গুণের অথবা জড়গুণের কার্য্য। যদি জড় গুণের কার্য্য বল, তবে অন্ধকারে (জড়গুণে) তোমার ঘরের মধ্যে কি আছে দেখিয়া বলিতে পার কি ? কখনই না। আর যদি

বল যে তোমার চেতন গুণের কার্য্য, তাহা হইলে এই চেতন গুণ কাহার ? আপনার নিজের অথবা অন্য আর এক জনের ? যদি বল তোমার নিজের চেতন গুণে, তাহা হইলে তুমি যখন অন্ধকারে থাক তখন তোমার চেতন গুণ তোমার সঙ্গেই থাকে, অথচ সে সময়ে তোমার চক্ষু থাকিতেও দেখিতে পাওনা কেন? তাহা হইলে তোমাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, যাহার দ্বারায় দর্শন কার্য্য হইতেছে সেই চেতন গুণ তোমার নহে, অন্য এক জনের। এক্ষণে দেখ যে তিনি কে এবং কোথায় আছেন ? রাত্রিতে অন্ধকারে যখন তুমি সূর্য্যনারায়ণের অংশ অগ্নি দ্বারা প্রদীপ জ্বাল, তখন তুমি সমস্ত দেখিতে পাও, অন্যথা নহে। অতএব অগ্নির প্রকাশ গুণদ্বারা তুমি রাত্রে দর্শন কার্য্য করিয়া থাক, দিবসে যখন সূর্য্যনারায়ণ স্বয়ং প্রকাশ হয়েন তখন তাঁহার প্রকাশ অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ চেতন গুণ দ্বারা তুমি জগৎ ব্রহ্মাণ্ড রূপ দর্শন কর। এ স্থলে তোমার চেতনগুণ থাকা সত্ত্বেও তুমি সূর্য্যনারায়ণ ও অগ্নির প্রকাশ চেতনগুণ ব্যতীত দেখিতে পাইতেছ না। প্রকাশ গুণ চেতন ব্যতীত অচেতন হওয়া কখনই সম্ভবে না, যেমন নিদ্রিতাবস্থায় যখন তুমি অচেতন অর্থাৎ জড় অবস্থায় থাক, তখন তুমি অন্যত্র যাইতে (প্রকাশ হইতে) পার না, জাগ্রত অর্থাৎ চেতন অবস্থায় যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে (প্রকাশ হইতে) পার, সেইরূপ চেতন গুণ না থাকিলে কখনই প্রকাশগুণ থাকিতে পারে না। যাহার প্রকাশগুণ চেতন, সে ব্যক্তিও চেতন ; সে কখনও জড় হইতে পারে না। যে বস্তু জড়, তাহার গুণও জড়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ, অতএব যখন সূর্য্যনারায়ণ ও তাঁহার অংশ অগ্নির চেতনগুণ দ্বারা আমরা ব্যবহারিক ও

পারমার্থিক কার্য্য সম্পন্ন করিতেছ, তাঁহাকে না বুঝিয়া কি প্রকারে জড় বল? যাঁহার গুণ চেতন হইল, তিনি কি কখন জড় হইতে পারেন? সেই অনাদি, অনন্ত, নিত্যশুদ্ধ, চৈতন্যপূর্ণ-পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ জগন্মাতা, জগৎপিতা, জগদাত্মা, জগদ্গুরু নিরাকার ও সাকাররূপে অখণ্ডাকারে চেতনময় পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। যতক্ষণ জীবের জ্ঞানস্বরূপ বোধ না হয়, ততক্ষণ জগৎ ও জগদাত্মা সূর্য্যনারায়ণকে জড় বলিয়া সংস্কার থাকে। সে যতই শাস্ত্র, বেদ, বেদান্ত, দর্শন, কোরাণ, বাইবেল রাত্রদিন ধরিয়া পাঠ করুক না কেন, অথবা সহস্র সহস্র শাস্ত্র রচনা করুক না কেন, কিন্তু যতক্ষণ উপাসনা-যোগদ্বারা জ্ঞানস্বরূপ বোধ না হইবে, ততক্ষণ সে নিজে জড় থাকিবে এবং সূর্য্যনারায়ণ চেতন পুরুষকেও জড় বোধ করিবে। যখন জীবের উপাসনা দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ বোধ হইবে, তখন তাহার চক্ষুতে এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড অখণ্ডাকারে আপনাদিগকে লইয়া পূর্ণরূপে চেতনময় সূর্য্যনারায়ণ বোধ হইবে। তখন আর জড় বলিয়া কিছুই বোধ হইবে না। কেবল সংস্কারদ্বারা জড় বোধ হইতেছে, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিতেছ না যে, জড় কি চেতন? আর ইহাও সত্য, যখন জীবের তিনটী চক্ষুই নাই (অর্থাৎ জ্ঞান বিজ্ঞান ও স্বরূপ) ইহার মধ্যে কোন চক্ষুই নাই তখন সে জড় ও চেতনের সূক্ষ্মতা কেমন করিয়া উপলব্ধি করিবে? যদি জ্ঞাননেত্র থাকিত, তাহাহইলে চেতন ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিত না, আর যদি বিজ্ঞান নেত্র থাকিত, তাহা হইলে সূর্য্যনারায়ণকে ও আপনাকে লইয়া বিশ্বকে পূর্ণরূপে চেতনময় দেখিত। আর যদি স্বরূপ নেত্র থাকিত, তাহা হইলে নিরাকার সাকার আপনাকে

লইয়া তৃণ, ঘাস পর্য্যন্ত অখণ্ডাকার চেতনময় পূর্ণ পরব্রহ্ম-কেই দেখিতে; জড় ও চেতন সংজ্ঞা দুইটাই উঠিয়া যাইত, যাহা তাহাই থাকিত। যখন এই তিন নেত্রের মধ্যে কোন একটিও নাই, তখন সূর্য্যনারায়ণ চেতনময়কে কেমন করিয়া চেতনময় পূর্ণরূপে বোধ হইবে। যাহাদের বাল্যাবস্থা হইতে সূর্য্যনারায়ণকে জড় বলিয়া সংস্কার হইয়া আসিতেছে, তাহারা সূর্য্যনারায়ণকে জড় বলিয়া বোধ করিতেছে এবং যাহাদিগের বাল্যাবস্থা হইতে সূর্য্যনারায়ণকে চেতন বলিয়া সংস্কার হইয়া আসিতেছে, তাহারা সূর্য্যনারায়ণকে চেতন বোধ করিতেছে। কিন্তু সূর্য্যনারায়ণ জড় কিম্বা চেতন তাহা ইঁহাদিগের স্বয়ং বোধ নাই, কারণ তাহা-দিগের নিজের জ্ঞান নাই যে জড় ও চেতন কাহাকে বলে, কেবল সংস্কার দ্বারা জড় ও চেতন শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। যেমন অন্ধ ব্যক্তিকে যদি কেহ একটী সাদা ফুলকে কাল ফুল বলিয়া দেয়, তাহা হইলে সে অন্ধ ব্যক্তি ঐ ফুল কাল বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ করিবে, কিম্বা যদি কেহ বলিয়া দেয় ইহা সাদা, তাহা হইলে ঐ অন্ধব্যক্তি ফুলটীকে সাদা বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ করিবে, কারণ তাহার নিজের চক্ষু নাই যে ফুলটি কাল কি সাদা, তাহা দেখিয়া বলিতে পারে। সেইরূপ অজ্ঞানী ব্যক্তির যাহার যেমন সংস্কার পড়িয়াছে সে সেইরূপ বলিতেছে ও বোধ করিতেছে। আর আর সকল বিষয় এইরূপ বুঝিয়া লইবে।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ! !

লিঙ্গাকার।

শাস্ত্রে যে-শিবের অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের তিনটি লিঙ্গ শরীরের বিষয় লিখিত আছে তাহা কারণলিঙ্গ, সূক্ষ্মলিঙ্গ, ও স্থূললিঙ্গ। কারণলিঙ্গ নিরাকার, নির্গুণ, মনবাণীর অতীত। সূক্ষ্মলিঙ্গ জ্যোতিঃস্বরূপ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ। স্থূললিঙ্গ চরাচর স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতির পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও স্থূল শরীর লইয়া শিবের স্থূল লিঙ্গাকার জানিবেক। এই স্থূললিঙ্গ চরাচর স্ত্রীপুরুষ, সূক্ষ্মলিঙ্গ সূর্য্যনারায়ণে মিশিবে এবং সূক্ষ্মলিঙ্গ জ্যোতিঃ-স্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ,কারণলিঙ্গ নিরাকার নির্গুণরূপে স্থিত হইবেন। শাস্ত্রে ইহাকেই শিবের অর্থাৎ পরব্রহ্মের লিঙ্গাকার কহে।

বিনশ্বর, অবিনশ্বর, অনুলোম ও বিলোম।

বিনশ্বর, অবিনশ্বর, অনুলোম, বিলোম কাহাকে বলে বুঝাইয়া দিতেছি গম্ভীর ও শান্তরূপে সার ভাব গ্রহণ কর। মিথ্যা হইতে কখনই সত্য হইতে পারে না অর্থাৎ মিথ্যা হইতে কখনই সৃষ্টি হইতে পারে না ও সত্য কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। সত্য, সত্যই থাকেন এবং এক ব্যতীত দুই হইতে পারেন না এবং সত্য হইতে সমস্তই উৎপত্তি ও সকল প্রকার ভাব হইতে পারে, এক মাত্র সত্যস্বরূপ পরমাত্মা সর্ব্বশক্তিমান পরিপূর্ণ-রূপে বিরাজমান আছেন ইনিই একমাত্র সত্য। অবিনশ্বর

সত্যকে বলে, বিনশ্বর মিথ্যাকে বলে। সত্যস্বরূপ নিরাকার পরব্রহ্মই কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল জগৎস্বরূপ বিস্তারমান আছেন। স্থূল সূক্ষ্মে লয় হন এবং সূক্ষ্ম কারণে স্থিত হন, এই সাকার জগৎস্বরূপ দৃশ্যমান বস্তু, যে কারণপরব্রহ্ম হইতে বিস্তারমান হইয়াছেন, সেই কারণে যাইয়া নিরাকার ভাবে স্থিত হইবেন। এই জন্য অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ না বুঝিয়া এই দৃশ্যমান বিনশ্বর স্থূল জগৎকে মিথ্যা বলিয়া থাকে, কিন্তু বিনশ্বর মিথ্যা নহেন, ইনি সত্য হইতে হইয়াছেন তাহা হইলে ইনি কিপ্রকারে মিথ্যা হইবেন? কেবল রূপান্তর হন। স্থূল বস্তু অগ্নির সঙ্গ পাইয়া অগ্নি হন, অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া বায়ুস্বরূপ হন। বায়ু নিস্পন্ন হইয়া আকাশস্বরূপ হন আকাশের শব্দ নিস্পন্ন হইয়া মহা আকাশ হন, মহা আকাশ হইতে অর্দ্ধমাত্রা, অর্দ্ধমাত্রা হইতে বিন্দু এবং বিন্দু কারণপরব্রহ্মে স্থিত হন, ইহাকে শাস্ত্রে বিলোম বলিয়া থাকেন এবং পুনরায় নিরাকার পরব্রহ্ম হইতে বিন্দুস্বরূপ, বিন্দু হইতে অর্দ্ধমাত্রা, অর্দ্ধমাত্রা হইতে মহা আকাশ, মহা আকাশ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবী, যেমন দুগ্ধ জমিয়া দধি হয়, এই প্রকার বিস্তার হওয়াকে শাস্ত্রে অনুলোম বলিয়া থাকেন। এই সমস্ত হইতে সমস্ত চরাচর স্ত্রী, পুরুষ, বিরাট ভগবানের সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর গঠন হইয়াছে। যথা—পৃথিবী হইতে সমস্ত চরাচর স্ত্রী, পুরুষের অস্থি ও মাংস হইয়াছে, জল হইতে রক্ত রস ও নাড়ী হইয়াছে, অগ্নি হইতে ক্ষুধা লাগিতেছে, আহার করিতেছে, অন্ন পরিপাক হইতেছে, বায়ু হইতে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে, আকাশ হইতে

কর্ণদ্বারে শ্রবণ করিতেছ, মহা আকাশ হইতে সমস্ত ধারণ করিতেছ, অর্দ্ধমাত্রা চন্দ্রমা জ্যোতিঃ হইতে মন দ্বারা সমস্ত বুঝিতেছ এবং রাত্রি ও দিবস, সংকল্প ও বিকল্প উঠিতেছে; এবং বিন্দুরূপী সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ তোমাদিগের মস্তকের ভিতরে ও বাহিরে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার দ্বারা তোমরা চেতন হইয়া নেত্রদ্বারে ব্রহ্মাণ্ডরূপ দর্শন করিতেছ, সৎ, অসৎ, বিচার করিতেছ ও তোমরা এবং সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ এক অর্থাৎ অভেদ হইয়া নিরাকার নির্গুণ কারণে স্থিত হইতেছ। এইরূপ বিনশ্বর, অবিনশ্বর, বিলোম ও অনুলোমের বিষয় বুঝিয়া লইবে।

দ্বৈত ও অদ্বৈত নির্ণয়।

বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য একমাত্র পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ এবং সকল শাস্ত্রেই লেখা আছে যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে কেবল এক মাত্র ব্রহ্মই ছিলেন এবং তাঁহা হইতেই এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড বিস্তার হইয়াছেন।

এখন আপনাপন মান, অপমান, জয়, পরাজয়, পক্ষপাত, সামাজিক স্বার্থপরতা, নিরাকার সাকার, ও দ্বৈত, অদ্বৈত প্রভৃতি নানা উপাধি ত্যাগ করিয়া বিচার পূর্ব্বক গম্ভীর ও শান্তরূপে এই সকল বিষয়ের সারভাব গ্রহণ করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে চেষ্টা কর। কারণ লোকে জগতের মধ্যে কেবল অজ্ঞানতা বশতঃ দ্বৈত, অদ্বৈত নিরাকার, সাকার

নিশুণ, সগুণ এবং পঞ্চোপাসনা ইত্যাদি নানা প্রকার উপাধি লইয়া আপনাদিগের যথার্থ ইষ্টদেব হইতে বিমুখ হইয়া সর্ব্বদা পরস্পর বিরোধ করিয়া কেবল মনে অশান্তি ভোগ করিতেছে ও কষ্ট পাইতেছে ও সকলকে কষ্ট দিতেছে।

যথার্থপক্ষে কেহ আপনাদিগের ইষ্ট দেবতাকে না নিরাকার, নির্গুণ, অদ্বৈত; না সাকার, স্বগুণ, দ্বৈতভাবে উপাসনা করিতেছে। কেবলমাত্র আপনাপন পক্ষ সমর্থনের জন্য শব্দার্থ লইয়া তর্ক বিতর্ক ও বিরোধ করিয়া জগতের অমঙ্গলের কারণ হইতেছে, স্বয়ং ভ্রষ্ট হইতেছে ও অপরাপরকেও সত্য ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করিতেছে; কেহই সার বস্তুর দিকে লক্ষ রাখিতেছে না। কিন্তু যে ভক্ত আপনার ইষ্টদেব অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, মাতা পিতাকে নিরাকার নির্গুণ অদ্বৈত ভাবেই হউক অথবা সাকার সগুণ দ্বৈতভাবেই হউক, যে ভাবেই হউক না কেন—যে যথার্থ সার বস্তু অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের প্রতি লক্ষ রাখিয়া ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা করিবে তাহার অজ্ঞানতা ও ভ্রম দূর হইবেই হইবে এবং সে নিশ্চয়ই শান্তি পাইবে। কাহারও সহিত তাহার বিরোধ থাকিবে না; এবং তাহা হইতে জগতের মঙ্গল ব্যতিত কখনও অমঙ্গল হইবে না।

স্বরূপ পক্ষে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে দ্বৈত বা অদ্বৈত, নিরাকার বা সাকার, নির্গুণ বা সগুণ প্রভৃতি উপাধি আদৌ নাই। তিনি অনাদি কাল হইতে পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে, অনাদি অনন্তরূপে যাহা তাহাই বিরাজমান আছেন। ইহা কেবলমাত্র জ্ঞানবান ব্যক্তি অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের উপাসনা করিবার জন্য (অর্থাৎ যাহাতে তাহাদিগের জ্ঞান ও

মুক্তি হয়), দ্বৈত বা অদ্বৈত, নিরাকার বা সাকার, নির্গুণ বা সগুণ প্রভৃতি ভাব জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতার প্রতি কল্পনা করিয়া দিয়াছেন পরে যখন জ্ঞান হইবে তখন স্বয়ংই সার ভাব বুঝিয়া লইবে।

নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তের দ্বারা দ্বৈত ও অদ্বৈত বিষয়ের সার ভাব গ্রহণ করিবে। যেমন পিতা হইতেই পুত্রকন্যার জন্ম হয়; কিন্তু যখন পুত্রকন্যার জন্ম হয় নাই, তখন পিতা যাহা তাহাই ছিলেন; তখন তাহার মধ্যে দ্বৈত বা অদ্বৈত ভাব ছিল না। পিতা শব্দ নাম ছিল না ও পুত্র কন্যা নাম শব্দ ছিল না। কিন্তু যখন পিতা হইতে পুত্র কন্যা উৎপন্ন হয়, তখন পিতা ও পুত্রকন্যা নাম উপাধি কল্পনা করা হয় ও পিতা পুত্র কন্যার কারণ হন। কিন্তু স্বরূপপক্ষে পিতা পুত্র কন্যাকে লইয়া একই অদ্বৈত বস্তু জানিতে হইবে। এবং তাহাতে স্বরূপ পক্ষে পিতা পুত্র কন্যা নাম আদৌ নাই, ও দ্বৈত বা অদ্বৈত ভাবও আদৌ নাই। কারণ পিতা, পুত্রকন্যা, নাম উপাধি ত্যাগ করিয়া সার-বস্তুর দিকে দৃষ্টি করিলে সার বস্তু যাহা তাহাই থাকে। ইহাতে দ্বৈত বা অদ্বৈত ভাব আদৌ নাই, কেবল যখন পিতা, পুত্র, কন্যা নাম উপাধির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায় তখন দ্বৈত বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ পিতাশব্দ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ ও পুত্র কন্যা শব্দ তোমরা চরাচর স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি জানিবে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত জগৎপিতা জগৎস্বরূপে বিস্তার হন নাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি যাঁহা তাঁহাই ছিলেন; এখনও যাঁহা তাঁহাই আছেন; এবং পরেও যাঁহা তাঁহাই থাকিবেন। স্বরূপ-পক্ষে তাঁহাতে দ্বৈত বা অদ্বৈত, নিরাকার বা সাকার,

নির্গুণ বা সগুণ ভাব আদৌ নাই ও হইবেক না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। তিনি যাঁহা তাঁহাই পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে তোমাদিগকে লইয়া অনাদিকাল হইতেই বিরাজমান আছেন। কিন্তু তিনি যখন আপন ইচ্ছায় এই জগৎব্রহ্মাণ্ড চরাচর স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি বিস্তার করিলেন, তখন তাঁহার মধ্যে দুইটী নাম কল্পনা করা হইল—যথা দ্বৈত ও অদ্বৈত অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম।

স্বরূপ পক্ষে পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ মাতাপিতা অদ্বৈত জানিবে এবং উপাধি ভেদে জীবশব্দ দ্বৈত জানিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দ্বৈত বা অদ্বৈত বোধ হইবে এবং তাহা মানিয়া মাতাপিতারূপ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপকে ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা করিতে হইবে ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে ও ইহা করা উচিত যাহাতে তোমাদিগের জ্ঞান ও মুক্তি হয় এবং তোমরা কি শারীরিক কি মানসিক কোন প্রকার কষ্ট না পাও যখন জ্ঞান হইবে তখন দ্বৈত বা অদ্বৈত, নিরাকার বা সাকার, নির্গুণ বা সগুণ সকল প্রকার ভ্রম দূর হইবে ও শান্তি পাইবে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যথা:—ভ্রান্তিবদ্ধা ভবেৎ জীবঃ ভ্রান্তি মুক্তঃ সদা শিব। ভ্রান্তিদ্বারা আবদ্ধ অবস্থাতে জীব সংজ্ঞা এবং ভ্রান্তিমুক্ত অবস্থাকে শিবসংজ্ঞা জানিবে। ভ্রান্তিমুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কাহারও সহিত কাহারও বিরোধ ভাব থাকিবেক না। সকলেই শান্তি পাইবে ও জগতের মঙ্গল হইবে। এইরূপ সকল বিষয়ের সারভাব বুঝিয়া লইবে।

নিরাকার নির্গুণ ও সাকার সগুণ।

নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তের দ্বারা নিরাকার নির্গুণ ও সাকার সগুণ ব্রহ্মের বিষয় বুঝাইয়া দিতেছি সারভাব গ্রহণ কর, যেমন অগ্নিদেব অপ্রকাশরূপে অর্থাৎ নিরাকার নির্গুণ ভাবে সকল স্থানেই সকল বস্তুতেই বিরাজমান আছেন কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন কাষ্ঠ, লৌহ, প্রস্তর বা দিয়াশলাই প্রভৃতি ঘর্ষণ করা যায় তখন অগ্নিদেব নিরাকার নির্গুণ হইতে তাঁহার সকল প্রকার শক্তি, নাম, রূপ লইয়া সাকার সগুণ রূপে প্রকাশ হন ও সকল প্রকার ক্রিয়া করেন। যথা, তাঁহার প্রকাশশক্তি গুণে অন্ধকার লয় হয়, উষ্ণতা গুণে উত্তপ্ত হয়, তাঁহার ধূম দ্বারায় মেঘ হইতে বারি বর্ষণ হয়, পীতবর্ণ শক্তি গুণে তামসিক কার্য্য হয়, রক্তবর্ণ শক্তি গুণে রাজসিক কর্ম্ম হয় এবং শ্বেতবর্ণ শক্তি গুণে সাত্ত্বিক কার্য্য হয়। অগ্নিদেব চেতন গুণ শক্তির দ্বারায় তৈল, বাতি প্রভৃতি সকল বস্তুই আহার করেন অর্থাৎ স্থূল ব্রহ্মাণ্ডকে ভস্ম অর্থাৎ রূপান্তর করিয়া নির্গুণ কারণে যাইয়া স্থিত হয়েন। অতএব এ সকল নানা নাম, রূপ, শক্তি, গুণ তাঁহাতে প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহার সাকার সগুণ নাম কল্পনা করা গিয়াছে। আর যখন স্থূল ব্রহ্মাণ্ডকে ভস্ম করিয়া অদৃশ্য হয়েন অর্থাৎ তাঁহার সকল প্রকার নাম, রূপ, শক্তি, গুণ আপনাতে লয় করিয়া নিরাকার নির্গুণ কারণে স্থিত হন তখন তাঁহার নিরাকার নির্গুণ নাম কল্পনা করা হয়। এই প্রকার পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপের নিরাকার নির্গুণ ও সাকার সগুণ বিষয়ের সারভাব গ্রহণ করিবে।

যিনি নিরাকার নির্গুণ পূর্ণপরব্রহ্ম তিনিই সাকার সগুণ জগৎস্বরূপে বিস্তার হইয়া আছেন। এবং যিনি সাকার জগৎ-স্বরূপ তিনিই স্বরূপে নিরাকার নির্গুণ অনাদিকাল হইতে বিরাজমান আছেন অর্থাৎ তিনি নিরাকার, সাকার অখণ্ডাকারে সমূহ শক্তি, গুণ, নাম, রূপ, ক্রিয়া লইয়া পরিপূর্ণরূপে নিরাকার ভাবেই বিরাজমান আছেন। যদি তাঁহাতে এই সকল না থাকিত তাহা হইলে এই সকল শক্তি, গুণ, নাম, রূপ কোথা হইতে আসিবে ?

যেমন, যখন তোমরা গাঢ় নিদ্রা যাও তখন যেমন তোমাদিগের গুণ, ক্রিয়া প্রকাশ না থাকায় তোমাদিগকে নিরাকার নির্গুণ বলা যায় ও যখন তোমরা জাগরিত হও তখন যেমন তোমাদিগের সঙ্গে সঙ্গেই নানা প্রকার গুণ, ক্রিয়া অর্থাৎ বল, বুদ্ধি, শক্তি, জ্ঞান, বিজ্ঞান প্রকাশ পায় তখন তোমাদিগকে সাকার সগুণ বলা যায়। কিন্তু তুমি কি জাগ্রত কি সুষুপ্ত উভয় অবস্থাতেই সকল প্রকার গুণ, ক্রিয়া লইয়া একই ব্যক্তি যাহা তাহাই থাক, স্বরূপ পক্ষে তোমার মধ্যে নিরাকার নির্গুণ বা সাকার সগুণ কোনও প্রকার উপাধি নাই। এই প্রকার পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, মাতাপিতার নিরাকার নির্গুণ ও সাকার সগুণ ভাব বুঝিয়া লইবে।

জ্ঞানবান পুত্র কন্যার এরূপ মনে করা উচিৎ নহে যে আমার মাতাপিতার সুষুপ্তি অবস্থাই নিরাকার নির্গুণ কারণ অবস্থা; এবং ইহাই মাতাপিতার স্বরূপ অবস্থা, মাতাপিতার এই অবস্থাকে মান্য ভক্তি করিব, কারণ ইহাই মাতা পিতার শুদ্ধ অবস্থা; আর যখন মাতাপিতা জাগ্রত হন তখন মাতা-

পিতার বাহ্যিক অবস্থা, এ অবস্থাতে মাতাপিতাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিব না। সকলেরই বুঝা উচিত যে, সুষুপ্তি অবস্থায় যে মাতা পিতা নিরাকার নির্গুণ ভাবে ছিলেন সেই মাতাপিতাই জাগ্রত অবস্থায় সাকার সগুণরূপে প্রকাশ হইয়াছেন। সুপাত্র পুত্র-কন্যার বিচার পূর্ব্বক জাগ্রত অবস্থাপন্ন মাতাপিতাকে বিশেষ-রূপে শ্রদ্ধা ভক্তি করা উচিত, কারণ মাতাপিতা জাগ্রত অবস্থা-তেই সকল প্রকার বোধাবোধ করেন ; নচেৎ মাতা পিতাকে কেবল সুষুপ্তি অবস্থাতে ভক্তি শ্রদ্ধা করিলে কি হইবেক। কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানা উচিৎ যে সুষুপ্তি অবস্থাপন্ন মাতাপিতাকে অভক্তি করিলে জাগ্রত অবস্থাপন্ন মাতাপিতাকেও অভক্তি করা হয় এবং জাগ্রত অবস্থাপন্ন মাতাপিতাকে অভক্তি করিলেও সুষুপ্তি অবস্থাপন্ন মাতাপিতাকে অভক্তি করা হয়, কারণ মাতা-পিতারই এই দুই প্রকার অবস্থা মাত্র। অতএব নিরাকার সাকার একই জানিয়া অখণ্ডাকারে পূর্ণরূপে পরব্রহ্ম-জ্যোতিঃ-স্বরূপকে শ্রদ্ধা ভক্তি ও উপাসনা করিবেক।

পঞ্চোপাসকের ভ্রম মীমাংসা।

পঞ্চোপাসকগণের অজ্ঞানতা বশতঃ তাহারা না বুঝিয়া পরস্পর কত বিরোধ করিতেছে ও মনে কত অশান্তি ভোগ করিতেছে তাহা বলা যায় না।

যথার্থ পক্ষে কেহ আপন ইষ্টদেবতা অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ মাতাপিতাকে না চিনিয়া পরস্পর পরস্পরের ইষ্ট দেবতাকে পৃথক্ ভাবিয়া নিন্দা করিতেছে ও আপন ইষ্ট

দেবতাকে প্রধান বলিয়া মনে করিতেছে; কিন্তু তাহারা জানে না যে কে তাহাদের ইষ্ট দেবতা, তাঁহার স্বরূপ কি, এবং তিনি কোথায় ও কিরূপে বিরাজ করিতেছেন।

যেমন শৈবগণ বিষ্ণু নামের নিন্দা করিতেছে ও শিব নামের মান্য করিতেছে, বৈষ্ণবগণ শিব নামের নিন্দা করিতেছে এবং বিষ্ণু নামের মান্য করিতেছে, সেই প্রকার, সৌর, গাণপত্য ও শক্তি প্রভৃতি উপাসকগণও আপন আপন ইষ্ট দেবতার নামকে মান্য করিতেছে ও অপরাপর ইষ্ট দেবতার নামকে অপূজ্য সামান্য বোধে ঘৃণাও করিতেছে, কিন্তু তাহাদের এ জ্ঞান নাই যে সকলের ইষ্ট দেবতা একই—নিরাকার, সাকার অখণ্ডাকারে পরিপূর্ণরূপে সকল স্থানে সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন, কেবল মহাত্মাগণ ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র কল্পনা করিয়াছেন কিন্তু সকলের ইষ্টদেবতা ভিন্ন ভিন্ন নহেন, পূর্ণপরব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপই সকলেরই ইষ্ট দেবতা হন।

প্রত্যক্ষ শাস্ত্রানুসারে ও যুক্তি দ্বারা বিচার করিয়া দেখ নিরাকার ব্রহ্ম মনবাণীর অতীত ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর তাঁহাতে পঞ্চ ভিন্ন ভিন্ন দেবতাও নাই ও পঞ্চোপাসনা নাই, কারণ নিরাকার একই আছেন। তিনিই নিরাকার হইতে সাকার জগৎস্বরূপ ত্রিগুণাত্মারূপে বিরাটব্রহ্ম প্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন, তাঁহাতেই সকল প্রকার উপাধি শব্দার্থ ও বিচার হইতে পারে।

ইহা সকলেই জানেন, শাস্ত্রে লিখিত আছে যে একমাত্র বিরাটব্রহ্ম জগদাত্মা গুরু মাতা পিতাই জগৎস্বরূপে বিস্তৃত আছেন। ইহা ছাড়া আর কেহ নাই, হন নাই ও হইবেন না

এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই, এই বিরাট জগৎ মাতা পিতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেই বেদে দেব দেবীমাতা বলেন। যথা পৃথিবী দেবতা, জলদেবত, অগ্নিদেবতা, বায়ুদেবতা, তারাদেবতা, আকাশদেবতা, চন্দ্রমাদেবতা, বিদ্যুৎদেবতা, সূর্য্যনারায়ণ দেবতা, ইহা ছাড়া আর দেব, দেবীমাতা নাই; হইবেক নাই; হইবার সম্ভাবনাও নাই। এবং শাস্ত্রে যে তেত্রিশ কোটী দেবতার কল্পনা করিয়াছেন তাহার অর্থ এই যে ঈশ্বরের সাত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে সমস্ত জীব উৎপন্ন হইয়াছে সেই জন্যই চরাচর স্ত্রী পুরুষ পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা প্রভৃতি লইয়া তেত্রিশ কোটী দেবতার কল্পনা করিয়াছেন; পুরুষ মাত্রেই শিব এবং স্ত্রীলোক মাত্রেই দেবী মাতা জানিবে।

বেদ ও শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে বিরাটব্রহ্ম বিষ্ণু ভগবানের নেত্র সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা তাঁহার মন, অগ্নি তাঁহার মুখ, আকাশ তাঁহার দেহ ও মস্তক, বায়ু তাঁহার প্রাণ, জল তাঁহার নাড়ী, পৃথিবী তাহার চরণ। এই বিরাটব্রহ্ম ব্যতীত পৃথক্ পৃথক্ দেব দেবী মাতা আর নাই। যেখানে, যে দ্বীপে যে দিকে, পাতালে কিম্বা আকাশে যেখানেই যাওনা কেন, এই বিরাটব্রহ্ম এই জগৎ মাতাপিতাকে পাইবে। ইঁহার নাম বিষ্ণু ভগবান, বিশ্বনাথ, গণপতি, দেবীমাতা ও সূর্য্যনারায়ণ, সাবিত্রী, গায়ত্রী মাতা এবং এইাঁর সহস্র সহস্র নাম কল্পনা করা হইয়াছে। এইাঁ ছাড়া কাহারও পৃথক্ পৃথক্ ইষ্ট দেবদেবী মাতা আর নাই, ও হইবেক না এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। যদি সকলের ইষ্ট দেবতা একই পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ না হইতেন তাহা হইলে কেন বেদ বেদান্ত প্রভৃতি সকল শাস্ত্রে সন্ধ্যা আহ্নিকের

মধ্যে; ও মুনি ঋষিগণ জ্ঞান ও মুক্তির জন্য কেবল সূর্য্য-নারায়ণেই সকল দেব দেবীর ধ্যান ধারণা করিবার ও একই অগ্নিতে সর্ব্ব দেব দেবীর নামে আহুতি দিবার বিধি করিয়াছেন। কেবল একমাত্র নিরাকার সাকাররূপে পূর্ণ-পরব্রহ্মই সকলেরই ইষ্টদেবতা হন, ইনিই সকল স্থানেই প্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন। যদ্যপি তোমরা এহাঁ ছাড়া আপন দেবদেবী মাতাকে পৃথক্ পৃথক্ মনে কর তাহা হইলে তিনি কোথায় আছেন তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া লইয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে চেষ্টা কর।

ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে একস্থানে একব্যক্তি বসিয়া থাকিলে, তাহাকে না সরাইয়া অপর কেহ বসিতে পারে না।

একমাত্র সর্ব্বব্যাপী বিরাট পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, আত্মা, মাতা পিতাই সকল স্থানেই পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন, যদ্যপি এহাঁ ছাড়া তোমাদের দেবদেবী, মাতা, পৃথক্ পৃথক্ হন, তাহা হইলে তাঁহারা কোথায় আছেন ও থাকিবেন, এহাঁকে না সরাইলে তাঁহারাও স্থান পাইবেন না, কিন্তু এহাঁর সরিবার স্থান নাই কারণ ইান সকল স্থানেই পরিপূর্ণ আছেন। ইত্যাদি সারভাব বুঝিয়া বিচার পূর্ব্বক আপনাদিগের ইষ্ট-দেবতাকে চিনিতে ইচ্ছা কর।

সর্ব্বশক্তিমান পূর্ণপরব্রহ্ম কাহাকে বলে।

যেমন পূর্ণবৃক্ষ বলিতে হইলে তাহার মূল, গুঁড়ি, শাখা, প্রশাখা, পাতা, ফুল, ফল, মিষ্টতা প্রভৃতি সকল প্রকার গুণ, শক্তি, নামরূপ লইয়া সর্ব্ব গুণ ও শক্তি বিশিষ্ট পূর্ণবৃক্ষ বলা যায়, তাহার একটি মাত্র শাখা, পত্র, গুণ কিম্বা শক্তি ছাড়িয়া দিলে যেমন পূর্ণবৃক্ষ বলা যায় না, বৃক্ষের অঙ্গহীন হয়, সেই প্রকার নিরাকার সাকার পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতার একটি অংশ, রূপ, গুণ বা শক্তি ছাড়িয়া দিলে তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান পূর্ণপরব্রহ্ম বলা যায় না, তাঁহার অঙ্গহীন হয়। যদি কেহ নিরাকার ছাড়িয়া কেবল সাকার উপাসনা করে কিম্বা সাকার ছাড়িয়া কেবল নিরাকার উপাসনা করে তাহা হইলে পূর্ণরূপে আপনার ইষ্টদেবের উপাসনা করা হইবেক না। তাহা হইলে সাকার একদেশী ব্যষ্টি এবং নিরাকার একদেশী ব্যষ্টি হইয়া পড়েন কেহই সর্ব্বশক্তিমান ও পূর্ণ হইলেন না উভয়েরই অঙ্গহীন হইল।

সকলেরই বুঝা উচিত যে সকল সমাজের সকলেই বলেন যে আমার ইষ্টদেবতা পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান কিন্তু তাহাদিগের বিচার করা উচিত যে পূর্ণপরব্রহ্ম ইষ্টদেব তিনি বিরাট চরাচর সমস্ত লইয়া পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান কিম্বা বিরাট চরাচর ছাড়িয়া পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান যদি বিরাট চরাচরকে লইয়া পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান হন, তাহা হইলে পরব্রহ্মের পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান হওয়া সম্ভব, আর পূর্ণপরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ চরাচর ছাড়িয়া যদি পূর্ণ ও

সর্ব্বশক্তিমান হন তাহা হইলে পরব্রহ্ম পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান হওয়া অসম্ভব, কারণ যাঁহার কোনও বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও নাম, রূপ, শক্তি প্রভৃতির অভাব থাকে তাঁহার পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তি-মান হওয়া কখনই সম্ভব নহে; একটি পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান সত্য মধ্যে আর একটি পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান ব্যষ্টি বা কিঞ্চিৎ শক্তিমান সত্য বা অসত্য থাকিতে পারে না। প্রত্যক্ষ বিচার করিয়া দেখুন এই জগদ্‌গুরু মাতা পিতা বিরাটব্রহ্ম কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল, চরাচর সর্ব্ব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, তারাগণ, বিদ্যুৎ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ, জীব জন্তু স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি লইয়া পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান রূপে অনাদি বিরাজমান আছেন এই পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান বিরাট ব্রহ্মের মধ্যে দ্বিতীয় পূর্ণ বা ব্যষ্টি, অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান বা কিঞ্চিৎ শক্তিমান কোথায় থাকিবেন?

যেমন এই পূর্ণ পৃথিবীর মধ্যে আর একটি পৃথিবী থাকিতে পারে না ইহাঁকে স্থানান্তরিত করিলে তবেই থাকা সম্ভব; সেইরূপ এই আকাশে বিরাট পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ নিরা-কার, সাকার, কারণ সূক্ষ্ম, স্থূল চরাচর লইয়া সর্ব্বশক্তিমান রূপে বিরাজমান আছেন, যদি তোমরা ইহাঁকেই তোমাদের পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান ইষ্টদেব বল তাহা হইলে সম্ভব নচেৎ ইহাঁ ছাড়া যাহাকে তোমরা আর একটি পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান ইষ্টদেব কল্পনা করিয়া মনে কর তিনি ও তাঁহার পূর্ণত্ব, সর্ব্বশক্তি বা একটি মাত্র শক্তি এই আকাশের মধ্যে কোথায় আছে? তোমার শক্তি যেমন তোমারই স্বরূপ মাত্র, সেইরূপ ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মেরই স্বরূপ, ব্রহ্ম হইতে পৃথক কিছুই নহে; জগতে এই যে সমস্ত নাম রূপ

শক্তি দেখিতেছ ইহাঁ কাহার স্বরূপ ও শক্তি ? একমাত্র সর্ব্ব-শক্তিমান পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ব্যতীত দ্বিতীয় আর কাহার স্বরূপ ও নামরূপ, শক্তি, হইতে পারে ? বৃথা কেন মান অপ-মান সামাজিক স্বার্থের জন্য সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্য, মিত্রকে শত্রু এবং শত্রুকে মিত্র বোধ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়া জগৎকে ভ্রমে পতিত করিতেছ, ইহাই জগতের অমঙ্গ-লের কারণ হইতেছে। তোমাদিগের সর্ব্বশক্তিমান ইষ্টদেবতা নিরাকার সাকার তোমাদিগকে লইয়া অখণ্ডাকারে একই বিরাট পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমানরূপে বিরাজমান আছেন তাঁহাকে চিনিয়া পূর্ণরূপে উপাসনা করত জগতের মঙ্গল স্থাপন কর, নচেৎ পূর্ণ উপাসনার অঙ্গহীন ও জগতের অমঙ্গল হইবে।

ধর্ম্ম কাহাকে বলে।

মনুষ্য মাত্রেই বলিয়া থাকে যে ধর্ম্ম সকলেরই পালন করা কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম পালন না করিলে জ্ঞান ও মুক্তি হয় না; ধর্ম্মহীন মনুষ্য পশুর সমান।* অনেকেরই সংস্কার আছে যে ধৃ ধাতু হইতে ধর্ম্ম শব্দ হইয়াছে, ধৃ ধাতু অর্থাৎ যাঁহার দ্বারা ধৃত আছে বা ধারণ করা যায় তাঁহাকে ধর্ম্ম বলে। কিন্তু ধৃ ধাতু (ধর্ম্ম) কি বস্তু তাহা তাহারা জানে না এবং আদৌ বিচার করিয়া দেখে না, কেবল ধর্ম্ম শব্দ লইয়া নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকে।

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখ, ধৃ ধাতু (ধর্ম্ম) কি বস্তু, সাকার, নিরাকার কিম্বা নিরাকার সাকার সমষ্টিপূর্ণ ? নিরা-

কার ব্রহ্মে ধাতু সংস্কার হইতে পারে না, কারণ নিরাকার নিগুর্ণ অর্থাৎ গুণাতীত। সাকার বিরাট ব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেই শাস্ত্রে সাত ধাতু বলে, যথা,—পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ, এই জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ব্রহ্মই সমস্ত চরাচরকে ধারণ করিয়া অনাদি কাল হইতে স্বয়ং আপনাধারে পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। বিরাট ব্রহ্মের এই সাত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেই শাস্ত্রে সাত ধাতু বলে। ইহার মধ্যে কোন অঙ্গ ধাতুর দ্বারা তোমরা জগৎ চরাচর ধৃত নহ এবং কোন ধাতুর অংশ দ্বারা তোমরা চেতন হইয়া সমস্ত ধারণ ও বোধাবোধ কর ও সুষুপ্তি অবস্থায় তোমাদিগের মধ্যে কোন ধাতুর অংশের অভাবে বোধাবোধ থাকে না এবং কোন ধাতুর অংশ প্রকাশ হইলে তোমরা বোধাবোধ ও ধারণ কর ?

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চৈতন্য—পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্য নারায়ণ পরমাত্মার দ্বারাই ধৃত আছেন, ইঁহারই নাম ধর্ম্ম। কারণ ইঁহারই বুদ্ধি, চৈতন্য, জ্ঞান দ্বারা তোমরা আপনাকে বা সমস্ত জগৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ভগবানকে ধারণ বা বোধাবোধ করিতেছ। এই তোমাদিগের ধৃধাতু জ্যোতিঃস্বরূপ যখন সুষুপ্তি অবস্থায় কারণে লয় হন অর্থাৎ যখন তোমরা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হও তখন চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের অংশ ধৃ ধাতু মন, বুদ্ধি নিরাকার কারণে স্থিত হন বলিয়াই তোমাদিগের বোধাবোধ থাকেনা এবং যখন মন, বুদ্ধিরূপী জ্যোতিঃস্বরূপ ধৃ ধাতু তোমাদিগের অন্তরে নিরাকার হইতে (সাকার জ্যোতিঃ অর্থাৎ মন, বুদ্ধি) সাকাররূপে প্রকাশ হন, তখন তোমাদিগের বোধাবোধ হয়। এই জ্যোতিঃস্বরূপ ধৃ ধাতু হইতেই

মস্ত জগৎ ধৃত আছেন এবং তোমরাও ধারণ করিতেছ। অত-এব বৃথা শব্দার্থ ও তর্ক বিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া ধৃ ধাতু বিরাট ব্রহ্মা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা ধর্ম্মকে চিনিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে চেষ্টা কর।

মনুষ্য মাত্রেরই পরমাত্মাকে নিরাকার সাকার অখণ্ডাকারে পূর্ণরূপে ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে ধারণ করা উচিত, যাহাতে জ্ঞান হইয়া মুক্ত স্বরূপ পরমানন্দে থাকিতে পারে। এই অনাদি সনাতন ধর্ম্ম হইতে অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ জগদ্‌গুরু মাতা পিতা পরমাত্মা হইতে বিমুখ হইলেই জগতে নানা প্রকার কষ্ট ও অশান্তি হইয়া থাকে। এই জগদ্‌গুরু মাতা পিতা হইতে বিমুখ হইয়াই জগতের এত কষ্ট ও অশান্তি হইয়াছে। যাহার বোধ নাই যে ধর্ম্ম কি বস্তু অর্থাৎ পরব্রহ্ম বা নিজে কি বস্তু, তাহার ধর্ম্ম বিষয়ে সত্যাসত্য বলা বা ধর্ম্ম প্রচার করা উচিত নয়। যাহার বস্তু বোধ আছে, তাহার জ্ঞান আছে, যাহার জ্ঞান আছে, তাহার শান্তি আছে, সেই ব্যক্তিই ধর্ম্ম কি বস্তু তাহা জানেন। যাহার বস্তুবোধ নাই, তাহার জ্ঞান নাই, যাহার জ্ঞান নাই, তাহার শান্তি নাই, সুতরাং ধর্ম্ম এবং নিজে কি বস্তু তাহা কি প্রকারে জানিবে? এইরূপ মনুষ্যের দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার হওয়া অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গল হইবার কোন প্রকারে সম্ভব নহে।

বেদ কাহাকে বলে।

কেহ কেহ বলে যে বেদ অনাদি—ঈশ্বর প্রণীত। অপরাপর শাস্ত্র আধুনিক—মানব কল্পিত; সুতরাং ভ্রমপূর্ণ। অতএব

বেদকে ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া মান্ত করা এবং উহার মতে চলা উচিত। আবার কেহ কেহ বলে যে বেদ অনাদি সত্য, কিন্তু সকলে বেদের অর্থ বুঝিতে সক্ষম নহে বলিয়া ঋষিগণ বেদকে অবলম্বন করিয়া অন্তান্ত শাস্ত্র (পুরাণ, তন্ত্রাদি) প্রণয়ন করিয়াছেন। অতএব ইহাও বেদের ন্যায় সত্য এবং ইহার মতে চলা কর্ত্তব্য। খ্রীষ্ট উপাসকগণ বলে বাইবেল একমাত্র সত্য-ধর্ম্ম-পুস্তক ও ঈশ্বরের বাক্য; অন্তান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র মিথ্যা। আবার মুসলমানগণ বলে যে আমাদের কোরাণই একমাত্র সত্যশাস্ত্র, অন্যান্য শাস্ত্র মিথ্যা, ভ্রমপূর্ণ।

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে এই সকল ধর্ম্ম-মতের মধ্যে কোন্‌টি সত্য এবং কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী যথার্থ সত্য ধর্ম্ম আচরণ করে? আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে "সত্য" এক কি বহু? আর সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম এক কি দুই জন? "সত্য' এক ব্যতীত দুই হইতে পারেন না—ইহা স্বতঃসিদ্ধ; আর সেই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম এক ব্যতীত দুই নহেন, ইহা সকল শাস্ত্রেরই মত।

যদি একই সত্যপুরুষ দ্বারা বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ, তন্ত্রাদি লেখা হইয়া থাকে তাহা হইলে কখনই পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও মতভেদ দৃষ্ট হইবে না। ঈশ্বর মনুষ্য নহেন যে বয়সের সহিত জ্ঞানের এবং জ্ঞানের সহিত মতের ভিন্নতা দৃষ্ট হইবে? অতএব ঈশ্বরের দ্বারা শাস্ত্র লিখিত হইলে সকল শাস্ত্রই এক মত হইবে, সন্দেহ নাই। তবে যে এই সকল শাস্ত্রমধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ আর কিছুই নহে কেবল স্বার্থপরতা। যাহারা আপন আপন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে

শাস্ত্র লিখিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত অন্য লোকের লিখিত শাস্ত্রের সহিত নিশ্চয়ই কথনও মিল থাকিবে না। যে সকল মহাপুরুষ নিঃস্বার্থভাবে সারতত্ত্ব লিখিয়াছেন ও লিখিবেন, তাহা সকলের পক্ষেই কল্যাণকর হইবে, আর জগতের কাহারও সহিত (অবশ্য সত্যতত্ত্বানুসন্ধায়ী লোকের) অমিল হইবে না, ইহা নিশ্চয় জানিবে। "সত্য" সকল স্থানেই সকলের নিকটেই সত্য ; "মিথ্যা" সকল স্থানেই ও সকলের নিকটেই মিথ্যা। কিন্তু যিনি, যেমন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তিনি সেই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সেই সেই অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ সেই সেই প্রকার ভাব বুঝিয়াছেন ও বুঝিতেছেন। অপরাপর অবস্থাপন্নব্যক্তিগণ অপরাপর অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের ভাব গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না। যেরূপ অজ্ঞান অবস্থাপন্নব্যক্তি-গণ জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের ভাব এবং অজ্ঞানী ও জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ স্বরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের ভাব বুঝিতে পারেনা ; যেমন স্বপ্না-বস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ জাগ্রতাবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের ভাব বুঝিতে পারেনা এবং স্বপ্ন ও জাগ্রত উভয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ সুষুপ্তি অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের ভাব বুঝিতে পারে না। প্রথমে বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, বেদ, বাইবেল, পুরাণ, কোরাণ কাহাকে বলে ? আর ইহা কি বস্তু ? নিরাকার না সাকার ? যদি নিরাকার হয়েন তাহা হইলে অদৃশ্য, মন ও বাণীর অতীত ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর। যদি সাকার হয়েন তাহা হইলে প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান বিরাট-ব্রহ্ম। এঁহা ছাড়া আর কেহই নাই। তবে কাহাকে বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণাদি বলে—যদি সত্যকে বল তবে তাহা নিরাকার সাকার পরিপূর্ণ অখণ্ডাকার একই অনাদি সত্য বিরাজমান আছেন।

যদি মিথ্যাকে বল, তবে মিথ্যা কি বস্তু? যদি কাগজ কালিকে বল, তাহা হইলে জগতে যত দপ্তরখানায় কাগজ কালি আছে, সকল গুলিই বেদ, বাইবেল, পুরাণ, কোরাণ হইতে পারে। যদি শব্দকে বল, তাহা হইলে শব্দ মাত্রেই আকাশের গুণ, সুতরাং সকল শব্দই বেদ. বাইবেল কোরাণ, পুরাণ। যদি আকাশকে বল, তাহা হইলে একই সর্ব্বব্যাপী আকাশ অনাদি কাল হইতে আছেন, তাঁহার মধ্যে কোন উপাধি নাই। সুতরাং কাহারও মতের সহিত কাহারও বিরোধী হওয়া উচিত নহে। যদি জ্ঞানকে বল, তবে জ্ঞান একটি না দুইটি? তবে জ্ঞান ত একই; একই জ্ঞানময় ঈশ্বর অখণ্ডাকারে আপনাদের ভিতর বাহিরে পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর যদি লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে, বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণাদির মধ্যে এত বিরোধ দৃষ্ট হয় কেন? ইহার মধ্যে তোমরা কোন্‌টিকে বেদ, বাইবেল, পুরাণ কোরাণ বলিয়া স্বীকার কর? তোমরা, আপন আপন জয়, পরাজয়, মান. অপমান. সকল প্রকার মত, নানাপ্রকার ভাব ও সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া স্থির চিত্তে নিরুপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখ এবং একমাত্র সারবস্তু যিনি নিরাকার সাকাররূপে বিরাজমান আছেন, সেই পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ অখণ্ডাকার আত্মাগুরুকে হৃদয়ে ধারণ কর, তাহা হইলে তোমাদের পরস্পরের মনের সকল প্রকার ভ্রম যাইবে ও শান্তি পাইবে এবং বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ কাহাকে বলে, তাহা জানিতে পারিবে। যে ব্যক্তি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানকে মানে সেই ব্যক্তি যথার্থ বেদ, বাইবেল, কোরান, প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের মর্য্যাদা রাখে; নতুবা যে ব্যক্তি মুখে বেদ,

বাইবেল, কোরাণ, প্রভৃতিকে মানি বলে, অথচ তাহার অর্থ বুঝেনা এবং তাঁহার কার্য্য করেনা, স্বার্থ প্রযুক্ত অন্তরে এক ভাব ও বাহিরে আর এক ভাব প্রকাশ করে, সেই ব্যক্তি যথার্থ বেদাদিশাস্ত্রের অমর্য্যাদাকারী—ভণ্ড। এ সকল লোকের কোনকালেই মঙ্গল নাই। চিরকালই অশান্তি ভোগ করিয়া থাকে।

বেদাদি সকল শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য এক। সকল শাস্ত্রেরই প্রতিপাদ্য সেই একমাত্র পূর্ণপরব্রহ্ম-জোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা। যাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করা যায় ও আত্মা চিরশান্তিতে থাকে ব্রহ্ম ব্যতীত একটি তৃণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। ব্রহ্ম অনাদি, তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই ও মধ্য নাই, যেমন তেমনই পরিপূর্ণ আছেন। নিরাকার ব্রহ্ম সাকার জগৎস্বরূপে অনাদিকাল হইতে প্রত্যক্ষ বিরাটরূপে বিরাজমান আছেন। আদিতে যে পৃথিবী ছিলেন, এখনও সেই পৃথিবী আছেন। সেই জল, সেই অগ্নি, সেই বায়ু, সেই আকাশ, সেই চন্দ্রমা, সেই সূর্য্যনারায়ণ আদিতে যেমন ছিলেন, এখনও তেমনিই বিরাটরূপে বিরাজমান আছেন নূতন সৃষ্টি কেহই করিতে পারে নাই, এবং পারিবেও না; যাহা আছেন তাহা অনাদিই আছেন, ইহার নূতন পুরাতন কিছুই নাই, সুতরাং শাস্ত্রেরও নূতন পুরাতন কিছুই নাই; সার বস্তুকে গ্রহণ করিতে হয়। দেখ পূর্ব্বে আমরা এক রাজার প্রজা ছিলাম, তিনি ইচ্ছামত আমাদের উপর রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন, তাহার রাজ্যাবসানে আমরা এক্ষণে আর এক রাজার শাসনে আছি। এক্ষণে যদি আমরা বলি যে এ রাজাকে মানি না, তাহা হইলে ইনি আমাদের কথা

শুনিবেন না, যে কোন প্রকারে হউক না কেন, আমাদিগকে শাসনে রাখিবেন। এ স্থলে বুঝা উচিত যে, এই রাজা নূতন হয়েন নাই, আগে রাজা (বস্তু) ছিলেন, এক্ষণে আবার রাজা হইয়াছেন। কোন পুত্র কন্যার বলা উচিত নহে যে প্রপিতামহ মরিয়া গিয়াছেন, তিনি পুরাতন তাঁহাকে মানিব, পিতামহ নূতন ইঁহাকে মানিব না। ইহা যে কত বড় ভুল ও অন্যায়, তাহা বলা যায় না। সকল পুত্র কন্যার বুঝা উচিত যে এই পিতামহ আদিতে ছিলেন তাই এখন আসিয়াছেন, যদি আদিতে না থাকিতেন তবে এখন আসিতেন না, পিতামহকে অপমান করিলে প্রপিতামহকে অপমান করা হয়। সাকার বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মকে অপমান করিলে নিরাকার ব্রহ্মকে অপমান করা হয় এবং নিরাকার ব্রহ্মকে অপমান করিলে সাকার জ্যোতিঃস্বরূপের অপমান করা হয়, এই প্রকার বেদ, শাস্ত্র প্রভৃতির সারভাব বিচার পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

বেদপাঠে অধিকার।

সামাজিক কোন হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বেদপাঠ করা ও ওঁকার মন্ত্র ব্রহ্মগায়ত্রী জপ ও স্বাহা বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবার শূদ্র ও স্ত্রীলোকদিগের অধিকার নাই। কিন্তু তোমরা গম্ভীর ও শান্তরূপে আপনাপন মান, অপমান, জয়, পরাজয়,

ও সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া বিচারপূর্ব্বক সারভাব গ্রহণ করিবে যাহাতে জগতের মঙ্গল হয়। দেখ, যাহার ঘরে অন্ধকার আছে, তাহারই অগ্নির্ প্রয়োজন করে; যাহার অন্ধকার নাই তাহার অগ্নির—আলোর প্রয়োজন নাই। সেইরূপ যে ব্যক্তির অজ্ঞানতা আছে, সেই ব্যক্তির জ্ঞানরূপ আলোকের প্রয়োজন। বেদশাস্ত্র পাঠ, ব্রহ্মগায়ত্রী, ওঁকার মন্ত্র জপ ও অগ্নিতে আহুতি দিবার যে বিধি আছে তাহা কেবল অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের জন্য; যাহাতে অজ্ঞানতা দূর হইয়া জ্ঞানমুক্তস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারে। সেইরূপ জ্ঞানবান ব্যক্তির জন্য বেদশাস্ত্র পাঠ, ব্রহ্মগায়ত্রী ও ওঁকার মন্ত্র জপ করিবার প্রয়োজন হয় না। কেবল শাস্ত্রপাঠ করিলেই যে প্রকৃত জ্ঞান হয় তাহা নহে; এইরূপ অজ্ঞান অবস্থাপন্ন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরাই না বুঝিয়া বলিয়া থাকেন যে শূদ্র ও স্ত্রীলোকের ওঁকার ও ব্রহ্মগায়ত্রী জপে ও স্বাহা বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবার অধিকার নাই। কিন্তু বেদপাঠ করা জ্ঞান বিস্তারের জন্য। জ্ঞান বিস্তার অজ্ঞান লয় করিবার জন্য। অতএব বেদপাঠ অজ্ঞানের জন্য। শূদ্র অর্থে অজ্ঞান। অতএব বেদপাঠ শূদ্রের জন্য। জ্ঞান শিক্ষা জ্ঞানীর জন্য নিষ্প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ অর্থে জ্ঞানী (কো ব্রাহ্মণঃ ?—ব্রহ্মবিদঃ স এব ব্রাহ্মণঃ)। ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। অতএব ব্রাহ্মণের জন্য জ্ঞানশিক্ষা অর্থাৎ বেদপাঠ নিষ্প্রয়োজন। আবার শাস্ত্র অনুসারে বিচার করিয়া দেখ, তাহা হইলে জানিবে যে স্ত্রী ও শূদ্রদিগের সকল বিষয়ে অধিকার আছে, কারণ শূদ্র অজ্ঞান অবস্থাপন্নকে বলে ও ব্রাহ্মণ জ্ঞান অবস্থাপন্নকে বলে। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে, যথা

কো ব্রাহ্মণঃ—ব্রহ্মবিদ্ স এব ব্রাহ্মণঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্ম একই অবস্থার নাম। ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই ভবতি অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রহ্ম। অতএব বিচার করিয়া দেখ কেবল ব্রহ্মপ্রাপ্তি (ব্রহ্মকে জানিবা'র) জন্য বেদপাঠ ও ব্রহ্মগায়ত্রী ওঁকার মন্ত্র জপ করিবার প্রয়োজন, নতুবা কোনও প্রয়োজন নাই। যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ, তাঁহার বেদ, ব্রহ্মগায়ত্রী, ওঁকার মন্ত্র জপ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, কিন্তু যে ব্রহ্মকে জানে না সে অজ্ঞান অবস্থাপন্নের নাম শূদ্র সংজ্ঞা। তাহারই জ্ঞানযুক্ত হইবার জন্য অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্যই বেদপাঠ, ব্রহ্মগায়ত্রী, ওঁকার মন্ত্র জপ ও অগ্নিতে আহুতি দিবার প্রয়োজন ও সেই ইহার অধিকারী। ইহাও সকলের বুঝিয়া দেখা উচিত যে শূদ্র ও স্ত্রী কাহাকে বলে, যদি স্থূল শরীরকে শূদ্র বা স্ত্রী বল তাহা হইলে সকলের স্থূল শরীর শূদ্র ও স্ত্রী হইবে. আর যদ্যপি আত্মাকে শূদ্র বা স্ত্রী বল তাহা হইলে সকলের আত্মাই শূদ্র ও স্ত্রী; শাস্ত্রে, যে স্থান পর্য্যন্ত জীবের বোধাবোধ ও মনের গতি আছে এবং যাহার দ্বারা বোধাবোধ হইতেছে তাহাকে (প্রকৃতি, শক্তি,) স্ত্রীলিঙ্গ বলে। যে স্থানে বোধাবোধ ও মনের গতি যাইতে পারে না অর্থাৎ যাহা প্রকৃতি এবং শক্তির অতীত তাহাকে শাস্ত্রে (চৈতন্য) পুরুষ বলে। অতএব শক্তি বিহীন পুরুষ অনধিকারী, কারণ অক্ষম এবং স্ত্রী অধিকারী কারণ সক্ষম। স্বরূপ পক্ষে স্ত্রী ও পুরুষ কারণপরব্রহ্মই, কারণপরব্রহ্ম হইতে পৃথক কিছুই নহে। অতএব মনুষ্য মাত্রেই সকলের জ্ঞান, মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মপদপ্রাপ্তির জন্য উল্লিখিত কর্ম্ম করিবার অধিকার ও বিধি আছে, তাহাতে

কোন সন্দেহ নাই এবং শাস্ত্রে লেখা আছে ইহা সকলেই জানেন যে—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজোচ্যতে
বেদাভ্যাসাৎ ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ—

ইহার অর্থ এই যে, যখন জীব মাতা পিতার রজঃ বীর্য্য হইতে উৎপন্ন হয় তখন সেই জীবকে শূদ্র বলা হয়, আর যখন সেই শূদ্র জীবের পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় সৎসংস্কার হয়, তখন সেই জীবকে দ্বিজ বলা হয়। দ্বিজ নামে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আখ্যাত হয়, এবং যখন সেই জীব বেদ পাঠ করিয়া ইন্দ্রিয়কে পরিশুদ্ধ করে ও পরমাত্মাতে নিষ্ঠাবান হয়, তখন তাহার নাম বিপ্র হয়। বিপ্র অর্থাৎ যাঁহার তেজ, বল, জ্ঞান ও শান্তি আছে; এবং যখন সেই জীব ব্রহ্মকে জানেন অর্থাৎ তাঁহার জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত এক ও অভিন্ন হয় সেই অবস্থাতে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা হয়। আরও লেখা আছে।—

শূদ্রঃ ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াঃ জাতমেবন্তু বিদ্যাৎ বৈশ্যাস্তথৈবচ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় যে কেহ শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিবে, সেই ব্রাহ্মণ হইবে; এবং ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহন করিয়া যদি নিকৃষ্ট কার্য্য করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি শূদ্র হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতেও লিখিত আছে যথা।—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ পদারবিন্দ
বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিত মনোবচনে হিতার্থং প্রাণং পুনাতি
সকুলং নতু ভূরিমানঃ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিপ্র যে ব্রাহ্মণ তিনি যদি জ্ঞান, সত্য, দম, শাস্ত্রজ্ঞান, অমাৎসর্য্য, লজ্জা, ক্ষমা, ক্রোধশূন্যতা, যজ্ঞ, দান, ধৈর্য্য, শম—এই বার গুণসম্পন্ন হইয়াও বিষ্ণুভগবানের অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে নিষ্ঠা ভক্তি যুক্ত না হন, তাহা হইলে তিনি চণ্ডাল হইতেও অধম। পৃথিবীও তাঁহার ভার সহ্য করিতে অক্ষম এবং যদি চণ্ডাল হইয়া আপনার তনু, মন, ও ধন ইত্যাদি বিষ্ণুভগবানে অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে প্রেম, ভক্তি সহকারে অর্পন করেন সেই ব্যক্তিই যথার্থ ব্রাহ্মণ ও তিনিই শ্রেষ্ঠ। তিনি আপনাকে ও নিজ কুল পবিত্র করিয়া জগতের মঙ্গল করেন। পৃথিবীও তাঁহার গুণে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বহন করিতে আনন্দ পান।

যজুর্ব্বেদে লেখা আছে—

যথেমাং বাচং কল্যাণি মাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায়চার্য্যায় চস্বায়র্চারণায় ॥

অধ্যায় ২৬।২

ইহার ভাবার্থ এই যে, ব্রহ্ম অর্থাৎ আমি যে এই কল্যাণকর বাক্য কহিতেছি ইহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি সকলেই গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ সকলেই বেদ পাঠ করিয়া বেদের সার ভাবকে গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠকার্য্য করিবে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং শূদ্র হইতেও অতি শূদ্র—চণ্ডাল প্রভৃতি স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই বেদ ও শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া তাহার সার ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় শ্রেষ্ঠ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে ইহাতে

-ন বাধা নাই; এবং ওঁকার মন্ত্র জপ ও ব্রহ্মগায়ত্রী র্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাগুরুকে উপাসনা অর্থাৎ তাঁহাকে জানিবার জন্য যে জ্ঞান উপার্জ্জন করা তাহাকেই বেদ পাঠ বলে অর্থাৎ জ্ঞানের নামই বেদ। যে শাস্ত্রে সত্য বাক্য আছে ও যিনি সত্য বলেন তাহাকেই বেদ জানিবে; সেই এক অদ্বিতীয় জ্ঞান তোমাদের ভিতরে বাহিরে জ্যোতিঃস্বরূপে পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন এইরূপে সর্ব্ব বিষয়ে বুঝিয়া লইবে।—

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

ব্রহ্মচর্য্য কাহাকে বলে।

সর্ব্বদা ব্রহ্মতেই আচরণ করা অর্থাৎ নিরাকার, সাকার অখণ্ডাকারে পরিপূর্ণরূপে তেজোময় পরমাত্মাকে অন্তরে প্রেমভক্তি সহকারে ধারণ ও সমস্তই ব্রহ্মই আছেন এইরূপ সর্ব্বদা মনে বোধ করার নাম ব্রহ্মচর্য্য।

প্রথম অবস্থায় রেতঃ স্তম্ভণ না করিলে ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হয় না। রেতঃ অনর্থক পরিত্যাগ করিলে স্থূল শরীর, মন, শক্তি, তেজ, ক্ষীণ ও বুদ্ধিহীন হইয়া পড়ে, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য উত্তমরূপে বুঝিয়া রীতিমত নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ হয় না ও পরমাত্মাতে প্রেম ও ভক্তি জন্মে না, অসৎ পদার্থে চিত্ত সর্ব্বদাই আসক্ত থাকে এবং সর্ব্বদা উৎসাহ ভঙ্গ হয়। মনুষ্য মাত্রেই জানেন যে রেতের [illegible] সুখ প্রদান করা, ইহাকে অনর্থক নষ্ট না করিয়া যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিলে স্থূল শরীর ও মনের কত

শক্তি, তেজ বৃদ্ধি হয় ও শান্তিসুখ পাওয়া যায়। বুঝিয়া দেখুন যখন রেতঃ পতন হয় তখন রেতঃ বলিয়া যান যে হে মনুষ্য আমার ধর্ম্মই সুখ প্রদান করা, সেই জন্য যদিও তুমি আমাকে অনর্থক ত্যাগ করিতেছ তথাপি আমি তোমায় সুখ দিয়া চলিলাম, যদি তুমি আমাকে রক্ষা করিতে তাহা হইলে আমি তোমায় সর্ব্বদা সুখ দিতাম। যেমন বৃক্ষের ধর্ম্ম ছায়া ও ফল প্রদান করা, ইহাকে নষ্ট করিবার সময়ও ছায়া ও ফল প্রদান করে, কিন্তু ইহাকে রক্ষা করিলে সর্ব্বদা কত ছায়া ও ফল পাইতে পার। সেইরূপ আমাকে রক্ষা করিলে আমি পরমানন্দ দিতে পারি, নচেৎ যেমন বৃক্ষকে নষ্ট করিলে ছায়া ও ফলের আশা করা যায়না তদ্রূপ আমাকে বৃথা নষ্ট করিলে পরমানন্দ পাইবার সম্ভাবনা নাই।

অতএব মনুষ্য মাত্রেরই ইহার সারভাব বুঝিয়া চলা এবং আপন আপন পুত্র কন্যাদিগকে এইরূপ সৎশিক্ষা দেওয়া উচিত যাহাতে তাহারা অনর্থক রেতঃ নষ্ট না করিয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য উত্তমরূপে নিষ্পন্ন করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারে।

গৃহস্থগণ যদ্যপি ঈশ্বরের নিয়মানুসারে সন্তান উৎপত্তির জন্য এক মাস কিম্বা এক পক্ষ কিম্বা অন্ততঃ এক সপ্তাহ পরে রেতঃ ত্যাগ করে এবং পরমাত্মাতে প্রেমভক্তি রাখে তাহা হইলে তাহাদের ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয় না। স্বপ্ন অবস্থায় যদি রেতঃ নষ্ট হয় তাহাও ভাল তাহাতে তত অধিক হানি নাই কিন্তু আপনার ইচ্ছায় সর্ব্বদা রেতঃ নষ্ট করা নিতান্ত অ[illegible]। স্বপ্নে রেতঃ নষ্ট হইলে ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয় না গৃহস্থগণ এই প্রকার নিয়মে ব্রহ্মচর্য্য

রণ ও পরমাত্মার-উপাসনা করিলে, গৃহস্থধর্ম্মে থাকিয়াই তাহাদের গৃহস্থ, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি ধর্ম্ম পালন ও দ্ধ হয়। সকল আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ, গৃহস্থধর্ম্মই কল ধর্ম্মের আশ্রয়।

যখন মনুষ্যের জ্ঞান অর্থাৎ স্বরূপবোধ (সমদৃষ্টি) হইবে তখন তনি স্বয়ংই বিচার পূর্ব্বক ইচ্ছানুসারে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য করিবেন ও করাইবেন তাঁহার কোন বিধি নিষেধ নাই। যে ব্যক্তি এই প্রকার করিবেন তাঁহার চরণধূলায় সমস্ত পবিত্র হইবে।

কামনা ভস্ম।

কামনা ও রেতঃ অর্থাৎ মনের চঞ্চলতা ও কাম পরমাত্মার উপাসনার দ্বারা ভস্ম হয় যেমন স্থূল পদার্থ মাত্রেই অগ্নি ব্যতীত ভস্ম হয় না, কেবল মাত্র অগ্নির দ্বারাই ভস্ম হইয়া অগ্নিরূপ হইয়া নির্ব্বাণ হয় এবং তদ্‌পরে আর নানা প্রকার পদার্থ নাম, রূপ, গুণ ক্রিয়া থাকে না, সেইরূপ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ জগৎগুরু মাতা পিতা আত্মাকে ভক্তি পূর্ব্বক ধারণ করিলে সকলের মনের বিকার ও রেতঃ আদি ভস্ম হইয়া মন শান্ত হয় ও জীবাত্মা পরমাত্মা অভেদ হইয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকে। এই জ্যোতিঃস্বরূপ, গুরু মাতা, পিতা, আত্মা, জ্ঞানজ্যোতিঃ ব্যতীত কাম ও অজ্ঞানতা কখনই অন্য কোনও উপায়ে ভ[illegible]া ইহা নিশ্চয় নিশ্চয়ই জানিবে।

মনুষ্যগণের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞা।

মনুষ্য মাত্রেরই বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, গৃহস্থ ধর্ম্মে থাকিয়া কি জ্ঞান হয় না কেবল মস্তক মুণ্ডন ও নানা ভেক ধারণ করিয়া বনে যাইলেই কি ঈশ্বর প্রশন্ন হইয়া জ্ঞান ও মুক্তি দেন তাহা কখনই নহে; বরং বিপরীত হয় দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি বিচার পূর্ব্বক সারভাব গ্রহণ করিবে।

এক রাজা তাহার বাগানে মালী রাখিয়া তাহাকে বলিয়া দিলেন যে তুমি এই বাগান সর্ব্বতোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে তাহা হইলে তোমাকে সময়ে পেনসন দিব। যদি মালী রাজার আজ্ঞা পালন অর্থাৎ বাগান নিয়মিত উত্তমরূপে পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ না করিয়া কেবল মাত্র বসিয়া রাজার নাম ধরিয়া প্রভু প্রভু বলিয়া ডাকে তাহা হইলে কি রাজা মালীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া পেনসন দিবেন? তাহা কখনই সম্ভব নহে বরং তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য মালীকে দণ্ড দিবেন, যদি মালী রাজার আজ্ঞানুসারে বাগান উত্তমরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করে ও ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার স্মরণাগত হয় এবং মর্য্যাদা রক্ষা করে তাহা হইলে রাজা প্রসন্ন হইয়া অবশ্যই মালীকে পেনসন দিবেন যাহাতে মালীর কোনও বিষয়ে কষ্ট বা অভাব না হয়। সেই-রূপ রাজা প্রভুরূপী পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা; বাগান-রূপী এই মায়া জগৎ এবং মালীরূপী মনুষ্য মাত্রেই এবং তাঁহার আজ্ঞারূপ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য্য; এই প্রভু-রূপী ভগবানের আজ্ঞারূপ ব্যবহারিক [illegible]মার্থিক উভয় কার্য্য মালীরূপ তোমরা স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি মনুষ্য মাত্রেই বিচার পূর্ব্বক

হস্থ আশ্রম পালন করিলে পরমাত্মা পেনসনস্বরূপ জ্ঞান ও মুক্তি বেন যাহাতে তোমরা পরমানন্দে আনন্দস্বরূপ থাকিতে পারিবে বং জন্ম মৃত্যু প্রভৃতির সংশয় থাকিবে না। যদি কেহ আলস্য বশতঃ (পরমাত্মার আজ্ঞা) অর্থাৎ ব্যবহারিক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বনে যায় ও মনে তৃষ্ণা থাকে তাহা হইলে তাহাকে পরমাত্মার আজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য বহুকাল পর্য্যন্ত অজ্ঞানতা বশতঃ পরমাত্মা হইতে বিমুখ হইয়া কষ্ট ভোগ করিতে হইবেক। পরমাত্মার এমন কোনও নিয়ম নাই যে গৃহে থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিলে তিনি জ্ঞান ও মুক্তি দিবেন না এবং বনে যাইয়া আড়ম্বর করিলেই জ্ঞান ও মুক্তি দিবেন তাহা কখনই নহে ইহা নিশ্চয়ই জানিবে। তোমরা কোন বিষযে চিন্তা করিবে না, গৃহস্থ ধর্ম্ম পালন কর ও পরমাত্মাকে প্রেম ভক্তির সহিত স্মরণ কর তাহা হইলে উভয় কার্য্যই সিদ্ধ হইবেক। তোমরা জন্ম মৃত্যুর সংশয় করিও না। তোমরা অনাদি কাল হইতে পরমাত্মাকে লইয়া অভেদ ভাবে পূর্ণরূপে বিরাজমান আছ, কোন স্থান হইতে আইস নাই ও কোন স্থানে যাইতে হইবেক না, আকাশ রূপী পরমাত্মাতেই আছ ও থাকিবেক।

মনুষ্যগণের আবশ্যক কি।

মনুষ্য মাত্রেরই দুইটী বিষয় আবশ্যকীয়, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক; ব্যবহারিক কার্য্যে গৃহস্থগণের কি করা আবশ্যক, প্রথম বিদ্যা শিক্ষা করা তৎপরে ধন উপার্জ্জন করা যাহাতে গৃহস্থগণ মানসিক ও শারিরীক কোনও প্রকারে অন্ন বস্ত্রের কষ্ট

না পায় এবং অপরকেও কষ্ট না দেয় ও না দেখে এবং পরস্পর পরস্পরের কষ্ট নিবারণের চেষ্টা করে তাহা হইলে ঈশ্বরের আজ্ঞা ও ধর্ম্ম পালন হয়। স্থূল শরীরের যে রোগ যে ঔষধ ব্যবহারে নিবারণ হয় তাহা সেই রোগে সেই ঔষধ ব্যবহার করা উচিত। ভগবানের যেরূপ নিয়ম আছে ক্ষুধা রোগ হইলে অন্নরূপ ঔষধ আহার করা, পিপাসা রোগ হইলে জলরূপ ঔষধ পান করা, শীতরোগ হইলে বস্ত্ররূপ ঔষধ দ্বারা শীত নিবারণ করা, এবং অন্ধকার রোগ হইলে অগ্নিরূপ ঔষধ দ্বারা প্রকাশ করা উচিত এইরূপ সকল বিষয়ে ঈশ্বরের আজ্ঞা ও নিয়ম অনুসারে কার্য্য বিচার পূর্ব্বক নিষ্পন্ন করিবেক. যেরূপ পরমাত্মা তোমাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে যে কার্য্য নিষ্পন্ন করিবার জন্য গঠন করিয়া দিয়াছেন এবং যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে যে কার্য্য নিষ্পন্ন হয় সেই সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই সেই কার্য্য নিষ্পন্ন করিবে তাহা হইলে সহজে কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে ও ঈশ্বরের আজ্ঞা ও ধর্ম্ম পালন হইবে। যদি ইহার বিপরীত কর যেমন পদ দ্বারা না চলিয়া হট করিয়া মস্তকের দ্বারা চলিতে চাহ, তাহা হইলে চলিতেও পারিবে না। অনর্থক কষ্ট পাইবে এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য অধর্ম্ম হইবে। যেরূপ ঈশ্বরের নিয়ম আছে ক্ষুধা লাগিলে অন্ন আহার করা, পিপাসা লাগিলে জল পান করা, গৃহে অন্ধকার হইলে অগ্নি দ্বারা আলো করা, যদি হট্ করিয়া অগ্নি দ্বারা আলো না করিয়া জল কিম্বা বরফের দ্বারা আলো করিতে চাহ তাহা হইলে আলোক হইবে না অনর্থক পরিশ্রম সার হইবেক, আর যদি অগ্নি দ্বারা সহজেই আলো কর তাহা হইলে সহজেই অন্ধকার দূর হইয়া আলো হইবে ও কার্য্য-

সিদ্ধ হইবে। সেইরূপ মনুষ্যের পারমার্থিক বিষয় অর্থাৎ জ্ঞান ও মুক্তির আবশ্যক হইলে তাহাতে অর্থ বা কোনও প্রকার প্রপঞ্চের আবশ্যক করে না, কেবল মন নির্ছল ও কপটতা রহিত হওয়াই আবশ্যক এবং অজ্ঞানরূপ রোগ নিবারণের জন্য কেবল মাত্র জ্ঞানরূপী তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ভগবান ঔষধির প্রয়োজন অর্থাৎ ভক্তি ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা পরমাত্মা বিরাটব্রহ্ম চন্দ্রমা-সূর্য্যনারায়ণদেবকে হৃদয়ে ধারণ করা এবং এঁহার নাম ওঁকার মন্ত্র তাহা জপ করা, অবস্থা অনুসারে যথাশক্তি নিত্য আহুতি দেওয়া, যাহার আহুতি দিবার ক্ষমতা নাই তাহার না দিলেও কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে ধন ও ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন তাহার আহুতি দেওয়া উচিত তাঁহার বস্তু তাঁহাকে প্রীতি ও ভক্তি সহকারে না দেওয়া ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণের উচিত নহে, ধন ঐশ্বর্য্য থাকিতে যদি জীবকে আহার ও অগ্নিব্রহ্মে আহুতি না দেন তাহাকে পরমাত্মার নিকট চোর বলিয়া জানিবেক। সকলেই প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক নিরাকার সাকার পূর্ণ-রূপে বিরাট ভগবান চন্দ্রমা-সূর্য্যনারায়ণ জগদ্গুরু মাতা পিতা পরমাত্মাকে প্রণাম করিবে তাহা হইলে তিনি তোমাদের সকল প্রকার দুঃখ; কায়িক ও মানসিক, অজ্ঞান বা জ্ঞানকৃত যে কোনও প্রকার পাপ করিয়াছ তাহা মোচন করিয়া পরমানন্দে রাখিবেন, ইহা সত্য সত্য জানিবেক, ইহাতে কোনও প্রকার সংসয় নাই, যেরূপ অগ্নিদেব সকল প্রকার স্থূল পদার্থ (চন্দন, বিষ্ঠা প্রভৃতি) সমস্ত ভস্ম করিয়া আপনার রূপ করিয়া নিরাকার হন সেইরূপ পূর্ণপরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ

জগদ্গুরু মাতা পিতা সকল প্রকার পাপ ও অজ্ঞানতা ভস্ম করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখেন ইহা সকল শাস্ত্রের সারভাব, যাহারা এরূপ করিবে তাহাদিগের আর কোনও শাস্ত্র বেদাদি পাঠ করিবার আবশ্যক থাকিবে না।

গুরু কাহাকে বলে।

গু শব্দের অর্থ অন্ধকার অর্থাৎ অজ্ঞানতা, এবং রু শব্দের অর্থ প্রকাশ। যেমন সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশ হইলে আর অন্ধকার থাকে না সেই প্রকার তিনিই গুরু যিনি প্রকাশ হইলে আর অজ্ঞানতা থাকে না, জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ করিয়া পরমানন্দে অনন্দরূপ রাখেন—অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপই পরমগুরু পরমাত্মা, মুক্তি ও জ্ঞানদাতা। তিনি ভিন্ন অপর গুরু কেহই নাই ও হইতেও পারিবেক নাই।

যিনি সত্য পথেই গিয়াছেন, সত্যেই যাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা, যিনি সত্যই বলেন, যাঁহার সত্যই ব্যবহার, সত্যই প্রিয় এবং যিনি সকলকেই সমভাবে দেখিয়া সদুপদেশ দেন, তিনিই সৎগুরু অর্থাৎ উপদেশ গুরু। এই প্রকার লোকের নিকট সদুপদেশ লওয়া উচিত।

গুরুর প্রয়োজন কি।

যমন পিপাসা নিবারণের জন্য জলের প্রয়োজন হয় সেই
র অজ্ঞান দূর করিবার জন্য ও জ্ঞান, মুক্তি পাইবার জন্য
আবশ্যক হয়।

ওঁকার জপের কারণ।

পরমাত্মার ওঁকার নাম অর্থাৎ ওঁকার মন্ত্র জপ করিবার কারণ এই যে, যদি কোন পুত্র কন্যার মাতা পিতাকে ডাকিবার প্রয়োজন হয় তখন যেমন মাতা পিতাকে মাতা পিতা বলিয়া ডাকিতে হয়; এবং যখন মাতা পিতা উত্তর দেন তখন আর ডাকিবার প্রয়োজন থাকে না, সেই প্রকার মাতাপিতারূপী ওঁকার পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা মাতা পিতাকে, অজ্ঞান দূর করিবার জন্য ভক্তিপূর্ব্বক ওঁকার নাম ধরিয়া ডাকিতে হয় এবং যখন ওঁকার পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা মাতা পিতা তোমাদিগের ভিতরে ও বাহিরে প্রকাশ হইবেন তখন আর তাঁহাকে ওঁকার নাম ধরিয়া ডাকিবার প্রয়োজন থাকিবেক না। তিনি তোমাদিগের সকল প্রকার অজ্ঞানতা ও ভ্রম দূর করিবেন এবং দুঃখ নিবারণ করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন।

ওঁ

সূর্য্যনারায়ণ, অগ্নিতে আহুতি প্রদান, সূর্য্যনারায়ণের ধ্যান ও ব্রহ্ম-গায়ত্রী সম্বন্ধে বিচার।

অনাদি সনাতন ধর্ম্ম অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ প্রত্যক্ষ বিরাটরূপে জগৎপিতা, জগন্মাতা, জগদ্গুরু, জগদাত্মা বিরাজমান আছেন। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যগণের আজ কি দুর্দ্দশা না হইয়াছে!! সে ধৈর্য্য নাই, সে তেজ নাই, সে সাহস নাই, সে বিক্রম নাই, সে একতা নাই, সে কার্য্যতৎপরতা নাই, সে তিতিক্ষা নাই, সে নিষ্ঠা নাই, সে ভক্তি নাই, সে দয়া নাই, সে ধর্ম্ম নাই, সে সাধনা নাই সুতরাং সে সিদ্ধিও নাই, সর্ব্ব বিষয়েই বলহীন হইয়া রহিয়াছে। বাল্যকালে সন্তানগণকে সদুপদেশ, সত্যধর্ম্ম ও সৎশিক্ষা দেওয়া পিতামাতার কর্ত্তব্য; কিন্তু অল্প পিতামাতাই এ কার্য্য করিয়া থাকেন। যদি পূর্ব্বকালের অর্থাৎ বৈদিক সময়ের ন্যায় পিতামাতা সন্তানগণকে শিক্ষা, দীক্ষা দিতেন তাহা হইলে জগতের যে কত মঙ্গল সাধিত হইত তাহা বলিতে পারি না। বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করত জ্ঞান ও মুক্তি উপার্জ্জন করিয়া যদি সংসারে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা সংসার যে সুচারুরূপে চলে তাহা বলা বাহুল্য। সে আপনাকে প্রথমেইত উদ্ধার করে, এবং সংসারে প্রবেশ করিয়া সংসারকেও উদ্ধার করে। কিন্তু বৃদ্ধকালে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে গেলে সিদ্ধ হওয়া বড়ই কঠিন। কেননা বাল্যকাল হইতেই মন অসৎ পদার্থে লিপ্ত থাকে, যৌবনে ইন্দ্রিয়ের

প্রবল প্রতাপে তাহারই বশীভূত হয়, সুতরাং বৃদ্ধকালে ইন্দ্রিয়াদি, মন নিস্তেজ হইয়া পড়ে তাহার কার্য্যকারী ক্ষমতা আর থাকে না ; এজন্য মন সংযত হয় না, যে অভ্যাস শৈশব অবস্থা হইতে সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গী হইয়া আসিয়াছে সে অভ্যাস আর কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না, সুতরাং ধর্ম্মকার্য্য অর্থাৎ সাধনাও সুচারুরূপে কি আদৌ হয় না। জীব যে সংসারে থাকিয়া নিয়ত নানা প্রকারে কষ্ট ভোগ করে, সাধনবল না থাকাই তাহার একমাত্র কারণ। এইজন্য অনাদি সনাতন ধর্ম্মে, প্রথম হইতেই বাল্যকালে বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম অর্থাৎ ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান ও মুক্তি উপার্জ্জন করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবার ব্যবস্থা আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের যখন উপনয়ন হয়, সে সময় তাহাদিগকে সদুপদেশ ও সৎশিক্ষা এবং দীক্ষা দেওয়া হয়। তখন তাহাদিগকে এইমাত্র বলা যায় যে আজ হইতে তোমরা দ্বিজ হইলে. তোমাদের কার্য্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বেদপাঠ করা, ওঁকার ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করা, অগ্নিতে আহুতি দেওয়া, সাবিত্রী জগৎ জননী বলিয়া সূর্য্যনারায়ণকে ধ্যান ধারণা করা। এই সকল কার্য্য করিলে তোমাদের জ্ঞান ও মুক্তি হইবে।

উপনয়ন হইবার সময় বেদপাঠ করিতে বলিবার কারণ এই যে, বেদপাঠ করিলে ঈশ্বর অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ শুরু সত্য আছেন তাহা মনে বিশ্বাস হইবে, মন পবিত্র হইবে। ওঁকার ও ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করিতে বলিবার অর্থ এই যে, পূর্ণ-পরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপের নাম ওঁকার ও ব্রহ্মগায়ত্রী। সেই মন্ত্র অর্থাৎ নাম ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিতে হইবে। সূর্য্য-নারায়ণকে সাবিত্রী বলিয়া ধারণ করিতে বলিবার কারণ এই

যে, নিরাকার ব্রহ্মকে প্রথমে ধারণ করিতে পারিবে না। নিরাকার ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ সাকাররূপ তেজোময় জ্যোতিঃ সূর্য্যনারায়ণরূপে বিরাজমান আছেন; এই জন্য পরমাত্মার রূপ ও আপনার রূপ সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া ধারণ করিতে হয় ও নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে উপাসনা করিতে হয়। আর জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণকে ধ্যান ও ধারণা করিবার প্রয়োজন এই যে, যেমন আপনারা আহার না করিলে স্থূল শরীরে উঠিবার সামর্থ থাকে না এবং আহার করিলে স্থূল শরীরে বল হয় এবং উঠিবার ক্ষমতা হয়, সেইরূপ আধ্যাত্মিক বিষয়ে আপনারা সূক্ষ্ম শরীরে তেজোহীন ও বলহীন হইয়া আছেন। সেই জগৎপিতা জগন্মাতা, জগদ্‌গুরু, জগদাত্মা, জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণকে ধারণ করিলে আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতি হয়, তেজ, বল, বুদ্ধি ও জ্ঞান হয়। আর পূর্ণরূপে পরমাত্মাকে ধারণ করিবার শক্তি জন্মে। মনে নিষ্ঠা ও ভক্তি হয়। এইরূপে জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণকে ধারণ করিলে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ দেখিতে পাইবে এবং কি ব্যবহারিক কি পারমার্থিক উভয় কার্য্য বুঝিয়া উত্তমরূপে সমাধা করিতে পারিবেন এবং সর্ব্বদা নির্ব্বিকার হইয়া পরমানন্দে থাকিতে পারিবেন। গৃহস্থ ধর্ম্মে থাকিয়াও কোন বিষয়ে আসক্তি জন্মিবে না। লাভে ও ক্ষতিতে, সুখে ও দুঃখে সমভাবে থাকিবে। দেখিবে লক্ষ টাকা লাভ হইলে নিজের কিছুই লাভ হয় নাই, এবং লক্ষ টাকা ক্ষতি হইলে নিজের কিছুই ক্ষতি হয় নাই; আমি যাহা তাহাই আছি। ত্যাগ, গ্রহণ সম্বন্ধে দেখ যে, ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আমার এমন কি বস্তু আছে যাহা আমি

ত্যাগ বা গ্রহণ করিব? যদি আমার নিজের কোন বস্তু হইত তাহা হইলে আমি তাহা ত্যাগ বা গ্রহণ করিতাম। এই বিশ্ব মধ্যে যখন আমার কোন বস্তুই নিজের নহে, এমন কি এই যে স্থূল দেহ তাহাও যখন আমার নহে, (কেমনা আমি মৃত্যুকালে ইহা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিব না) তখন আমার মধ্যে ত্যাগ ও গ্রহণ কিছুই নাই। আমার অজ্ঞানতাতে ত্যাগ ও গ্রহণ, আমি ও আমা হইতে পৃথক্ পরমাত্মা ইত্যাকার বোধ হইতেছিল কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; এই সকল লইয়া পরব্রহ্ম •জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান পরিপূর্ণ আছেন। জ্ঞানীগণ ত্যাগ ও গ্রহণের প্রকৃত ভাব বুঝিয়া সংসারে পরমানন্দে থাকেন।

অগ্নিতে আহুতি দিবার অর্থ এই যে উহাতে জগতের হিত হয়; যেরূপ কৃষক পৃথিবীতত্ত্বে জমি চাষ করিয়া ধান্য বপন করে, পরে উহাতে অঙ্কুর হইয়া গাছ হয়, তদ্‌পরে উহাতে ফুল হইয়া ফল অর্থাৎ ধান্য হয়। এক বিঘা জমিতে চারি অথবা পাঁচ সের ধান্য বুনিলে বিশ পঁচিশ মণ ধান্য হয়; সেইরূপ অগ্নিতত্ত্বে উত্তম উত্তম দ্রব্য আহুতি দিলে তাহার ধূম আকাশে যাইয়া মেঘ হয় পরে দেবতা প্রসন্ন হইয়া ঐ মেঘ হইতে সময়ে বারি বর্ষণ করেন এবং তদ্দ্বারা অন্ন উৎপন্ন করিয়া প্রজাগণকে পালন করেন। আর যজ্ঞের ধূম দ্বারা বায়ু পরিষ্কার হয়। ঐ অগ্নির তেজে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে পরমাত্মাতে নিষ্ঠা ও ভক্তি জন্মে। অগ্নিতে আহুতি দিলে বিবেকের উদয় হয়; কেমনা দেখিতে পাওয়া যায় যে; যে কোন বস্তু অগ্নিতে দেওয়া যায়, অগ্নি তৎসমস্তই

আপনার স্বরূপকরতঃ ভস্ম করিয়া নিরাকার হইয়া যান, সেই সমস্ত দ্রব্য কোথায় যাইতেছে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলে বিবেক আপনা হইতেই আসিয়া উদয় হয় এবং জগৎ সংসারকে অসার বলিয়া ইহাতে আর আসক্তি জন্মে না। এই জন্য শ্মশানে যাইয়া যোগ করিতে শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন। মনকে প্রকৃত শ্মশান বলে, যেমন বাহ্যিক শ্মশানে শব দাহ হয় সেইরূপ মনরূপ শ্মশানে জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দ্বৈত, অদ্বৈত, জন্ম, মৃত্যু মায়া প্রভৃতি ভস্মীভূত হয়। সেই মনরূপ শ্মশানে বসিয়া জ্ঞানবান ব্যক্তি শিব অর্থাৎ পরব্রহ্মের উপাসনা ও ধারণা করিয়া শিব স্বরূপ হয়েন। আরও প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে কোন বস্তু অগ্নিতে দেওয়া যায় অগ্নিদেব আপন রূপ করিয়া লয়েন, যদ্যপি ঐ সমস্ত দ্রব্য স্বরূপে এক না হইত তাহা হইলে পর কখনই একরূপ হইত না।

বেদশাস্ত্রে সূর্য্যনারায়ণে সর্ব্বদেবতার ধ্যান ধারণা করিবার বিধি আছে। যথা প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে তিন সময়ে। প্রাতে ব্রহ্মারূপে, মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপে এবং সায়াহ্নে শিবরূপে। প্রাতে ঋগ্বেদ অর্থাৎ কালীমাতারূপে, মধ্যাহ্নে যজুর্ব্বেদ অর্থাৎ দুর্গামাতারূপে এবং সায়াহ্নে সামবেদ অর্থাৎ সরস্বতীমাতারূপে সূর্য্যনারায়ণের ধ্যান ধারণা করিবার বিধি আছে। যথা —

প্রাতে ব্রহ্মারূপে ওঁ রক্তবর্ণং
চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্র-
কমণ্ডলুকরং হংসাসনসমারূঢ়ং
ব্রহ্মানং নাভিদেশে ধ্যায়েৎ।

ইহার অর্থ অনেকে অনেক প্রকার করেন। কিন্তু ইহার আধ্যাত্মিক সার মর্ম্ম এইরূপ জানিবে যথা "রক্তবর্ণং" অর্থাৎ প্রাতঃকালে যখন সূর্য্যনারায়ণ লাল তেজোময় জ্যোতিঃ বালকস্বরূপ নিরাকার হইতে সাকাররূপে প্রকাশ হন, সেই প্রাতঃসময়ের রূপ "রক্তবর্ণং'; "চতুর্ম্মুখং অর্থে" চতুর্দ্দিকে যাঁহার মুখ আছে, যেরূপ অগ্নিজ্যোতির দশ দিকেই মুখ আছে, যে দিক হইতে হাত দিবে সেই দিক হইতে হাত পুড়িবে; সেইরূপ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপ সূর্য্যনারায়ণের দশ দিকেই মুখ আছে, "মুখ" অর্থে জ্যোতিঃ। সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমা-জ্যোতিঃ যখন উদয় হন, তখন তাঁহাদের জ্যোতিঃ চতুর্দ্দিকেই অর্থাৎ সমস্ত জগতেই নিপতিত হয়। এই জন্য মুনি-ঋষিগণ প্রাতঃকালে জ্যোতিঃ-স্বরূপ সূর্য্যনারায়ণের চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মারূপ কল্পনা করিয়াছেন। প্রাতে যখন ঐ জ্যোতিঃ ব্রহ্মারূপে প্রকাশ হন তখন প্রত্যেক নর-নারী সকলেই ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার ও ধ্যান ধারণা করিবে। দ্বিভুজং অর্থে দুই হাত। যিনি নিরাকার ব্রহ্ম তাঁহার দুই হাত নাই, দুই হস্তের অর্থ এইরূপ বুঝিবে; যথা—বিদ্যা আর অবিদ্যা (জ্ঞান ও অজ্ঞান) ইহাই তাঁহার দুই হস্ত। অবিদ্যারূপ হস্ত দ্বারা তিনি এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিতেছেন। আর বিদ্যারূপ হস্ত দ্বারা সকলকে লয় করিয়া আপনার কারণে স্থিতি করিতেছেন। "অক্ষসূত্র" 'অক্ষ" অর্থে অক্ষয় অর্থাৎ যাহার ক্ষয় নাই; অবিনশ্বর। "সূত্র" শব্দে জ্যোতিঃ; অর্থাৎ যে জ্যোতির ক্ষয় নাই, এমন জ্যোতিঃ। "কমণ্ডলুকরং" শব্দে চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের স্থূল শরীর জ্যোতিঃ সূত্রে গাঁথিয়া নিজের হস্তে রাখিয়াছেন। অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডেরই তাঁহা হইতে

উৎপত্তি ও তাঁহাতেই লয় হইতেছে; আর তাঁহাতেই সমস্ত স্থিত আছে। হংস শব্দে বিবেকী পুরুষ। অর্থাৎ হরিভক্তজনের নাম হংস। হংস যেমন নীর পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীর অর্থাৎ দুগ্ধ পান করে, সেইরূপ হরিভক্তজন এই সংসারকে জলবৎ পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মারূপ অমৃত পান করেন, এই জন্য তাঁহাদের নাম হংস। সেই ভগবদ্ভক্ত বিবেকী পুরুষরূপী হংসের উপর ব্রহ্মা অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ আরূঢ় আছেন। অর্থাৎ তিনি সেই হরিভক্তজনের হৃদয়ে বাস করেন—অবশ্য তিনি সকলের মধ্যেই পরিপূর্ণরূপে আছেন, কিন্তু বিবেকী পুরুষেই তিনি বিশেষরূপে প্রকাশ হয়েন। যখন ঐ বিবেকী পুরুষ (হংস) পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন, তখন তাঁহাকে পরমহংস বলে অর্থাৎ যাঁহার জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ জ্ঞান হইয়াছে তিনিই পরমহংস। নাভি মধ্যে ধারণ করিবার অর্থ এই যে আপনার ক্ষুদ্র নাভিতে ও বিরাটরূপ আকাশ নাভিতে তেজোময় জ্যোতিঃ অর্থাৎ জগৎপিতা, জগন্মাতা জগদ্গুরু, জগদাত্মা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশ আছেন, সেই পরমাত্মাকে ভক্তি-পূর্ব্বক ধারণ করিও অর্থাৎ চিন্তা করিও।

মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপে ওঁ হৃদি
নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হস্তং
গরুড়াসনসমারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়েৎ।

আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ও বিরাট ব্রহ্মের আকাশরূপ হৃদয়ে (নীলবর্ণ আকাশে) "নীলোৎপলদলপ্রভং" অর্থাৎ নীলপদ্ম

সদৃশ বিষ্ণু ভগবান পরমজ্যোতিঃ সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশমান আছেন। "শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হস্তং", শঙ্খ অর্থে সমষ্টি, চরাচরের মস্তক ; যখন বিষ্ণু ভগবান চেতন-মস্তকরূপী শঙ্খ বাজান, তখন সমষ্টি চরাচর সকল কার্য্য করে, ও বাইবেল কোরাণ, বেদান্ত শাস্ত্রাদি পাঠ করে ; যখন আপনার চেতন শক্তি সঙ্কোচ করিয়া লয়েন, তখন চরাচর-মস্তকরূপী শঙ্খ সুষুপ্তি অবস্থাতে পড়িয়া থাকে, আর কোন কার্য্য করে না। 'চক্র' অর্থাৎ জ্ঞান। সেই জ্ঞানচক্র দিয়া অজ্ঞানরূপী রাক্ষসকে খণ্ড খণ্ড করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপী রাখেন। 'গদা' অর্থে অবিদ্যা। অহঙ্কারী অর্থাৎ পরমাত্মা-বিমুখী লোককে ঐ অবিদ্যারূপী গদা দ্বারা তাড়না করেন ; এবং 'পদ্ম' শব্দে মন—সেই মনোরূপ পদ্মে সমষ্টি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ধারণ করিয়া আছেন ; মন দিয়া জয় ও পরাজয় করেন। মন জয় হইলে সকলই জয় হয়। বিষ্ণু ভগবানের যে চারিটী হস্ত কল্পনা করা হইয়াছে, উহা চারি অন্তঃকরণ। অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার। এই চারি হস্ত দ্বারা চরাচরকে পালন করিতেছেন। 'গরুড়াসন সমারূঢ়ং'। গ+ও গো শব্দে পৃথিবী চরাচরের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়। সেই চরাচরের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ভিতরে ও বাহিরে পরিপূর্ণরূপে বিষ্ণু-ভগবান আরূঢ় অর্থাৎ বিরাজমান আছেন ও সমস্ত ইন্দ্রিয়কে প্রেরণা করিতেছেন, সেই বিষ্ণু ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপকে নমস্কার ও ভক্তি করা উচিত। তিনি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নিরাকার ও সাকাররূপে অখণ্ডাকারে বিরাজমান আছেন।

সায়ংকালে উঁহাকে শিবরূপেঃ—

"ললাটে শ্বেতং দ্বিভুজং ত্রিশূল-
ডমরুকরমর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং পঞ্চবক্ত্রং
ত্রিনেত্রং বৃষভাসনস্থং শম্ভুং ধ্যায়েৎ।"

ললাটে নিজের ক্ষুদ্র কপালে এবং বিরাট ব্রহ্মের আকাশ-রূপ ললাটে. শ্বেত অর্থে শুভ্রবর্ণ—সায়ংকালে যখন সূর্য্যনারায়ণ মহাতেজ সঙ্কোচ করিয়া শীতল চন্দ্রমা জ্যোতিঃরূপে প্রকাশ হয়েন সেই সময়ে শিবরূপে সেই চন্দ্রমাজ্যোতিকে ধারণ করিতে হয়। দ্বিভূজং অর্থে বিদ্যা ও অবিদ্যা, ত্রিশূল অর্থে সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিন গুণ; ডমরু (এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র) চরাচরের শরীর। এই চরাচরের শরীররূপী বাদ্যযন্ত্র হইতে কত প্রকার রাগ-রাগিণী বাহির হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই শরীর-রূপী ডমরু বাদ্যযন্ত্রকে শিব চেতন অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃ-স্বরূপ বাজাইতেছেন; আর ইহা হইতে নানা প্রকার সুর বাহির হইতেছে। 'অর্দ্ধচন্দ্রং' অর্থে ভূষণ সংযুক্ত চন্দ্রমা-জ্যোতিঃ। আর তাহাতে শিব বাস করেন। ভূষণের অর্থ জগৎমায়া। শিব শব্দে জ্যোতিঃ, চেতন। 'পঞ্চবক্ত্রং' পাঁচটী মুখ অর্থাৎ ক্ষিতাপ্ তেজোমরুদ্ব্যোম্ এই পাঁচ তত্ত্ব। এই বিরাট ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। 'ত্রিনেত্রং' অর্থে জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নি, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ অর্থাৎ অজ্ঞান, জ্ঞান ও বিজ্ঞান। অজ্ঞান নেত্রে গৃহস্থ ব্যবহারিক কার্য্য করিতেছে, জ্ঞান নেত্রে সদসৎ বিচার করিতেছে ও বিজ্ঞান নেত্রে জীবাত্মা, পরমাত্মা অভেদ দেখিয়া অর্থাৎ এক হইয়া পরমানন্দে মুক্তস্বরূপ থাকে। বৃষ (ষাঁড়) অর্থাৎ অহঙ্কার ও কামরূপী ষাঁড়ের উপর তিনি আরূঢ়

কেন। অহঙ্কার ও কামরূপ ষাঁড়ের ন্যায় বলবান আর জগতে ই। 'ললাটে ধারয়েৎ' অর্থে সেই পরমজ্যোতিঃ মস্তকে আছেন। তাঁহাকে অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণকে প্রীতিভক্তি পূর্ব্বক ধারণ করিবে এবং সেই বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপের নিম্নলিখিত নাম কল্পনা করা গিয়াছে যথা, বেদমাতা ঋক্, যজু ও সামবেদ ও দুর্গা, কালী, সরস্বতী, গায়ত্রী ও সাবিত্রীমাতা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, গণেশ, ঈশ্বর ইত্যাদি। ইহা শাস্ত্রের বিধি প্রাতেঃ ঋগ্বেদ অর্থাৎ কালীমাতারূপে, মধ্যাহ্নে যজুর্ব্বেদ অর্থাৎ দুর্গামাতারূপে ও সায়ংকালে সামবেদ অর্থাৎ সরস্বতীমাতারূপে সূর্য্যনারায়ণকে ধ্যান করিবার বিধি আছে।

ব্রহ্মগায়ত্রী ও সাবিত্রী সন্ধ্যাহ্নিক প্রভৃতি সকল নামের ধ্যান সূর্য্যনারায়ণেতে আছে ; ইহার প্রমাণ যথা—

ওঁ প্রাতর্গায়ত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থারক্তবর্ণা দ্বিভুজা
অক্ষসূত্রকমণ্ডলুধরা হংসাসনারূঢ়া ব্রহ্মাণী
ব্রহ্মদেবত্যা কুমারী ঋগ্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া।"

প্রাতে গায়ত্রীকে (কুমারী ঋগ্বেদ অর্থাৎ কালীমাতাস্বরূপা, ব্রহ্মরূপিণী, হংসারূঢ়া, অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলুহস্তা, রক্তবর্ণা, দ্বিভুজা, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে আছেন)। এইরূপ চিন্তা করিবে। মধ্যাহ্নে—

"ওঁ মধ্যাহ্নে সাবিত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা,
কৃষ্ণবর্ণা চতুর্ভুজা ত্রিনেত্রা শঙ্খচক্রগদা-
পদ্মহস্তা যুবতী গরুড়ারূঢ়া বৈষ্ণবী
বিষ্ণু-দৈবত্যা যজুর্ব্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া।"

মধ্যাহ্নে গায়ত্রীকে (যুবতী, যজুর্ব্বেদস্বরূপা, বিষ্ণুরূপিণী, গরুড়ারূঢ়া, কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী-

সাবিত্রীরূপা, সূর্য্যমণ্ডলে আছেন) এইরূপ চিন্তা করিবে।

সায়াহ্নে ;—

"ওঁ সায়াহ্নে সরস্বতী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা
শুক্লবর্ণা দ্বিভুজা ত্রিশূলডমরুকরা
বৃষভাসনারূঢ়া বৃদ্ধা রুদ্রাণী রুদ্রদৈবত্যা
সামবেদোদাহৃতা ধ্যেয়া।"

সায়াহ্নে গায়ত্রীকে (সামবেদস্বরূপা, শিবরূপিণী, বৃষভারূঢ়া, শুক্লবর্ণা, দ্বিভুজা, ত্রিশূল ও ডমরুধারিণী সরস্বতীরূপা সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যে আছেন) এইরূপ চিন্তা করিবে। মনু বলিয়াছেনঃ—

"অগ্নির্বায়ুরবিভ্যেস্ত ত্রয়ো ব্রহ্মসনাতনঃ।"

সূর্য্যনারায়ণ. অগ্নি ও বায়ু এই তিন সনাতনব্রহ্ম।

সত্যপথ ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন :—

"অগ্নির্বাঋগ্বেদ জায়তে, বায়ুর্বাযজুর্ব্বেদ
জায়তে, সূর্য্য তু সামবেদঃ।"

অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ হইয়াছে। এই জন্য অগ্নির নাম ঋগ্বেদ-মাতা, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ হইয়াছে এইজন্য বায়ুর নাম যজুর্ব্বেদ-মাতা এবং সূর্য্যনারায়ণ হইতে সামবেদ হইয়াছে, এইজন্য সূর্য্য-নারায়ণকে সামবেদমাতা বলে। অর্থাৎ একই বিরাট পূর্ণপর-ব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপাধিভেদে নানা প্রকার নাম কল্পিত হইয়াছে; কিন্তু তিনি বহু নহেন, একই পুরুষ নিরাকার, সাকার, পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। অজ্ঞান ব্যক্তি ঐসকল কল্পিত নাম ও তাহার অর্থ লইয়াই ব্যস্ত থাকে. মূল

বস্তু পরমাত্মার প্রতি তাহার আদৌ দৃষ্টি থাকে না; কিন্তু জ্ঞানবান ব্যক্তি ঐসকল নাম অর্থ ত্যাগ করিয়া মূলবস্তু পরমাত্মাকে ধারণ করে। যেমন জলের নানাপ্রকার নাম, উপাধি ত্যাগ করিয়া জল যে বস্তু তাহা তুলিয়া পান করিলে পিপাসার শান্তি হয়, সেইরূপ সত্য, শুদ্ধ, চৈতন্য-পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা, পিতা, গুরু পরমাত্মার নানাপ্রকার কল্পিত নাম উপাধি ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অর্থাৎ জ্যোতিকে ধারণ করিলে সহজেই মনে শান্তি আইসে। নিরাকার ও সাকার পূর্ণরূপে উপাসনা করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। সেই পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিস্বরূপ গুরু, মাতা পিতার প্রতি সর্ব্বদা নিষ্ঠা, ভক্তি ও প্রীতি রাখিবে। তাঁহার রূপ আপনার রূপ ও মন্ত্রের রূপ প্রত্যক্ষ চন্দ্রমা—সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপকে একই জানিয়া ধ্যান ধারণা করিবে।

অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগন মনে করে যে বিরাট ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ ও সূর্য্যনারায়ণের মণ্ডল অর্থাৎ তাঁহার প্রকাশ ও তাঁহাতে যে কল্পিত দেব দেবী, ভগবান তাঁহারা সূর্য্য-নারায়ন হইতে পৃথক্, তাহারা জানেনা যে দেব দেবী, সূর্য্য-নারায়ণেরই কল্পিত নাম মাত্র। জ্ঞানবান ব্যক্তিগন জানেন, সমস্ত কল্পিত দেব দেবীর নানা নাম জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্য-নারায়নেরই, দেবদেবী ইহাঁ হইতে পৃথক বস্তু নহেন। যেরূপ অগ্নি ও অগ্নির প্রকাশ ও দাহীকা-শক্তি তাহা সমস্তই অগ্নি, অগ্নি হইতে পৃথক নহেন; সেইরূপ সূর্য্যনারায়ণই সমষ্টি বিরাট স্বরূপ। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে যখন নিরাকার হইতে সাকার-রূপে প্রকাশ হয়েন, তখন বালক, বৃদ্ধ, যুবা, পুরুষ, স্ত্রী সকলেই

ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিবে। মনে রাখিবে যে ইনি তোমাদিগের মাতা, পিতা, গুরু ও আত্মা। তিনি তোমাদের মনের সকল প্রকার ভ্রম, কুসংস্কার দূর করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ ফল প্রদান করিবেন। এক অক্ষর প্রণব মন্ত্র জপ করিবে। কেননা চারি বেদের মূল হইলেন চর্ব্বিশ অক্ষর ব্রহ্মগায়ত্রী; ব্রহ্মগায়ত্রীর মূল হইলেন ওঁকার, প্রণব মন্ত্র। আবার ওঁকারের মূল হইলেন পূর্ণপরব্রহ্ম তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপ—সূর্য্যনারায়ণ, জগদ্গুরু, জগদাত্মা। যদ্যপি কেহ সন্ধ্যা আহ্নিক না করিয়া কেবল ব্রহ্ম-গায়ত্রী জপ করে, তাহা হইলে তাহার সন্ধ্যা আহ্নিক করার ফল হয়। আবার সন্ধ্যা আহ্নিক ও ব্রহ্মগায়ত্রী দুই না করিয়া যে কেবলমাত্র একাক্ষর ওঁকার মন্ত্র ভক্তি পূর্ব্বক জপ করে তাহা হইলে তাহার সন্ধ্যা, আহ্নিক ও ব্রহ্মগায়ত্রী দুইই জপ করার ফল হয়। এই সকল কিছুই না করিয়া যদি সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমা-জ্যোতির সম্মুখে ভক্তি, প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কার করে, তাহা হইলে তাহার উপাসনার সমস্ত ফলই লাভ হয় ও মনে শান্তি আইসে। ওঁকার মন্ত্র পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ভগ-বানের নাম। বিরাট পরব্রহ্মের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম দেবতা ও দেবী মাতা। বেদেতে স্পষ্টই লেখা আছে যে, সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা, অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি দেব ও দেবী মাতা। এই আপনাদের ইষ্ট গুরু পরমাত্মা হইতে বিমুখ হইয়া আর্য্যজাতির এই অধঃপতন হইয়াছে।

ভবিষ্যোত্তর পুরাণে আদিত্য স্তবে ভগবদ্বচন প্রমাণ ৩৭ শ্লোক।

আদিত্যং পশ্যতি ভক্ত্যা এবং পশ্যতি মাং নরঃ।
পশ্যতি যো নচাদিত্যং স ন পশ্যতি মাং নরঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিয়াছিলেন, যে ভক্ত আদিত্যরূপে আমাকে দর্শন করে সে নিশ্চয় আমাকেই দর্শন করে, যে আদিত্যকে দর্শন না করে সে আমাকে দর্শন করে না।

ব্রহ্ম গায়ত্রীর আবাহন মন্ত্র।

"ওঁ আয়াহি বরদে দেবী ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী। গায়ত্রী ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনি নমোস্তুতে।"

ব্রহ্ম গায়ত্রী।

ওঁ ভূঃ, ওঁ ভূবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং, ওঁ তৎ-সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।

আবাহন মন্ত্রের অর্থ।

বেদ শাস্ত্রে ওঁকারের রূপ এই প্রকার দেখাইবার অর্থ কি? নিরাকার ব্রহ্মের রূপ নাই, বেদে নিরাকারের ওঁরূপ বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। যখন নিরাকার পরব্রহ্ম সাকার জগৎরূপে অর্থাৎ বিরাটরূপে বিস্তার হন, তখন তাঁহার নাম ওঁকার বলিয়া শাস্ত্রে ঋষি, মুনিগণ কল্পনা করেন, যথা—অ, উ, ম অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। এই তিন অক্ষর যোগে ওঁকার অক্ষর হইয়াছে অর্থাৎ সমস্ত চরাচর স্ত্রী, পুরুষকে লইয়া বিরাট পরব্রহ্মের নাম ওঁকার বলা হয়। সেই ওঁকার ব্রহ্মের উপরে যে চন্দ্রবিন্দু লিখিত

আছে ইহার অর্থ এই যে, চরাচরের মস্তকের ভিতরে ও বাহিরে যে জ্যোতিঃ আছেন অর্থাৎ তেজোরূপ সূর্য্যনারায়ণ ইনি ঐ বিন্দু; অর্দ্ধ মাত্রা চন্দ্রমাজ্যোতিঃ যিনি চরাচরের কণ্ঠভাগে বিরাজ করিতেছেন। "ওঁ" অর্থে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সমস্ত বিরাটব্রহ্মের জানিবে। ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ইহার অর্থ এই যে, ওঁকার প্রণব ব্রহ্ম জগৎস্বরূপ বিরাট জগৎ জননী মাতাপিতা রূপে বিরাজমান আছেন। যখন গৃহস্থগণ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য করিতে উপস্থিত হইবে, সেই সময় প্রথমে এই মন্ত্র বলিয়া জগৎ জননী জগৎপিতা জ্যোতিঃস্বরূপকে আহ্বান করিয়া কার্য্য নিষ্পন্ন করিবে। "আয়াহি" অর্থে আগমন করুন। বরদে দেবি অর্থে তুমি একমাত্র বরদায়িনী, তুমি বরদান করিলে অন্য এমন কেহ নাই যিনি খণ্ডন করিতে পারেন। ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ইহার অর্থ এই যে, জগৎ জননী আগমন করিয়া আমার হৃদয়ে বাস করুন। ত্র্যক্ষরে অর্থে—হে মাতা পিতা তুমি তিন অক্ষররূপে জগৎস্বরূপ বিরাজমান আছ। তিন অক্ষর অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর অ, উ, ম কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল। ব্রহ্মবাদিনী অর্থাৎ তুমি ব্রহ্ম, ব্রহ্মকে প্রতিপাদন কর। গায়ত্রীছন্দ অর্থাৎ তুমি যে গায় (শরীর) বিরাটরূপ ধারণ করিয়াছ। ত্রি যে ত্রিগুণময়ী সত্বঃ, রজঃ, তমঃগুণ তুমি এই জগৎমায়া হইতে ত্রাণ কর। সাং (সংসাজিয়াছ) সাং মাতঃ (সাকার বিরাটরূপে মাতঃ) ব্রহ্মযোনি নমোস্ততে—হে মা তোমার যোনি হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ও তোমাতেই স্থিত আছে, তোমাকে নমস্কার করি। এই যে কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহাতে যেন কোন বিঘ্ন না ঘটে, উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হয়।

ব্রহ্মগায়ত্রীর অর্থ।

পণ্ডিতগণ ব্রহ্ম-গায়ত্রীর অর্থ নানা প্রকার করিয়াছেন, কিন্তু যাঁহার অর্থ করেন সে বস্তু কোথায় আছে তাহার ঠিকানা নাই। এইখানে ব্রহ্ম-গায়ত্রীর অর্থ সংক্ষেপ করিয়া দিতেছি. গম্ভীর ও শান্তভাবে ভাব গ্রহণ করিয়া লইবেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম বস্তুর দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং ইহার অর্থ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ। এই ওঁকার বিরাটব্রহ্মকে শাস্ত্রে সাবিত্রী জগৎ জননী কহে। ওঁ ভূর্ভুবস্বরম্ কিনা ভূর্লোক অন্তরীক্ষ লোক, স্বর্লোক। ভূর্লোক পৃথিবীকে বলে, অন্তরীক্ষ লোক মধ্যস্থানকে বলে, স্বর্লোক স্বর্গকে বলে, কিন্তু ইহার সার অর্থ ভূর্লোক নাভিতে জঠরাগ্নিরূপে ব্রহ্ম; অন্তরীক্ষ লোক হৃদয়ে প্রাণবায়ুরূপে চন্দ্রমা-জ্যোতিঃ বিষ্ণু; স্বর্লোক মস্তকে জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ শিবরূপে,—এই তিন লোকের তিন রূপ; এই তিন লোকের জ্যোতিকে প্রেম ভক্তির দ্বারা এক অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে ধ্যান করিলে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ অখণ্ডাকারে, জীবাত্মা পরমাত্মা অভিন্নরূপে ভাসিবেন আর কোন বিষয়ে ভ্রম থাকিবে না; তৎ-সবিতুর্বরেণ্যম্—তৎ অর্থে ঈশ্বর, সবিতুঃ কিনা সূর্য্যনারায়ণ-প্রসবিতা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা। বরেণ্যম্ শ্রেষ্ঠ সূর্য্যনারায়ণ। ভর্গো দেবস্য অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণের তেজ—তিনিই দেবতা, ধীমহি, ধী অর্থাৎ বুদ্ধি ও ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ অর্থাৎ প্রেরণা করা ঈশ্বর সূর্য্যনারায়ণ। অন্তঃ হইতে প্রেরণ করেন অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণকে প্রত্যেক নর নারী ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক জ্যোতির সম্মুখে করপুটে

প্রার্থনা করিবেন যে, হে ভর্গ দেবস্য! হে দেব জ্যোতিঃস্বরূপ জগৎপিতা জগন্মাতা জগদ্গুরু জগদাত্মা! আমার বুদ্ধিকে অন্তর হইতে প্রেরণ করিয়া সত্ত্ব তত্ত্বতে লাগান,—যাহাতে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য আমি উত্তমরূপে বুঝিয়া নিষ্পন্ন করিতে পারি, যাহাতে জ্ঞান হইয়া মুক্তস্বরূপ পরমানন্দে পরিবারবর্গকে লইয়া আনন্দরূপে থাকিতে পারি।

ওঁ আপোজ্যোতিরসোঽমৃতং ব্রহ্ম।

ওঁ আপোজ্যোতিঃ ওঁকার যে ব্রহ্ম, আপঃ জল; ওঁ আপঃ স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ অমৃতরূপ ব্রহ্মই অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। নিরাকার, সাকার, অখণ্ডাকার,—সেই অখণ্ডাকার, নিরাকার, সাকার, পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ব্বক গৃহস্থগণের উপাসনা করা উচিত; তাহা হইলে সকল মঙ্গল সাধন হয়। নিরাকার পরমাত্মা অন্তর্যামী দৃষ্ট হন না, মনবাণীর অতীত ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও তিনিই নিরাকার হইতে সাকার জগৎ-বিরাটস্বরূপ প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃস্বরূপে বিরাজমান আছেন। এই জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ পরমাত্মাকে প্রাতে, সায়ং-কালে ভক্তিপূর্ব্বক প্রত্যেক নর নারীই প্রণাম, নমস্কার করিবে ও আপনার, পরমাত্মার এবং ওঁকার মন্ত্রের রূপ ধারণা করিবে তখন সূর্য্যনারায়ণ তেজোময়কে ঐ তিন রূপ একই জানিয়া ধারণ করিবে।

ব্রহ্মগায়ত্রী চারি বেদের মূল। ব্রহ্মগায়ত্রীর মূল এক অক্ষর

ওঁকারপ্রণব, এক অক্ষর ওঁকার প্রণবের মূল পূর্ণপরব্রহ্মজ্যোতিঃ-স্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ। সন্ধ্যা আহ্নিকেও কেবল ওঁকার মন্ত্রই আছে, ওঁ মন্য আপধনন্য ইত্যাদি। গৃহস্থগণের অধিক মন্ত্রের আড়ম্বর ও সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই, কেবলমাত্র সহজেই কার্য্য হইলেই হইল।

গৃহস্থগণ যদ্যপি সন্ধ্যা আহ্নিক নাও করে, কেবলমাত্র ব্রহ্ম-গায়ত্রী জপ করে, তাহা হইলে সন্ধ্যা আহ্নিকের ফল প্রাপ্ত হইবে এবং যদ্যপি সন্ধ্যা, আহ্নিক ও ব্রহ্মগায়ত্রী নাও জপ করে কেবল এক অক্ষর ওঁকার মন্ত্র জপ ও পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্য-নারায়ণকে ভক্তিপূর্ব্বক ধারণা করে, তাহা হইলে সন্ধ্যা আহ্নিক ও ব্রহ্মগায়ত্রীর ফল পাইবে ও আপন ইষ্টদেবতাকে যথার্থ পূজা ও ভক্তি করা হইবেক। ইহাতে কোন সন্দেহ করিবে না। যদ্যপি ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করে, তাহা হইলে সুবিধানুসারে রোজ প্রাতে ১০৮ বার জপ করিবে, নচেৎ প্রত্যহ প্রাতে ১০ বার জপ করিবে, আর যদ্যপি ওঁকার মন্ত্র জপ কর, তাহা হইলে নিত্য ১০৮ বার জপ করিবে। যাহার ভক্তি শ্রদ্ধা আছে তাহার যতই হয় জপ করিবে, দিবসে কিম্বা রাত্রে চলিতে, বসিতে, শয়নে, সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতে জপ করিবে তাহাতে কোন শুচি, অশুচি ও বিধি নিষেধ নাই। পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু ইষ্টদেবতাকে উপাসনা ও ভক্তি করিতে কোন সময় অসময় নাই, যখন তোমাদিগের অন্তর হইতে ভক্তির উদয় হইবে সেই সময়ে ভক্তি, উপাসনা ও জপ করিবে তাহাতে কোন চিন্তা নাই আরও ভালই হইবে। যাহার ওঁকার মন্ত্র জপ করিবার ইচ্ছা হইবেক সে মুখ বন্ধ করিয়া ওঁ ওঁ জপ করিবেক এবং যাহার

পূর্ণপরব্রহ্মকে গুরুভাবে জপ করিতে ইচ্ছা হইবেক, সে এইরূপে ওঁ সৎগুরু, ওঁ সৎগুরু বলিয়া জপ করিবে।

ওঁ সৎগুরু জপ করিবার অর্থ এই যে, পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ তাঁহারই নাম ওঁকার মন্ত্র। তিনিই সত্য এবং তিনিই সকলের গুরু এই জন্য ওঁ সৎগুরু বলিয়া জপ করিতে হয় সেই পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর রূপ চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ তাঁহাকে নিরাকার, সাকার অথণ্ডাকারে ভক্তিপূর্ব্বক প্রাতেঃ ও সায়ংকালে পূর্ণরূপে প্রণাম, নমস্কার ও ওঁকার মন্ত্র জপ করিলে তোমাদের ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইবে। মনও শান্তি পাইবে। এইরূপে যে ব্যক্তি পাঠ করিয়া কার্য্য করিতে পারিবে অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণের সম্মুখে শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম ও নমস্কার করিবে ও ওঁকার মন্ত্র জপ করিবে তাহার আর কোন মন্ত্র অথবা গুরুর দ্বারা কর্ণে মন্ত্র লইতে হইবেক না, কারণ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ তোমাদিগের অন্তর হইতে প্রেরণা করিয়া জ্ঞান প্রদান করিয়া মুক্তস্বরূপ রাখিবেন ইহা সত্য! সত্য! সত্য! বলিয়া নিশ্চয় জানিও, বৃথা ইষ্টদেবতা হইতে বিমুখ হইয়া ভ্রমে পতিত হইও না।

ষট্‌চক্র ভেদ।

মনুষ্যগণ অজ্ঞানতা বশতঃ ষট্‌চক্র লইয়া বস্তু বোধ না করিয়া অনর্থক নানাপ্রকার পরম্পর কষ্ট ভোগ করিতেছে ষট্‌চক্র কাহাকে বলে সে বস্তুর প্রতি কাহারও লক্ষ নাই। যে ষট্‌চক্র

তোমাদের মধ্যে আছে সেই ষট্‌চক্রই বিরাট ব্রহ্মের মধ্যে আছে যথাঃ—

বিরাট ব্রহ্মের পৃথিবীচক্র তোমাদিগের মধ্যে অস্থি মাংস চক্র, বিরাট ব্রহ্মের জলচক্র তোমাদিগের মধ্যে রক্ত রস নাড়ী চক্র, বিরাট ব্রহ্মের অগ্নিচক্র তোমাদিগের মধ্যে অগ্নিচক্র দ্বারা ক্ষুধা লাগিতেছে আহার করিতেছ ও অন্নপরিপাক হইতেছে ও কথা কহিতেছ, বিরাট ব্রহ্মের বায়ু চক্র তোমাদিগের মধ্যে নাসিকা দ্বারে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে, বিরাট ব্রহ্মের আকাশ চক্র তোমাদিগের অন্তরে আকাশ চক্র দ্বারা কর্ণদ্বারে শ্রবণ করিতেছ, বিরাট ব্রহ্মের চন্দ্রমা জ্যোতিঃ চক্র যাহা দেখিতেছ তোমাদিগের ভিতরে ঐ চন্দ্রমা জ্যোতিঃচক্রদ্বারা তোমরা মনরূপে বোধাবোধ করিতেছ যে এটা আমার এটা উহার ও মনে মনে নানা প্রকার সঙ্কল্প ও বিকল্প উদয় হইতেছে এই মন চন্দ্রমা জ্যোতিঃ পর্য্যন্ত ষট্‌চক্র জানিবে। এবং বিন্দু সূর্য্যনারায়ণ মস্তকের জ্যোতিঃ (জ্ঞান) প্রকাশ হইলে অর্থাৎ সহস্রদলে পৌছিলে মুক্তস্বরূপ হয় তখন ষট্‌চক্র ভেদ হইয়া যায় অর্থাৎ অজ্ঞানতা থাকে না। পঞ্চতত্ত্ব চন্দ্রমা জ্যোতিঃ লইয়া যাঁহাকে অজ্ঞান বশতঃ ঈশ্বর হইতে পৃথক্ ষট্‌চক্র বলিয়া বোধ হইতেছে জ্ঞান হইলে তাহা (পঞ্চতত্ত্বচন্দ্রমা জ্যোতিঃ) ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ষট্‌চক্র বোধ হয় না, কেবল একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান পূর্ণপরব্রহ্মই প্রত্যক্ষ রূপে ভাসমান হয়েন; এই প্রকার বোধ হওয়াকে ষট্‌চক্র ভেদ জানিবেক। মূলাধার চক্র চারিদল বিশিষ্ট, ইহা চারি অন্তকরণ যথাঃ—মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার। স্বাধিষ্ঠান চক্র ছয় দল বিশিষ্ট, ছয় রিপু যথাঃ—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ,

মাৎসর্য্য। মণিপুর চক্র দশ দল বিশিষ্ট, দশ ইন্দ্রিয়ের দশ গুণ। অনাহদ চক্র বার দল বিশিষ্ট, দশ ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি। বিশুদ্ধাক্ষ চক্র ষোল দল বিশিষ্ট দশ ইন্দ্রিয় চারি অন্তঃকরণ বিদ্যা, অবিদ্যা আজ্ঞাচক্র দ্বিদল, প্রকৃতি পুরুষ বিরাট ব্রহ্ম। সহস্রদল পরমাত্মার অসীম অনন্ত অখণ্ড মহাশক্তি ও পূর্ণ ভাবকে জানিবেক।

মন্ত্রজপের প্রকরণ।

জপ করিবার পূর্ব্বে মুখবন্ধ করিয়া নাসিকার দ্বারা ওঁ শব্দ মনে মনে উচ্চারণ করিতে করিতে শ্বাস টানিয়া লইতে হয়। তাহার পর "ওঁ" বা "ওঁ সৎগুরু" এই মন্ত্র ঐ শ্বাসের প্রশ্বাস দ্বারা মুখ বুঝিয়া জপ করিতে হয়। এইরূপ এক বা অধিকবার জপ করিলে যেমন শ্বাস ফুরাইয়া যায় অমনিই পুনরায় আবার কথিত মত শ্বাস টানিয়া লইতে হয় ও পুনরায় মন্ত্র জপ পূর্ব্বের ন্যায় করিতে হয়। এই প্রকার যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ করিতে পার এবং যে অবস্থাতে বা যে স্থানেই হউক না কেন ইচ্ছা হইলে জপ করিবে। ইহার জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আসন বা স্থান; ভেদ বা শুচি অশুচি কিছুই নাই। মনে কর, এক ব্যক্তি মৃত্যু শয্যায় মলাদির মধ্যে অর্থাৎ অশুচি পদার্থাদির মধ্যে শয়ান রহিয়াছে। তখন সেই আসন্ন মৃত্যু সময়ে সে যে অবস্থায় আছে, তাহা শুচি বা অশুচি হউক, সেই অবস্থায় প্রেম ও ভক্তির বশীভূত হইয়া যদি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ওঁকার মন্ত্র জপ করিতে ইচ্ছা করে এবং অশুচি বা শয্যায় শয়ান বলিয়া তাহার উক্তরূপ জপ করা নিষিদ্ধ হয় এবং যদি তজ্জন্যে তাহার

মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির প্রাণ আনন্দ জ্ঞানস্বরূপে গেল না, তাহাকে নিরানন্দে মরিতে হইবে এবং ইহা কখনই পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ যিনি পরম ন্যায়বান, দয়ালু এবং আনন্দময় তাঁহার অনুমোদিত হইতে পারে না। কারণ অশুচি-রই শুচি হইবার প্রয়োজন, অশুচি অবস্থায় শ্রেষ্ঠ কার্য্য এবং ভগবানের নাম লইলে শুচি হয়, নচেৎ অশুচি অবস্থায় মনকে আরও অসৎ কার্য্যে নিয়োগ করা উচিত নহে। যেমন ময়লা কাপড় পরিষ্কার করা উচিত, ইহাকে ধৌত না করিয়া আরও ইহাতে ময়লা লাগান উচিত নহে। অতএব উপবেশন সময়ে বেড়াইতে বেড়াইতে খাইতে খাইতে, যে সময়ে বা যে অব-স্থাতেই হউক হৃদয়ে ভক্তি বা প্রেমের উদ্রেক হইলেই পূর্ব্ব কথিত রূপে মনে মনে জপ করা বিধি। এই বিষয়ে এইরূপ সদুপদেশ সকলে আপন আপন পরিবারবর্গকে দিবে।"

এইরূপ জপ করিতে করিতে যখন তোমার স্বরূপ জ্ঞান হইবে তখন ওঁকার ও ব্রহ্মগায়ত্রী জপের আর প্রয়োজন থাকিবে না; কারণ যখন জলপানের পর পিপাসা নিবৃত্তি হয় তখন আর জল পান করিতে প্রবৃত্তি থাকে না এবং করিবার প্রয়ো-জনও থাকে না সেইরূপ পূর্ণরূপে স্বরূপ জ্ঞান হইলে জপ করি-বার আর প্রয়োজন থাকিবে না এবং স্বরূপ জ্ঞান পূর্ণ হইল কি না তাহা জপ করিবার ইচ্ছা শেষ হইলে (অর্থাৎ পিপাসা নিবৃত্তি হইলেই) স্বয়ং জানিতে পারিবে।

যদ্যপি কোন স্বরূপ বোধ বিহীন শাস্ত্রজ্ঞ অজ্ঞান ব্যক্তি বলে, পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর গুরুর উপাসনা ও ভক্তি কিরূপে করিব, তিনিত সমস্ততেই সম্যকভাবে পরিপূর্ণ আছেন। এই

প্রশ্নের উত্তর এই যে, মাতা পিতা হইতে পুত্র কন্যা উৎপন্ন হয়; কিন্তু মাতা পিতা কারণ স্বরূপ এবং স্বরূপ পক্ষে পুত্র কন্যা মাতা পিতারই স্বরূপ ; কিন্তু স্বরূপে এক হইলেও সুপাত্র পুত্র কন্যার পিতা মাতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করা এবং তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করা উচিত। সেইরূপ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট-চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জগৎ মাতা পিতা এবং তোমরা পুত্রকন্যা স্বরূপে এক হইলেও তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি ও নমস্কার করা ও তাঁহার আজ্ঞাপালন করা উচিত।

যতক্ষণ মনুষ্য নদী পার না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নৌকার প্রয়োজন আছে ; নদী পার হইলে পর আর নৌকার প্রয়োজন হয় না। এখানে নদীরূপী অজ্ঞানরূপ মায়া পার হইতে জ্ঞান-রূপ নৌকা ও পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুরূপী মাঝিকে প্রয়োজন আছে। অজ্ঞানতা দূর হইলে আর কিছুই প্রয়োজন থাকে না। যেমন পিপাসা হইলে জলের প্রয়োজন এবং পিপাসা নিবৃত্তি হইলে কিম্বা যাহার পিপাসা নাই তাহার জলের প্রয়োজন নাই।

প্রাণায়াম।

প্রাণায়াম সম্বন্ধে পুরাণেতে লিখিত আছে যে, প্রাণায়াম করিবার সময় এইরূপ নানা প্রকার আসন করিতে হয় যথা ;—পদ্মাসন, ব্রহ্মাসন, সিদ্ধাসন, স্থিরাসন, গরুড়াসন ও কাগাসন ইত্যাদি। এই প্রকার ৮৪ আসন কল্পনা করা হইয়াছে। প্রাণায়াম করিবার সময় রেচক, পূরক ও কুম্ভক করিতে হয়।

তুমি যে নাসিকা দ্বারা প্রাণবায়ুকে বাহির হইতে অন্তরেতে টানিয়া লইবে তাহার নাম পূরক ও সেই বায়ুকে তুমি যতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার মস্তকের মধ্যে থামাইয়া রাখিতে পারিবে সেই অবস্থাকে কুম্ভক বলে ও সেই বায়ুকে নাসিকা দ্বারে তুমি বাহির মুখে যখন ত্যাগ করিবে তাহাকে রেচক বলে।

রেচক ও পূরক করিবার সময় ওঁকার মন্ত্র জপ করিতে হয়। যখন রেচক করা হয় তখন ওঁকার মন্ত্র চারিবার জপ করিতে করিতে বায়ুত্যাগ করিতে হয় ও যখন পূরক করা হয় তখন ৮ বার মন্ত্র জপিতে জপিতে বায়ুকে বাহির হইতে অন্তরেতে গ্রহণ করিতে হয় ও যখন কুম্ভক করিতে হয় তখন ঐ মন্ত্র ১৬ বার জপ করিতে হয় ও যখন রেচকেতে ১৬ বার মন্ত্র জপ করিতে হয় তখন পূরকেতে ৩২ বার ও কুম্ভকেতে ৬৪ বার মন্ত্র জপ করিতে হয়। রেচকের দ্বিগুণ পূরক ও পূরকের দ্বিগুণ কুম্ভক; কিন্তু কুম্ভকের সময় জপ হয় না ভাবের উপর থাকে। এই রেচক পূরক ও কুম্ভক যাহার ইচ্ছা হয় করুক ভালই। কিন্তু প্রকৃত রেচক, পূরক ও কুম্ভক জ্ঞানপক্ষে কাহাকে বলে তাহার অর্থ এই যে, তুমি ও তোমার মনের বৃত্তি বাহির মুখে বিস্তীর্ণ ও চঞ্চল হইয়া আছে—সেই অবস্থাকে রেচক জানিবে। যখন তুমি আপনার মনকে বাহির হইতে সঙ্কোচ করিয়া অন্তরে অন্তর্যামীতে অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুতে সংযুক্ত করিবে সেই অবস্থার নাম পূরক জানিবে ও যখন তুমি ও পরমাত্মা অভেদ মুক্তস্বরূপ হইবে সেই অবস্থাকে কুম্ভক জানিবে অর্থাৎ অজ্ঞান অবস্থার নাম রেচক ও জ্ঞান অবস্থার নাম পূরক; বিজ্ঞান অবস্থা অর্থাৎ স্বরূপ অবস্থাকে কুম্ভক জানিবে স্বপ্নাবস্থা রেচক; জাগ্রত অবস্থা পূরক

ও সুষুপ্তি অবস্থাকে কুম্ভক জানিবে। যেখানে তুমি ও তোমার মন ও মনের বৃত্তি কারণে যাইয়া স্থিত হও ও হয় সেই অবস্থাকে কুম্ভক জানিবে অর্থাৎ কারণ পরব্রহ্ম আপন ইচ্ছানুসারে নিরাকার হইতে সাকার বিরাটস্বরূপ বহুরূপ বিস্তার হন,—এই অবস্থাকে রেচক জানিবে ও যখন পরমাত্মা এই জগৎ সংসারকে সঙ্কোচ করিয়া আপনার কারণে লয় করিতে প্রবৃত্ত হন সেই অবস্থাকে পূরক জানিবে ও যখন স্বয়ং কারণরূপে কারণেই থাকেন সেই অবস্থাকে কুম্ভক জানিবে।

আসন প্রকরণ।

আসন কাহাকে বলে? পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাগুরু তিনি জীবের মূল আসন। প্রকৃত পক্ষে ইহা ভিন্ন আর অন্য আসন নাই। যাঁহার উপরে মনের স্থিরতা হয় তাঁহারই নাম আসন। কারণ আমি যদ্যপি চুরাশি আসন করিয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকি এবং আমার মন অন্তর হইতে বাহির মুখে বিষয়-ভোগে আসক্ত ও চঞ্চল হইয়া ভ্রমণ করে তাহা হইলে আমার আসন কোথায় রহিল? বাহিরে দেখিতে আমি একজন মহাত্মা সিদ্ধাসনে বসিয়া আছি, কিন্তু অন্তরে আমার মন যে কতদূর চঞ্চল হইয়া আছে তাহা কেহ বুঝিতে পারিতেছে না। যদি আমি কোন আসন না করি ও চক্ষু না বুজি, বাহিরে কোন আড়ম্বর না করিয়াই আমার অন্তরে অন্তর্যামীতে অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে প্রেমভক্তিরূপ আসনে আনন্দে উপবিষ্ট হই তাহা হইলে সেই আসনই সত্য আসন হইল এবং

যিনি জ্ঞানবান তিনি সেই আসনকেই প্রকৃত আসন জ্ঞান করেন। চুরাশি আসনের প্রকৃত অর্থ এই যে, জীব মাত্রেই তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির অনুসারে যে আসনে বসিয়া সুখী হয় অর্থাৎ তাহাদিগের অঙ্গাদির গঠনানুসারে যেরূপে সুখে বসিতে পারে সেইরূপই সেই জীবের পক্ষে যথার্থ আসন। মনুষ্য মাত্রেই যাহার যেরূপে বসিলে সুখে অর্থাৎ যাহাতে কষ্ট না হয়, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য স্বচ্ছন্দে নিষ্পন্ন করিতে পারে সেইরূপ বসিয়া কার্য্য করিবে ইহাই ঈশ্বরের বিধি। সেইরূপ পশুগণ সম্বন্ধেও তাঁহারা যেরূপে বসিলে তাহাদিগের কষ্ট না হয় সেই আসনই তাঁহাদিগের বিধি। পৌরাণিক চুরাশি আসন কেবল মাত্র মনুষ্যের জন্য নহে। পশু, পক্ষী, খেচর, ভূচর উদ্ভিদাদি সমস্ত জীবের জন্যই নির্দ্দিষ্ট এবং সেই জন্যই আসনের এত আধিক্য। নানা কল্পিত আসনাদির বাস্তবিক মনুষ্যের কোন প্রয়োজন নাই। যদি প্রত্যেক নরনারী পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাগুরুতে নিষ্ঠা ও ভক্তি রাখিয়া প্রাতে ও সায়ংকালে শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা, মাতা, পিতা, গুরুর সম্মুখে নমস্কার ও প্রণাম ও ধারণা করে ও পূর্ব্বোল্লিখিত মত ওঁকার মন্ত্র জপ করে তাহা হইলে তাহাদিগকে প্রাণায়াম ও আসনাদি আর কিছুই করিতে হইবে না, সহজে জ্ঞান হইয়া মুক্তস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দস্বরূপ থাকিবে, ত্রিতাপ ও পাপাদি একবারে দূর হইয়া যাইবে।

অগ্নি স্থাপনা।

কোনও কোনও সম্প্রদায়ী ব্যক্তিগণ অগ্নি স্থাপনা অগ্নির বিবাহ আদি দশবিধ সংস্কার করিয়া যজ্ঞাদি করিয়া থাকেন; অজ্ঞানতা বশতঃ তাঁহারা দশবিধ সংস্কার না করিয়া কখনই যজ্ঞাদি করেন না। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে অগ্নি গুরু দ্বিজাতিনাং অর্থাৎ অগ্নিদেব দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গুরু। অগ্নিমুখেন খাদন্তি দেবা অর্থাৎ দেবগণ (ঈশ্বর পরব্রহ্ম) অগ্নি মুখে আহার করেন। আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যখন অগ্নিদেব দ্বিজাতির অনাদি গুরু হইলেন তখন সামান্য মনুষ্য হইয়া আপন ইষ্টগুরুর স্থাপনা বিবাহ জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি দশবিধ সংস্কার দেওয়া কি প্রকারে সম্ভবে।

অগ্নিব্রহ্ম তোমাদিগকে লইয়া ভিতরে বাহিরে নিরাকার নির্গুণ সাকার সগুণ অপ্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষভাবে পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক অগ্নি, জ্ঞানাগ্নি, ভৌতিক অগ্নিরূপে অনাদিকাল হইতে পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। আধ্যাত্মিক অগ্নি নিরাকার ভাবে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন জ্ঞান অর্থাৎ স্বরূপ বোধ না হইলে তাঁহাকে জানিতে বা বুঝিতে পারা যায় না। ইনিই জ্ঞানাগ্নি রূপে প্রত্যক্ষ বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিয়া অনাদিকাল হইতে বিরাজমান আছেন এবং ইনিই চরাচর সকলকে অন্তর হইতে প্রেরণ করিয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য্য চেতনরূপে নিষ্পন্ন করিতেছেন। ইনিই ভৌতিকাগ্নিরূপে বিরাজমান আছেন ইহারই দ্বারা তোমরা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য করিতেছ। এই অগ্নিব্রহ্ম

তারাগণ চন্দ্রমা ও বিদ্যুৎরূপে আকাশে অদৃশ্যভাবে উদরে জঠরাগ্নিরূপে ও বাহিরে অনলরূপে এবং সূর্য্যনারায়ণ বিরাট ব্রহ্ম চরাচর লইয়া অন্তরে ও বাহিরে প্রত্যক্ষ পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান রূপে বিরাজমান আছেন। ইঁহাকে স্থাপনা, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি দশবিধ সংস্কার দেওয়া কি প্রকারে সম্ভবে ইনিই চরাচর স্ত্রীপুরুষ মনুষ্য মাত্রেরই গুরু। ইনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি পালন ও লয় এবং জ্ঞান প্রদান করিয়া মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে রাখিতেছেন। তোমরা তাঁহার বস্তু তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে আহুতি প্রদান করিলেই তিনি প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করিবেন, কারণ "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন" অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নিব্রহ্মকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রদান করিলে তিনি ভাবেই গ্রহণ করেন। যেরূপ মাতাপিতাকে পুত্রকন্যা শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ব্বক আহারীয় দ্রব্য থাল সাজাইয়া তাঁহাদের সম্মুখে আহারের জন্য বিনা মন্ত্রে প্রদান করিলেও মাতাপিতা প্রীতিপূর্ব্বক আহার করেন; কারণ তাহারা চেতন, সমস্ত ভাব বুঝেন যে আমাদিগকে পুত্রকন্যা আহার করিবার জন্য এই সকল দিয়াছে। সেইরূপ অন্তর্যামী পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নিব্রহ্ম মাতা পিতাকে তোমরা চরাচর পুত্রকন্যা স্ত্রীপুরুষ শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ব্বক আহুতি দ্রব্য ওঁকার মন্ত্র পাঠ করিয়া কিম্বা বিনা মন্ত্রে তাঁহাকে আহুতি প্রদান করিলেও তিনি গ্রহণ করিবেন। কারণ তিনি চেতনম সমস্তই বুঝেন যাঁহার চেতন শক্তিতে তোমরা চেতন হই বুঝিতে পারিতেছ তিনি কি বুঝিতে পারেন না? আহু দিবার সময় শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক বলিবে যে হে অন্তর্যামী! পূ পরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান জগৎ পিতা মাতা গুরু আ

আপনারই বস্ত যাহা আপনাকে ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রদান করি-তেছি তাহা আপনি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন, যখন আমরা একটী সামান্য তৃণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন করিতে পারি না তখন আমা-দের কি বস্তু আছে যে আপনাকে আমরা দিব আপনিই তো জগৎচরাচরকে নানা প্রকার দ্রব্য দিয়া পালন করিতেছেন। হে অন্তর্যামী গুরু মাতাপিতা আপনি নিজগুণে কৃপা করিয়া আপনার বস্ত আপনি গ্রহণ করিয়া আমাদিগের শান্তি বিধান করুন।

যজ্ঞাহুতি সমাপ্ত হইলে, ওঁশান্তি এই মন্ত্র তিনবার বলিয়া কিঞ্চিৎ জল অর্পণ করিয়া যজ্ঞ সমাপ্ত করিবে তৎপরে, নিরাকার সাকার অখণ্ডাকারে পূর্ণপরব্রহ্মকে মনে মনে শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে পূর্ণরূপে প্রণাম করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিবে। ইহা ব্যতীত আর অধিক আড়ম্বর এবং বহুবিধ প্রপঞ্চ করিবার কোনও আবশ্যক নাই। অগ্নিব্রহ্ম চৈতন্য জ্ঞানস্বরূপ তিনি অন্তরের ও বাহিরের সকল ডাক গ্রহণ করেন। তিনি শান্তিস্বরূপেই আছেন তোমাদিগের মনের শান্তি এবং অপরাধ ক্ষমার জন্যই শান্তির প্রার্থনা করিতে হয়।

জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের উচিৎ যে ক্ষুধাতুর জীব মাত্রকেই আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ বোধে আহার ও জল প্রদান করা ও সুখে রাখা এবং অগ্নিব্রহ্মে আহুতি প্রদান করা ইহাই শাস্ত্র বেদের মূল উদ্দেশ্য এবং ইহাই পরমাত্মার আজ্ঞা, মনুষ্য মাত্রেরই ইহা পালন করা উচিত তাহা হইলে নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে সকল দেব দেবীর পূজা ও আহার দেওয়া হয় ইহা নিশ্চয় সত্য সত্য জানিবে, যে নিমিত্ত পরমাত্মা দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিয়াছেন

সেই উদ্দেশেই বিচার পূর্ব্বক প্রয়োগ করা মনুষ্যগণের উচিত যাহাতে আপনার ও অন্যের কোনও প্রকার কষ্ট না হয়। তাহা হইলে পরমাত্মার আজ্ঞা ও ধর্ম্ম পালন করা হয় এইরূপ না করিলে পরমাত্মার আজ্ঞা পালন হয় না, অধর্ম্ম জগতের অমঙ্গল ও কষ্ট হয় ইহা নিশ্চয় নিশ্চয় জানিবে।

আহুতির মন্ত্র প্রকরণ।

স্ত্রী ও পুরুষ প্রভৃতি যাহারা অগ্নিতে আহুতি দিবে তাহারা নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিয়া আহুতি প্রদান করিবে।

"ওঁ বরদে দেবি পরমজ্যোতিঃ ব্রহ্মণে স্বাহা"।

"ওঁ চরাচর ব্রহ্মণে স্বাহা"।

"ওঁ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপায় স্বাহা।"

এই তিন মন্ত্র তিনবার কিম্বা পাঁচবার উচ্চারণ করিয়া আহুতি দিবে। ইচ্ছা হইলে যত অধিক ততবার আহুতি দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু তিন বারের ন্যূন দেওয়া বিধি নহে আহুতি দিবার দ্রব্য গাওয়া ঘৃত (অভাবে) মহিষের ঘৃত ও মিষ্টান্ন গুড়, চিনি, প্রভৃতি ও চন্দনাদি সুগন্ধ ও মেওয়া কিশমিশাদি এই সমস্ত দিবে। যদি ইহার মধ্যে কোন দ্রব্যের অভাব হয় তাহা হইলে যাহা পাওয়া যাইবে তাহাই যথাশক্তি দিবে। ইহার মধ্যে কোন দ্রব্য না মিলিলে কেবল ঘৃত ও মিষ্ট হইলেই হইবে। ভক্তিপূর্ব্বক যাহা তোমাদের জুটিয়া যায় তাহাই ভগবানের নামে প্রদান করিবে। তিনি তাহাই প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন।

কাষ্ঠ সম্বন্ধে আম্র ও বেল মিলিলে ভালই হয়, নতুবা যে দেশে যে কাষ্ঠ পাওয়া যায় তাহাতে দিবে, অভাবে ঘুঁটেতে আহুতি দিবে। ঈশ্বর ভাবগ্রাহী, যে ব্যক্তি প্রীতি ও ভক্তিপূর্ব্বক যাহাই প্রদান করে তিনি তাহাই প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করেন।

কুণ্ডেতে হউক কিম্বা মাটি, পিতল অথবা তাম্রের ধুনাচিতে প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় আহুতি দিবে। স্থান ও দ্রব্যাদি পরিষ্কার করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিবে এবং ভক্তগণের যে সময় সুবিধা হইবে সেই সময়ে আহুতি দিবে তাহাতে কোন চিন্তা নাই।

প্রার্থনা।

প্রাতে বা সায়াহ্নে অথবা অবসর মত মনুষ্য মাত্রেই জগৎ মাতা পিতা বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে ঘরের ভিতরে কিম্বা বাহিরে যে স্থানেই হইক শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ব্বক বিনীত ভাবে কর-যোড়ে নিম্নলিখিত প্রকারে প্রার্থনা করিবে।

হে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মাতা পিতা গুরু আত্মা আপনিই নিরাকার নির্গুণ, আপনিই সাকার সগুণ ত্রিগুণাত্মা জগৎ চরাচর লইয়া প্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন, আপনি অদ্বৈত আপনিই দ্বৈতরূপে ভাসিতেছেন আপনিই কারণ সূক্ষ্ম, স্থূল জগৎ বিরাট মঙ্গলময় মঙ্গলস্বরূপ জ্যোতিঃরূপে প্রকাশ মান আছেন আপনাকে পূর্ণরূপে বারংবার প্রণাম করি। হে অন্তর্যামী পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আপনি জগতের মাতা পিতা গুরু আত্মা, আপনি অমৃত স্বরূপ শান্তিময়, আমরা

বিষয় ভোগে আশক্ত হইয়া আপনাকে ভুলিয়া থাকি, আপনি যে কে তাহা আমরা চিনিতে বা জানিতে পারি না কারণ আমরা নিজে যে কে, আমাদিগের স্বরূপ কি তাহাই আমরা জানি না, তখন আপনাকে কি প্রকারে জানিব বা চিনিব। যদিও আমরা আপনাকে ভুলিয়া থাকি তথাপি হে অন্তর্যামী! আপনি নিজগুণে আমাদিগকে ভুলিবেন না, আপনি নিজগুণে আমাদিগের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিয়া শান্তি বিধান্ করুন, আপনাকে আমরা পূর্ণরূপে বারম্বার প্রণাম করি।

হে অন্তর্যামী! জ্যোতিঃস্বরূপ আমরা যোগ তপস্যা উপাসনা ধ্যান, ধারণা, ভক্তি ও শ্রদ্ধা কিছুই জানি না, যাহাতে আপনাকে জানিতে বা চিনিতে পারি, আপনিই আমাদিগের যোগ তপস্যা, উপাসনা ধ্যান ধারণা ভক্তি ও শ্রদ্ধা আমাদিগের কি ক্ষমতা আছে যে আমরা পুরুষত্বের দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হইতে বা চিনিতে পারি।

হে অন্তর্যামী! আমরা ত চাহিতেছি যে ক্ষুধা পিপাসা না হউক, স্থূল শরীর বা মনে কোনও প্রকার দুঃখ কষ্ট না হয়, দিবা কি রাত্র না হয় আমাদিগের নিদ্রা অজ্ঞানতা না আইসে বর্ষা শীত গ্রীষ্ম না হয়; কিন্তু হে অন্তর্যামী! জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মা আমাদিগের ইচ্ছায় কিছুই হইতেছে না, আপনার ইচ্ছায় যে সময় যাহা হইবার সেই সময় তাহা হইতেছে। যদি আমাদিগের এবিষয়ে কোনও ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই ইহার প্রতিকার করিতে পারিতাম। হে অন্তর্যামী! পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মা যদি আমা-

দিগের দ্বারা পূর্ব্বে, বর্ত্তমান কালে অথবা ভবিষ্যতে জ্ঞান বা অজ্ঞানবশতঃ কোনও অপরাধ করিয়া থাকি বা করি, তাহা হইলে আপনি নিজগুণে আমাদিগের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিয়া শান্তি বিধান করুন, হে অন্তর্যামী! আপনি মঙ্গলময় মঙ্গল করুন আপনাকে পূর্ণরূপে বারংবার প্রণাম করি।

হে অন্তর্যামী! আমরা আপনার শরণাগত হইলাম, আপনি নিজগুণে, যেমন পুত্র কন্যা মাতা পিতার নিকট অপরাধ করিলেও মাতা পিতা নিজগুণে তাহাদিগের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া পুত্রং কন্যার মঙ্গল চেষ্টা করেন সেই প্রকার আপনি জগতের মাতা পিতা আপনি নিজগুণে চরাচর আমাদিগের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া শান্তি বিধান করুন এবং যাহাতে চরাচর আনন্দরূপে কাল যাপন করিতে পারে তাহার উপায় করিয়া দেন।

হে অন্তর্যামী! জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আপনি ছাড়া এ আকাশে আর দ্বিতীয় কে আছে যে চরাচর আমাদিগের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। আপনি কৃপা করিয়া শান্ত হউন ও আমাদিগের শান্তি বিধান করুন। আপনি ত অনাদি শান্তিস্বরূপ আছেন। আমাদিগের অজ্ঞানতা দূর করতঃ মন পবিত্র করিয়া শান্তি বিধান করুন; যাহাতে আমরা মুক্তস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারি। আপনাকে আমরা বারম্বার পূর্ণরূপে প্রণাম করি।

ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি।

বেদের সার বেদান্তে সৃষ্টি প্রকরণ।

পরব্রহ্মের আশ্রিত মায়া হইতে শব্দ সহিত আকাশের উৎপত্তি হয়। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। যেরূপ দুগ্ধ হইতে দধি হয়। এই পাঁচ তত্ত্বের রূপ ও গুণ যথা:—আকাশের পাঁচ তত্ত্বের রূপ ও গুণ:—কাম, ক্রোধ, শোক, মোহ, ভয়। বায়ুর পাঁচ তত্ত্বের রূপ ও গুণ; চলন, বল, দৌড়ন, প্রসারণ আকুঞ্চন। অগ্নির পাঁচ তত্ত্বের রূপ ও গুণ; ক্ষুধা, পিপাসা, আলস্য নিদ্রা ক্লান্তি। জলের পাঁচ তত্ত্বের রূপ ও গুণ; শুক্র, শোণিত, লাল, মূত্র, স্বেদ (ঘাম)। পৃথিবীর পাঁচ তত্ত্বের রূপ ও গুণ; অস্থি, মাংস, ত্বক, নাড়ী, লোম। এই পঁচিশ তত্ত্বের সমষ্টিতে চরাচর স্ত্রী পুরুষের স্থূল শরীর গঠিত হয়। এই স্থূল শরীরের মধ্যে সূক্ষ্ম শরীর সপ্তদশ (সতের) তত্ত্ব হয়। যথা;—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি; এই সতের তত্ত্বে সূক্ষ্ম শরীর হইয়াছে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা;—শ্রবন, স্পর্শ, দর্শন, আস্বাদন, ঘ্রাণ। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় যথা;—বাক্, হস্ত, পদ, লিঙ্গ, গুহ্য। পঞ্চ প্রাণ যথা;—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান।

এই শরীরের মধ্যে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকলের নাম—যথা;—শ্রবণের দেবতা দিক্‌পাল, দশদিক, ব্যাপিয়া স্থিত আকাশরূপ ব্রহ্ম, শব্দ তাঁহার বিষয়। ত্বকের দেবতা বায়ু, স্পর্শ তাঁহার বিষয়। চক্ষুর দেবতা সূর্য্যনারায়ণ, রূপ তাঁহার বিষয়। জিহ্বার দেবতা বরুণ অর্থাৎ তেজঃ সূর্য্যনারায়ণ, রস তাঁহার

বিষয়। ঘ্রাণের দেবতা অশ্বিনী কুমার অর্থাৎ জীবাত্মা অহঙ্কার তেজরূপ, গন্ধ তাঁহার বিষয়। বাক্যের দেবতা অগ্নি, বচন তাঁহার বিষয়। হস্তের দেবতা ইন্দ্র অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ, তাঁহার বিষয় গ্রহণ ও প্রদান। পদের দেবতা বামন অর্থাৎ বায়ু, গমনাগমন তাঁহার বিষয়। উপস্থের অর্থাৎ লিঙ্গের দেবতা—প্রজাপতি ব্রহ্মা অর্থাৎ তেজঃ জ্যোতিঃ রতি যোগ তাঁহার বিষয়। গুহ্যের দেবতা যমরাজা অর্থাৎ জঠরাগ্নি জ্যোতিঃ, পরিপাক ও মলত্যাগ তাঁহার বিষয়। মনের দেবতা জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা, সঙ্কল্প ও বিকল্প তাঁহার বিষয়। বুদ্ধির দেবতা ব্রহ্মা অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ, সত্যকে নিশ্চয় করা তাঁহার বিষয়। চিত্তের দেবতা বাসুদেব অর্থাৎ বিরাট বিষ্ণু ভগবান, সত্যে নিষ্ঠা ইহার বিষয়। অহঙ্কারের দেবতা রুদ্র অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ, অভিমান অর্থাৎ অহং অস্মিরূপ তাঁহার বিষয়।

উপরের লিখিত যে সকল স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা দেবতাদিগের পৃথক পৃথক নাম কল্পিত হইয়াছে তৎসমুদায় ভিন্ন ভিন্ন পৃথক দেব দেবীর নাম নহে। উক্ত নাম সকল একই পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ভগবান সূর্য্যনারায়ণেরই ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি গুণ ক্রিয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কল্পিত নাম মাত্র।

তোমাদিগের এই স্থূল দেহ অন্নময় কোষ। কোষ অর্থে আধার (খাপ) যথা—"অসিকোষ" তলবারের খাপ—এবং "তুমি" যাহাকে বল তাহা জ্যোতিঃ—সেই জ্যোতিঃ তলবারের স্বরূপ এবং এই স্থূল দেহ যাহাতে ঐ "তুমি" জ্যোতিঃ রূপে আবরিত

রহিয়াছ তাহা ঐ জ্যোতির কোষ বা আধার বা খাপ। অর্থাৎ তলবার যেমন কোষ বা খাপে রক্ষিত হয়, সেইরূপ যে পদার্থকে "তুমি" বল তাহা এই স্থূল শরীররূপ কোষ বা খাপে রক্ষিত হইতেছে।

স্থূল শরীরের দ্বারা রক্ষিত যে জ্যোতিকে "তুমি" বল উহার আর একটি নাম সূক্ষ্ম শরীর। এই সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যে আবার তিনটি কোষ আছে,—প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ ; বিজ্ঞানময় কোষ। পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এই দশটির সমষ্টির নাম প্রাণময় কোষ। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এই ছয়টীর সমষ্টির নাম মনোময় কোষ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধি এই ছয়টির সমষ্টির নাম বিজ্ঞানময় কোষ। প্রাণময় কোষের কার্য্য এই স্থূল শরীরকে সচেতন রাখা। যতক্ষণ এই স্থূল শরীরে প্রাণময় কোষ থাকে ততক্ষণ এই দেহ অর্থাৎ স্থূল শরীর সচেতন অর্থাৎ জীবিত থাকে।

মনোময় কোষের কার্য্য আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক সমস্ত ক্রিয়া। যতক্ষণ মনোময় কোষ এই স্থূল শরীরের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে ততক্ষণ তুমি আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক সমস্ত ক্রিয়া করিতে সক্ষম হও। মনোময় কোষ নষ্ট হইলে এই দেহ সচেতন থাকে বটে কিন্তু সে দেহ কোন প্রকার ক্রিয়া করিতে পারে না। যেমন মানব যখন সুষুপ্তি অবস্থায় থাকে সচেতন দেহ তখনও জীবিতাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে—কেননা প্রাণময় কোষ তখনও কার্য্য করিতেছে কিন্তু সেই দেহ কোন প্রকার ক্রিয়া করিতে পারিতেছে না—কেননা তখন মনোময় কোষ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

বিজ্ঞানময় কোষের কার্য্য—বিচার ও সত্য নিষ্ঠা। সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যে কারণ-শরীর। ঐ কারণ শরীরের আট্‌টী কারণ অবস্থা, যথা:—

১। অজ্ঞান তমোগুণাবস্থা। ২। সুষুপ্তি গাঢ় নিদ্রাবস্থা। ৩। হৃদয়স্থান স্বপ্নাবস্থা। ৪। পঞ্চভূত বাচা দৃষ্টি করার ও কথা কহার অবস্থা অর্থাৎ জাগ্রতাবস্থা। ৫। আনন্দভোগ পূর্ব্বের চারি অবস্থার বোধে আনন্দিতাবস্থা। ৬। মিথ্যা শক্তি বস্তু সম্বন্ধে বোধাবস্থা অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ কিঞ্চিৎ সংশয়াবস্থা। ৭। মকারমাত্র আমি আছি বোধাবস্থা অর্থাৎ বিজ্ঞানাবস্থা। ৮। প্রজ্ঞা আমি কি বস্তু তাহার বোধাবস্থা অর্থাৎ আমি ও ঈশ্বর অভিন্ন এই বোধাবস্থা।

এই কারণ শরীরে এই আট্‌টি অবস্থা থাকাতে এবং শেষ অবস্থাতে অর্থাৎ অষ্টমাবস্থাতে জীব ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন বোধ হওয়াতে পরমানন্দ হওয়ায় এই কারণ-শরীরকে আনন্দময় কোষ বলে।

পরব্রহ্মের আশ্রিত মায়াতে শব্দ সহিত আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা শাস্ত্রে লেখা আছে এই জন্য শাস্ত্রজ্ঞ অথচ অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তি মনে করে যে পরব্রহ্মের আশ্রিত যে মায়া তাহা পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। পর-ব্রহ্মের যে শক্তি, যাহার যে সৃষ্টি পালন ও লয় ঘটে সেই শক্তিকেই মায়া বা প্রকৃতি বলে; কিন্তু পরব্রহ্ম এবং তাঁহার শক্তিরূপ মায়া তাঁহা হইতে পৃথক্ নহেন, পরব্রহ্মেরই স্বরূপ অর্থাৎ উক্ত শক্তি পরব্রহ্মই স্বরূপ। যেরূপ তোমার আশ্রিত তোমার শক্তি, তেজঃ বল, বুদ্ধি, জ্ঞান ইত্যাদি তোমা হইতে পৃথক্ নহে, তোমারই

স্বরূপ অর্থাৎ তুমি যখন বর্ত্তমান আছ তখন তোমার সর্ব্বশক্তি তোমার সঙ্গে বর্ত্তমান আছে। যখন তুমি সুষুপ্তি অবস্থায় যাইবে তখন তোমার শক্তি সমূহ তোমার সঙ্গে লয় পাইবে। পুনরায় যখন তুমি জাগ্রত হইবে তখন তোমার শক্তি তোমার সঙ্গে প্রকাশ হইয়া পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য করিবে, সেইরূপ শুদ্ধ-চৈতন্য-পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ নিরাকার হইতে সাকার হইয়া বহুরূপে শক্তি বিস্তার করেন এবং পুনরায় সেই শক্তি সঙ্কোচ করিয়া জগৎকে লয় করিয়া স্বয়ং কারণস্বরূপে স্থিত হন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পুনর্জন্ম ও কর্ম্মফল।

মনুষ্যগণ অজ্ঞানতা বশতঃ কর্ম্মফলাফল জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি সামাজিক স্বার্থ লইয়া কত অশান্তি পাইতেছেন তাহার সীমা নাই। কেহ বলেন যে কর্ম্মের দ্বারা জন্মমৃত্যু ফলাফল ভোগ হইতেছে। কেহ বলেন যেমন পরমাত্মা অনাদি সেই প্রকার সৃষ্টি ও কর্ম্ম অনাদি। কেহ বলেন সৃষ্টির পূর্ব্বে কর্ম্ম কোথায় ছিল, সৃষ্টি অনাদি হইতে পারে না অতএব কর্ম্মের দ্বারায় জন্ম মৃত্যু ফলাফল হইতে পারে না।

কর্ম্ম ফলাফল জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি লইয়া কষ্ট ভোগ করা জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের উচিত নহে। জ্ঞান অর্থাৎ স্বরূপ বোধ না হইলে এই উভয় বিষয় বুঝা যায় না, স্বরূপ বোধ হইলে

সহজেই বুঝা যায়, তখন কাহারও সহিত কাহারও বিরোধ বা দ্বেষ হিংসা থাকে না।

জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের বুঝা উচিত।যে কর্ম্মফল পুনর্জন্ম মৃত্যু থাকুক আর নাই থাকুক উত্তম শ্রেষ্ঠ কার্য্য করাই শ্রেয়, যাহাতে ঐহিক ও পারমার্থিক কোন বিষয়ে কোনও প্রকার হানি না হয়। কারণ যদ্যপি কর্ম্ম ফলাফল পুনর্জন্ম থাকে তাহা হইলে উত্তম শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিলে তাহাতে পরে উত্তম ফলই হইবে। মনুষ্য মাত্রেরই উত্তম শ্রেষ্ঠ কার্য্য করা উচিত। পরে অন্ত-র্য্যামীর যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।

যাহারা কর্ম্ম ফলাফল পুনর্জন্ম মানিতে চাহে না, তাহাদিগের মনের উদ্দেশ্য এই যে যদি কর্ম্মফলাফল পুনর্জন্ম না থাকে, তাহা হইলে তাহারা সামান্য সুখের জন্য জগৎকে কষ্ট দিয়া যথেচ্ছা-চার করিলে তাহাতে তাহাদের হানি কি। কোন প্রকারে তাহাদের সুখ হইলেই হইল, তাহারা পরের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখি হইতে চাহে না, কিন্তু তাহারা জানে না যে, যখন যে কারণে প্রত্যক্ষ এই জন্ম বোধ হইতেছে তখন যে পরে সে কারণে আর হইবে না তাহার কারণ কি ?

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে বাসনা যুক্ত মনুষ্যের পুনর্জন্ম হয় এবং বাসনা রহিত হইয়া মৃত্যু হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি ইহার ভাব গ্রহণ কর, যেমন খেমটা নাচ আদি দেখিবার যাহার বাসনা ও আশক্তি আছে, সেই ব্যক্তিকে যেখানে খেমটা নাচ হইতেছে, সেখানে অবশ্যই যাইতে হইবে এবং উহাতে যাহার বাসনা ও আশক্তি নাই, তাহার সেখানে যাইবার প্রয়োজন নাই। ও সে যাইবেও

না। সেইরূপ যাহাদিগের কৈলাশ,বৈকুণ্ঠ ইন্দ্রিয়াদির পুনরায় ভোগের বাসনা আছে, তাহাদিগের পুনর্জন্ম বোধ হইবেক। এবং যাহাদিগের এসকল ভোগের ইচ্ছা নাই কেবল শুদ্ধ চেতন পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাতে প্রেম ভক্তি আছে, কর্ম্মফলাফল প্রভৃতি কোনও ভোগের ইচ্ছা না থাকে সমস্তই পরমাত্মাতে অর্পণ করে তাহাদের পুনর্জন্ম হয় না।

শাস্ত্রে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বিষয় বর্ণিত আছে। যাহারা নিষ্কাম নিস্পৃহ যাহাদিগের কর্ম্মফলাফল পুনর্জন্ম ভোগের ইচ্ছা নাই, সত্যপ্রিয় সারবস্তু পরমাত্মার অনুসন্ধায়ী তাঁহারা জ্ঞানকাণ্ড গ্রহণ করেন ও মুক্তস্বরূপ থাকেন, অর্থাৎ যাঁহারা সকল প্রকার শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম যজ্ঞাহুতি করিয়াও তাহার ফলাফল পরমাত্মাতে অর্পণ করেন, তাহারা সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও নির্লিপ্ত ও মুক্তস্বরূপ থাকেন।

কর্ম্মকাণ্ড দুই প্রকার বর্ণিত আছে, এক প্রকার যাঁহারা গৃহস্থ ধর্ম্মে থাকিয়াও সত্য বস্তু জানিবার ইচ্ছা করেন, অথচ ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে গৃহস্থ ধর্ম্মের সকল প্রকার শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম এবং যজ্ঞাহুতি করেন এবং সমস্ত কর্ম্মফলাফল ভগবানের নামে অর্পণ করেন; তাঁহারা সেই নিষ্কাম কর্ম্ম প্রভৃতি করার জন্য মন পবিত্র হইয়া জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাতে অভেদ হইয়া আনন্দরূপ থাকেন, তাঁহাদিগের পুনর্জন্ম নাই। অন্য প্রকার যাঁহারা নানা প্রকার কর্ম্ম করিয়া তাহার ফলাফল কৈলাশ বৈকুণ্ঠ স্বর্গ ইত্যাদি ভোগ করিবার ইচ্ছা করে, তাহাদিগের পুনর্জন্ম ফলাফলের সংশয় থাকে।

সকল প্রকার কর্ম্ম করিয়া ভগবানে অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্মে অর্পণ

করিলে, তাঁহাদিগকে কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হইতে হয় না, মনুষ্যমাত্রেরই ইহা করা উচিত। কিন্তু প্রথম অবস্থায় কেহই নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে পারে না, প্রথমে স্বকামে কর্ম্ম করিতে করিতে শেষে মন পবিত্র হইয়া জ্ঞান হইলেই সহজেই নিষ্কাম কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভাব হইয়া যায়।

উত্তম কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবেই কর অথবা স্বকাম ভাবেই কর না কেন, উভয় উত্তম কর্ম্মই উত্তম ফলদায়ক, ইহা সকলেরই করা উচিত। যে কর্ম্ম করিলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কর্ম্ম উত্তমরূপে ও সহজে নিষ্পন্ন হয় ও তাহার ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই কর্ম্ম বিচার পূর্ব্বক করা উচিত এবং যে কার্য্য করিলে এই উভয় কার্য্যের কোনও প্রকার ফল হয় না তাহা করা উচিত নহে। কেবল অনর্থক দিবারাত্র সময় নষ্ট ও আত্মাকে কষ্ট দিয়া কর্ম্ম করা নিষ্ফল, তাহার কর্ম্ম করাই সার হয়। যেমন ক্ষুধা পাইলে অন্নাহার করিলে সহজেই ক্ষুধা নিবারণ হয়, তাহা না করিয়া যদি প্রস্তর চিবাইতে যাও তাহা হইলে ক্ষুধা নিবারণ হয় না কেবল কষ্টই সার হয়। যদি অগ্নিদ্বারা অন্ধকার দূর না করিয়া জল ও বরফের দ্বারা অন্ধকার দূর করিতে চেষ্টা কর তাহা কখনও হইবার নহে, কেবল কষ্ট করাই সার হয়। এইরূপ সকল কর্ম্মের ভাব বুঝিয়া প্রয়োজনীয় কর্ম্ম করিবে, যাহাতে তোমরা সকল বিষয়ে সপরিবারে পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পার এবং অপরকেও কোন কষ্ট দেওয়া না হয়।

যাহার জ্ঞান হয়, তাহার কর্ম্ম ফলাফল জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি ভ্রান্তি লয় হইয়া তিনি জ্ঞান মুক্তস্বরূপে থাকেন, তাহার কারণ এই যে তিনি জ্ঞান নেত্রে এইরূপে দেখেন:—যেরূপ দশ ব্যক্তি শয়ন

করিয়া নিদ্রিত অবস্থাতে দশ প্রকার স্বপ্ন দেখিতেছে, যে কেহ রাজা, কেহ দরিদ্র, কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ, কেহ সন্ন্যাসী, কেহ গৃহস্থ, কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, ইত্যাদি, ঐ দশ ব্যক্তি সপ্নাবস্থায় নানাপ্রকার কর্ম্ম করিতেছে, কিন্তু পরস্পর কেহ কাহারও স্বপ্নের ভাব বুঝিতে পারিতেছে না, যে কে কি প্রকার কি বস্তু স্বপ্ন দেখিতেছে এবং স্বপ্নাবস্থায় তাহাদের এইরূপ মনে বোধ হইতেছে না, যে তাহারা স্বপ্ন দেখিতেছে, তখন তাহারা যাহা দেখিতেছে ও করিতেছে তাহা সত্য সত্য বলিয়া তাহাদের বোধ হইতেছে, সে সময় তাহাদের কর্ম্মফলাফল জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি সমস্তই সত্য বলিয়া তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু যিনি অন্তর্য্যামী মায়ারূপে নানাপ্রকার রচনা করিয়া সকলের অন্তরে নানাপ্রকার স্বপ্ন দেখাইতেছেন তিনি সকলের ভাব বুঝিতেছেন। পরে যখন ঐ দশ ব্যক্তি জাগ্রত হইবে তখন তাহারা স্বপ্নের সমস্ত ঘটনা মিথ্যা বলিয়া বোধ করিবে এবং দেখিবে যে, যখন স্বপ্ন মিথ্যা তখন তাহার কর্ম্মফলাফল প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা। যদি স্বপ্নের কর্ম্ম সত্য হইত তাহা হইলে স্বপ্নের কর্ম্ম ফলাফল সত্য হইত, স্বপ্নের কর্ম্ম মিথ্যা বলিয়া স্বপ্নের ফলাফল জাগ্রত অবস্থায় ভোগ করিতে হয় না। সেই-রূপ যাহারা অজ্ঞানরূপ স্বপ্নে যে কর্ম্ম করিতেছে তাহাদের কর্ম্ম ফলাফল জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি অজ্ঞান অবস্থাতেই বোধ ও ভোগ হইবে এবং ইহা তখন তাহাদিগকে সত্য সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; যখন তাঁহারা জাগরিতরূপ জ্ঞানস্বরূপ হইবেন তখন তাঁহাদিগকে আর কর্ম্ম ফলাফল জন্ম মৃত্যু ভোগ করিতে হইবে না। তখন তাঁহারা বোধ করিবেন

যে, যদি কর্ম্ম ফলাফল সত্য হইত তাহা হইলে জ্ঞান দ্বারায় কর্ম্ম ফলাফল ভস্ম হইয়া মুক্তস্বরূপ হইয়া যায় কেন? এবং যখন পরমাত্মা পূর্ণ অনাদিরূপে বিরাজমান আছেন, তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহই নাই তখন তাঁহার মধ্যে কর্ম্ম ফলাফল প্রভৃতি তিনি ভিন্ন কি বস্তু হইবেক ও কোথায়? এই প্রকারে ভাব বুঝিয়া লইবে। বিচারপূর্ব্বক দেখিতে হয় যে যখন তোমরা বা পরমাত্মা আকাশের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান আছ যাহার আদি ও অন্ত নাই তখন তোমরা জন্ম মৃত্যু কর্ম্ম ফলাফল লইয়া অনর্থক ভাবিয়া পরস্পর কষ্ট পাও কেন? যখন পরমাত্মা তোমাদিগকে লইয়া অনাদি পরিপূর্ণরূপে সত্যস্বরূপ আছেন।

পরমাত্মার জ্যোতিঃরূপে বহু বিস্তার।

কেহ কেহ মনে করেন ও বলেন যে সূর্য্যনারায়ণের ন্যায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত সূর্য্যনারায়ণ আছেন। তবে এই সূর্য্যনারায়ণকে ইষ্টদেবতা জগন্মাতা পিতা গুরু বলিয়া কেন মানিব, ইহাঁ অপেক্ষা যিনি শ্রেষ্ঠ ও বড় আছেন তাঁহাকেই মানিব। এরূপ মনে করা কতদূর অন্যায় ও মূর্খতা এবং অমঙ্গলকর তাহা বলা যায় না, কারণ প্রজারা যে রাজার রাজত্বে বাস করেন, সেই রাজার আজ্ঞা তাহাদিগকে অবশ্যই পালন করিতে হইবে এবং পালন করা উচিত। প্রজাগণের এরূপ মনে করা বা বলা উচিত নহে যে, যে রাজার রাজত্বে বাস করি তাঁহার আজ্ঞা পালন বা তাঁহাকে রাজা বলিয়া মানিব না; কারণ এ রাজার

মত অনেকেই রাজা আছেন। যদি প্রজারা এইরূপ মনে করেন তাহা হইলে ইহাও তাহাদের মনে রাখা উচিত যে, রাজা আপন প্রজার প্রতি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন এবং রাজার হস্তে প্রজার সুখ দুঃখ নিহিত আছে, কারণ রাজা স্বাধীন। সেইরূপ প্রজারূপী এই ব্রহ্মাণ্ড চরাচর, স্ত্রী, পুরুষ, মুনি, ঋষি, অবতার গণ প্রভৃতি এবং রাজারূপী বিরাট পূর্ণপরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ, ইনিই এই ব্রহ্মাণ্ডে অধিপতি গুরু মাতা পিতা আত্মা ও সর্ব্বমঙ্গলকারী, ইনি ব্যতীত এই আকাশে তোমাদিগের দ্বিতীয় রাজা কেহই নাই, ছিল নাই, হইবেক না, এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইনিই এক মাত্র তোমাদিগের সুখ দুঃখ দাতা, সৃষ্টি স্থিতি নাশ কর্ত্তা ও বিধাতা. ইহাঁকেই তান্ত্রিকগণ প্রকৃতি পুরুষ ও স্ত্রী বলেন এবং বৈষ্ণবগণ যুগলরূপ বলিয়া থাকেন। পরমাত্মা পূর্ণ সর্ব্বব্যাপী অসীম অখণ্ডাকারে থাকিয়া এক এক ব্রহ্মাণ্ডে চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপে রাজা হইয়া অনাদি কাল হইতে জগৎ সৃষ্টি স্থিতি ও লয় করিয়া থাকেন। এই অল্প জ্যোতিঃ প্রকাশ হওয়ার জন্য জগৎ চরাচর স্ত্রী পুরুষদিগের অহঙ্কার পূর্ব্বক বলা উচিত নহে যে এই বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ রাজাকে মানিব না, কারণ এইপ্রকার জ্যোতিঃ রাজা এক এক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক জন আছেন ; ইনি আমাদিগের ঈশ্বর নহেন। আমাদিগের প্রকাণ্ড এবং অত্যন্ত বড় ঈশ্বর আছেন, ইনি ছোট ইহাঁকে ঈশ্বর বলিয়া মানিব না, ইহাঁকে অপমান করিতে হইবে। এই প্রকার মনে করা অজ্ঞান অবস্থার কার্য্য।

সকলের বিচার পূর্ব্বক বুঝা উচিত যে সূর্য্যনারায়ণ জগৎ

হিতার্থে যতটুকু জ্যোতিঃরূপে প্রকাশ আছেন তাঁহার তেজ কেহই সহ্য করিতে সক্ষম নহেন, যদি তিনি আর অধিক জ্যোতিঃরূপে প্রকাশ হন তাহা হইলে সমস্ত জগৎ ধ্বংস হইয়া যাইবেক।

জ্ঞানবান ব্যক্তির এরূপ মনে করা উচিত নহে যে জল সকল স্থানে পরিপূর্ণরূপে বিস্তৃত আছেন আমি পিপাসা নিবারণের জন্য কেন এক গেলাস জল পান করিব, কিম্বা অগ্নি পূর্ণরূপে অসীম আছেন, আমি যৎকিঞ্চিৎ অগ্নি দ্বারায় আলো করিয়া কেন ঘরের অন্ধকার দূর করিয়া আমার মান্য নষ্ট করিব। যদি এরূপ মনে করিয়া অল্প অগ্নি দ্বারায় আলোক না কর কিম্বা এক গেলাস জলের দ্বারায় পিপাসা নিবারণ না কর তাহা হইলে আপন মূর্খতা হেতু কষ্ট ভোগ করিতে হইবেক। সেই-রূপ অগ্নিরূপী বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে জ্যোতিঃরূপে বিরাজমান আছেন। জ্ঞানবান ব্যক্তির এরূপ মনে করা উচিত নহে, যে আমার যৎকিঞ্চিৎ অজ্ঞানতা এই চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ দ্বারায় লয় করিব না, আমার মান্য যাইবেক ; আমি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণ অসীম অখণ্ডাকার ঈশ্বরকে বল পূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া হৃদয়ে রাখিয়া অজ্ঞানতা দূর করিব। বিচার পূর্ব্বক দেখা উচিত যে যৎকিঞ্চিৎ অগ্নিদ্বারায় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড স্ত্রী পুরুষ জ্ঞানি অজ্ঞানি রাজা বাদসা-দিগের স্থূল শরীর ভস্ম হইয়া যায় এবং এই জ্যোতিঃস্বরূপ পরমা-ত্মার অল্পজ্ঞান জ্যোতির প্রকাশ দ্বারায় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্ত্রী পুরুষ দিগের অজ্ঞানতা যাহা লয় করা তাঁহার পক্ষে কিছুই নহে বলি-লেই হয়, তখন কি তাহা ইহাঁর দ্বারায় দূর হয় না ?

হে মনুষ্যগণ! তোমরা কেন বৃথা অহঙ্কার পরবশ হইয়া জগতের অমঙ্গল ও আপনাদিগের শান্তি পাথের কণ্টক হইতেছ। এখন হইতে সমস্ত মান অপমান জয় পরাজয় সামাজিক স্বার্থ ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া বিরাট পূর্ণপরব্রহ্ম চন্দ্রমা স্র্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ মঙ্গলময়ের শরণাগত হও, যাহাতে ইনি দয়া করিয়া জগতের সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল স্থাপনা করিয়া দেন, এবং সর্ব্বদা তোমরা সকল প্রকারে পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পার। ইহা নিশ্চয় করিয়া জানিও যে এই চন্দ্রমা সূর্য্য-নারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ জগৎ মাতা পিতা ব্যতীত এই জগতের অমঙ্গল দূর ও দুঃখ মোচন কর্ত্তা দ্বিতীয় আর কেহ নাই, হইবেক না ও হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহাকে তোমরা সামান্য ক্ষুদ্র জ্যোতিঃ বলিয়া মনে করিতেছ, তিনি নিরাকার অদৃশ্য ভাবে এবং বিরাট সাকার দৃশ্য ভাবে অখণ্ডাকারে পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। ইনিই আপন ইচ্ছায় জগতের মঙ্গল বিধান ও কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নিরাকার হইতে যৎকিঞ্চিৎ সাকার জ্যোতিঃ-রূপে দৃষ্টি গোচর ও বোধ গম্য হন। ইনি যে সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন, তাহা অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের বোধা-য়ত্ব নহে। জ্ঞানী ভক্তগণই পরমাত্মার কৃপায় এই বিচিত্র লীলার বিষয় অবগত আছেন। সাধারণে যে জ্যোতিকে বহু খণ্ড খণ্ড ও অল্পাধিক্য বলিয়া অনুভব করিয়া থাকে, তাঁহা বহু বা অল্পাধিক্য নহেন। অন্তর্গত একই জ্যোতিঃ নিরাকার হইতে বর্হির্মুখে পৃথক্ পৃথক্ বহু বলিয়া বোধ হইতেছে। যেরূপ একটী প্রকাণ্ড অগ্নিজ্যোতির উপরে ছোট বড় কোটী কোটী ছিদ্র বিশিষ্ট কোন পাত্র আচ্ছাদিত করিলে ঐ ছিদ্র দিয়া কোটী

কোটী জ্যোতিঃ বর্হির্মুখে দৃষ্টি গোচর হয়, অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ ঐ জ্যোতিকে ভিন্ন ভিন্ন কোটী কোটী জ্যোতিঃ বোধ করিয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানবান ব্যক্তি জানেন যে অগ্নি জ্যোতিঃ অন্তর্গত অখণ্ডাকারে একই আছেন; কেবল পাত্রের নানা ছিদ্র উপাধি ভেদে বর্হির্মুখে ভিন্ন ভিন্ন বহু জ্যোতিঃ বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু জ্যোতিঃ বহু বা ভিন্ন ভিন্ন নহেন। সেইরূপ অগ্নিরূপী চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম নিরাকার সাকার অখণ্ডাকার অসীম সর্ব্বশক্তিমান পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন এবং নানাছিদ্র বিশিষ্ট পাত্ররূপী অবিদ্যা উপাধি ভেদে অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের চক্ষে, তারাগণ, বিদ্যুৎ, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ বর্হির্মুখে পৃথক্ পৃথক্ কোটী কোটী বলিয়া বোধ হইতেছেন। কিন্তু চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্মজ্যোতিঃ পৃথক্ পৃথক্ বা কোটী কোটী নহেন। স্বরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ অন্তরে ও বাহিরে নিরাকার সাকার অখণ্ডাকারে অসীম অনন্তরূপী চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ পরব্রহ্মকে আপনার সহিত অভেদরূপে সর্ব্বকাল দেখিতেছেন এবং তাঁহারাই জানিতেছেন যে অবিদ্যা দ্বারাই অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের চক্ষে জ্যোতিঃ বহির্মুখে পৃথক পৃথক্ বোধ হইতেছেন। আর ও জ্যোতির অদ্বৈত ভাবের বিষয় এইরূপ বুঝিতে হইবে যেমন:—

চতুর্দ্দিকে মেঘ বিশিষ্ট আকাশে একদিকে যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যুৎ চমকিত হইলে, কিম্বা দশদিকে পৃথক পৃথক্ রূপে চমকিত হইলে, অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ সেই সেই দিকে ব্রহ্মশক্তি বিদ্যুৎকে খণ্ডাকার যৎকিঞ্চিৎ এক বা দশ মনে করে। কিন্তু ভুব্রহ্মশক্তি বিদ্যুৎ জ্যোতিঃ যে নিরাকার ভাবে চতুর্দ্দিকে পূর্ণরূপে

আছেন ; তাঁহা তাহাদিগের বোধগম্য হয় না। জ্ঞানবান ব্যক্তি জানেন, যে মেঘ ও অন্তর্গত একই বিদ্যুৎ জ্যোতিঃ চতুর্দ্দিকে পূর্ণরূপে আছেন, প্রয়োজনানুসারে যে দিকে যত টুকু পরিমাণে প্রকাশ হইতেছেন ; ততটুকুই সাধারণের বোধগম্য হইতেছে। কিন্তু ব্রহ্মশক্তি বিদ্যুৎ জ্যোতিঃ সীমাবদ্ধ বা পৃথক্ পৃথক্ নহেন। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের ইচ্ছায় ইহঁা প্রকাশ হইতেছেন। যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়, যে সমস্ত আকাশময় জ্যোতিঃরূপে প্রকাশ হইবেন, তাহা হইলে তিনি জ্যোতিঃরূপে সমস্ত আকাশময় প্রকাশ হইতে পারেন। ঐরূপ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ অনাদি অনন্তরূপে অখণ্ডাকারে নিরাকার ভাবে বিরাজমান আছেন কেবল মাত্র জগতের প্রয়োজন হেতু আবশ্যক মত চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ ত্রিগুণাত্মারূপে প্রকাশ হইয়াও ত্রিগুণাতীত ভাবে সর্ব্বকালে বিরাজমান থাকেন, অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ ইহাঁর পূর্ণত্ব ভাব অবগত না হইয়া, ইহাঁকে ব্যষ্টি যৎকিঞ্চিৎ জ্যোতিঃ মনে করে। কিন্তু যে জ্ঞানি ভক্তগণকে ইনি নিজগুণে অনুগ্রহ করিয়া আপন স্বরূপ দেখাইয়াছেন তিনিই ইহাঁকে অনাদি অনন্ত সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বব্যাপী পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মাতা পিতা গুরু পরমাত্মা ও এক মাত্র সর্ব্ব মঙ্গলকারী বলিয়া চিনিতে পারেন।

ভেল্কীতে বিশ্বাস।

যে সকল অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ আপনাদের ইষ্টদেব পরমাত্মা হইতে বিমুখ, তাহারা সাধুদিগের নিকট হইতে.

ভোজ বিদ্যা ও ভেল্কী দেখিতে ইচ্ছা করে ও তাহা দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তি কিম্বা ঈশ্বরকে বিশ্বাস ও ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে চাহে, সেরূপ বিশ্বাসকে ধিক্ এবং যে বিশ্বাস করে তাঁহাকেও ধিক্ এবং যাহারা সাধু সাজিয়া মনুষ্যদিগকে এইরূপ ভেল্কী দেখাইয়া আপনার সেবা করাইয়া লয় এবং সত্য হইতে আপনি বিমুখ হইয়া অপরকেও সত্য হইতে বিমুখ করে, তাহা-দিগকেও ধিক্। তোমরা বিচার পূর্ব্বক প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের মহিমা দেখ, জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে তোমাদের কোনও বোধাবোধ ছিল না, যে তোমরা স্ত্রী কিম্বা পুরুষ ছিলে এবং এইরূপী সৃষ্টি রাজবাদসাহী কখনই দেখ নাই কিন্তু এখন প্রত্যক্ষ নানা প্রকার সৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাইতেছ ও দুঃখ সুখ বোধ করিতেছ। পরমেশ্বর পরমাত্মার এই প্রত্যক্ষ নানাপ্রকার লীলা ও মহিমা দেখিয়া তোমাদের চেতনা হইয়া তাঁহার উপর বিশ্বাস ও ভক্তি হইতেছে না, তাঁহা হইতে বিমুখ হইয়া আছ এবং সামান্য ভেল্কী ভোজ বিদ্যা দেখিয়া তোমরা সেই ব্যক্তিকে বিশ্বাস বা ভক্তি করিতে ইচ্ছা কর, কি ঘৃণার বিষয়! ইহাকি জ্ঞানবান মনুষ্যগণোচিত কার্য্য? যদি এইরূপ ভেল্কী দেখিয়া সাধুকে ও ভগবান পূর্ণপর-ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে বিশ্বাস ও ভক্তি করিতে হয়, তাহা হইলে বেদিয়ারা নানাপ্রকার শক্তি দ্বারা ভোজবিদ্যা ও ভেল্কী দেখায়; সেইজন্য বেদিয়াদিগকে কি বিশ্বাস ও ভক্তি করা উচিত? এই সকল কারণে রাজা প্রজা সকলেই আপন যথার্থ ইষ্টদেব পরমাত্মা সত্য হইতে বিমুখ হইয়া ভ্রমে পতিত হইয়া উচ্ছন্ন গিয়াছেন ও যাইতেছেন।

সমাপ্ত।